www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো

দুয়ের পাতায়

# আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

বারাসত সহ উত্তর ২৪ পরগনার কালীপুজো

আটের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২০ কার্তিক – ২৬ কার্তিক, ১৪২২ ঃ ৭ নভেম্বর – ১৩ নভেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 2, 7 November - 13 November, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## অসহিষ্ণুতার দোষে দুষ্ট প্রতিবাদীরাই

**ওঁকার মিত্র**

ছোটবেলায় মা–ঠাকুরমা শেখাতেন বিপদে–আপদে ধৈর্য্য ধরতে হয়। আবার বড় হতে পরিবারের বড়রা শিখিয়েছেন অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়। প্রতিবাদ করতে হবে, তবে তার মধ্যে রুচিবোধ অবশ্যই বজায় থাকবে। এই দুই উপদেশের মেলবন্ধনেই আমরা জীবনযাপন করছি। সত্যি বলতে কি কখনও ভাবিনি এই ধৈর্য্য–অসহিষ্ণুতা রাজনীতির উপজীব্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আজ সত্যি সত্যি সেটাই ঘটছে। আর এই ঘোলা জলে কারা যে সত্যিকারের অসহিষ্ণু তা বাছাই করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবাদ করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। শালীনতা ও রুচি বজায় রেখে যে কোনও সহিষ্ণুতার প্রতিবাদের কারোর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু বর্তমান আবহে যারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন তাঁদের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। অতীতের ছাঁকনিতে আজকের প্রতিবাদীদের বেছে নিলে দেখা যাবে এরা আসলে নিজেরাই সুযোগ সন্ধানী। যে প্রতিবাদে রিস্ক কম প্রচারের আলোয় আসতে তাতেই সামিল হয়ে যান। এই প্রসঙ্গে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বরের কথা মনে পড়ে যায়। সেদিন 'বিতর্কিত' লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বিতাড়নের দাবিতে শহরে ধুন্ধুমার কান্ড বেধে যায়। এর প্রতিবাদে কলম ধরায় তসলিমা বিরোধীদের হুমকি থেকে বাঁচতে আলিপুর বার্তার সম্পাদককে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হয়। মাসাধিককাল পুলিশ প্রহরায় রাখতে হয় আলিপুর বার্তা অফিসকে। অথচ এর প্রতিবাদে কোনও লেখক–লেখিকা, চিত্রপরিচালক, বুদ্ধিজীবী গর্জে ওঠেননি।

পুরস্কার ফেরত দেননি। এমন বহু অসহিষ্ণুতা অতীতে ঘটেছে কিন্তু আজকের প্রতিবাদীরা চুপ থেকেছেন কারণ ওই প্রতিবাদে 'রিস্ক' আছে। কোতল হয়ে যাওয়ার বা দেশছাড়া হওয়ার ভয় আছে। অভিজ্ঞতা বলছে আজকের এই অতি বিপ্লবী প্রতিবাদীদের প্রতিবাদ সময়ের সমুদ্রে তাই বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে। সমাজে এর কোনও ছাপ পড়বে না।

আজ যারা যে যা খুশি খাবে, যে যা খুশি পরবে বলে বিপ্লবী বামপন্থা দেখাচ্ছেন তাদের জন্য আর একটি ঘটনার উল্লেখ জরুরি। বাংলায় তখন ঘোর বাম শাসন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজ যাঁরা প্রকাশ্যে গো–মাংস ভক্ষণ করছেন তাঁদেরই এক সহকর্মী বামপন্থী অধ্যক্ষ তাঁর কলেজের ছাত্রীদের অশালীন পোশাকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কলেজে কি পরে আসতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিন কোথায় ছিলেন আজকের প্রতিবাদীরা? কেউ তো পুরস্কার ত্যাগ করেননি। নিদেনপক্ষে একটা মিছিলও করেননি। তাই গো–মাংস ভক্ষণকারী প্রতিবাদীদের দেখে মানুষ আজ ব্যঙ্গ করছে। মানুষ বলছে অন্য ধর্মের কাউকে এনে তাদের কাছে নিষিদ্ধ মাংস খাওয়াতে পারলে বুঝতাম প্রতিবাদীদের সাহস! প্রকাশ্য রাস্তা ঘাটে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ালে, প্রকাশ্যে যা খুশি খেলে কঠোর শাস্তি হবে এমন আইন নেই। কিন্তু কেউ করে না। কারণ এগুলো আমাদের সংস্কৃতি বিরোধী, রুচিতে বাধে। অবশ্য ইতিমধ্যেই বামকর্তারা এই গোমাংস ভক্ষণের পিছনে দাঁড়াতে চাইছেন না কারণ তারা জানেন তাদের আমলে এমন অসহিষ্ণুতা আকছাড় হয়েছে। ফলে এটা ভোটবৃদ্ধিতে কোনও সাহায্য করবে না। শুধু যেটুকু প্রতিবাদ করলে রাজনৈতিক ফায়দা মিলবে ততটুকুই ভাল। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত।

এসব জ্ঞান কি যারা এই নির্বিষ প্রতিবাদে পুরস্কার ত্যাগ করছেন তাদের নেই। তবুও করছেন কারণ কারোর বাধ্যবাধকতা আছে আবার কারোর প্রচারে আসার অদম্য বাসনা। না হলে তারা কি জানেন না পুরস্কার দিয়েছে রাষ্ট্র, জনগণ। রাষ্ট্র কোনও দলের বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। কিন্তু করতে হয়। ক্রিকেটে একটা কথা খুব চালু আছে। যখন তোমার ফর্ম ভালো নয়। টিম থেকে বাদ পড়েছো। তখন তোমায় প্রচারে থাকতে বেশি করে বিজ্ঞাপন করতে হবে। অনুষ্ঠানে যেতে হবে মানুষের মনে জেগে থাকার জন্য। এখন যেন সে খেলাই চলছে।

আসলে প্রতিবাদ বড় কঠিন বস্তু। প্রতিবাদীকে প্রকৃত অর্থে সৎ ও স্বচ্ছ হতে হয়। কোনও চালাকি বা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিবাদ করা যায় না। তার কোনও ফল হয়। প্রতিবাদী নেই, যিনি সমদৃষ্টি দিয়ে কামনা–বাসনা ত্যাগ করে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজকের যারা প্রতিবাদী তারা এর দ্বারা সমাজে, কোনও ছাপ ফেলতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁরা তাঁদের কর্মকান্ডে যে ধর্মকে বারংবার আঘাত করছেন সেই সনাতন ধর্ম নিজেই চরম সহিষ্ণু, শত্রুকেও বন্ধুত্বে পরিণত করার জন্য উদারতার চরমে পৌঁছাতে পারে। এই ধর্মের শিক্ষা দেয় সকলেই অমৃতের পুত্র, সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

## ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেফতার সোনারপুর থানার এসআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সোনারপুর থানার এস আই শুভাশিস দত্তকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে পাকড়াও করলো দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ৫ তারিখ, রাত ৯ টায়। কি হয়েছিলো? দুর্নীতি দমন শাখা সূত্রের খবর শুভাশিসবাবু এক উকিলবাবুর মক্কেলকে, যিনি মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত, জামিনের ব্যাপারে কেসটিকে লঘু করার জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা ঘুষের রফা করেছিল। এরপর উকিলের কাছ থেকে প্রথমে কয়েক হাজার টাকা অগ্রিম হিসাবে নেয় শুভাশিস। এই পরিপ্রেক্ষিতে মক্কেলের জামিন পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পুরো টাকা না পাওয়ার জন্য জামিন হয় নি। এরপর ৫ তারিখ রাত ৯টা নাগাদ এক ভদ্রমহিলা বাকী ৫০০০ টাকা ঘুষ দিতে এসেছিলেন শুভাশিসকে , যা সে গুনে নিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ওঁত পেতে বসে ছিল। হাতে নাতে ধরে ফেলে এস আই, শুভাশিসকে এবং গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি ঘটে সোনারপুর ব্রিজের পাশে। এরপর মক্কেলের উকিলবাবু এসে সোনারপুর থানায় এফআইআর করে। শুভাশিসকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসে কম্পিউটর ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। যেহেতু লক আপে শুভাশিসের ধরা আসামীরা ছিল সেই কারণে লকাপে রাখা হয়নি। রাত ১–৩০ নাগাদ সবার নজরের আড়ালে শুভাশিসকে থানার পিছনের গেট দিয়ে বার করে সোনারপুর থানার অফিসারেরা।গাড়িতে তুলে সোজা কামালগাজি পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেখান থেকে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। নিয়ে

যায় সল্টলেকে,সিজিও কমপ্লেক্সে। তাকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হলে আদালত ১২ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত দিয়েছে। জেরার জন্য কোর্ট থেকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনে।

বহু দিন ধরে শুভাশিসের বিরুদ্ধে এই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আসছিল। শুভাশিস সোনারপুর থানার পিসি পার্টির ইনচার্জ, প্লেন ক্লথ: যাকে বলে সাদা পোষাকের পুলিশ।যারা মানুষের ভীড়ের সঙ্গে মিশে থাকে। শুভাশিস ১৮ মাস আগে জীবনতলা থানা থেকে বদলি হয়েছে সোনারপুরে। সবে মাত্র ৫–৬ বছরের চাকরি জীবন, এর মধ্যে এতোটাই ঘুষ নেওয়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে যা থানার অন্যান্য অফিসারেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। শতবর্ষের অধিক এই সোনারপুর থানায় আজ পর্যন্ত এই রকম ঘটনা ঘটেনি যা ঘটলো এসডিপিও অনিল রায়ের আমলে। আগের আধিকারিকরা যে সুখ্যাতি অর্জন করে গিয়েছেন আজকের এই ঘটনা সোনারপুর থানাকে কলঙ্কিত করেছে বলে এলাকার মানুষের অভিমত।

## দিনগুলি মোর ...

**সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** গোমাংস এখনও পিছু ছাড়ল না মোদি সরকারের। তার মধ্যে শিবসৈনিকদের প্রতিবাদের কালি বিড়ম্বনায় ফেলল বিজেপিকে। এবার কালিমালিপ্ত ভাইকাট্টি। শোরগোল রাজনীতিতে।

**রবিবার :** এও এক অভিনব কীর্তি আদালতের। অবসরকালীন আদালতে সচরাচর কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। কিন্তু এবার তাই হল। সারদাকান্ডে সিবিআইয়ের গুঁতোয় আটক রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র জামিনে ছাড়া পেলেন। তাও আবার কেস ডায়েরি ছাড়া। অবশ্য এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ছুটেছে সিবিআই।

**সোমবার :** পরিবর্তনের পর উন্নতির স্বীকৃতি। রাজ্যে সেচের কাজ দেখে মুগ্ধ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী উমা ভারতী। প্রশংসাও করলেন সেচমন্ত্রীর। কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কের এ এক স্বাভাবিক গতি। কিন্তু তাও এখন রাজনীতির হাতিয়ার। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল–বিজেপি আঁতাতের। পশ্চিমবঙ্গে কবে এই রাজ্যঘাতী রাজনীতি বন্ধ হবে কে জানে?

**মঙ্গলবার :** মাদ্রাসা শিল্পকেন্দ্রের শিক্ষকদের অনশন ধীরে ধীরে উত্তাপ ছাড়ালো রাজ্যে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শরিফের ইমামরা পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে অনশনকারীদের। সরকারের হাতিয়ার 'অবাস্তব' দাবির প্রতি নির্লিপ্ততা। আগামী দিনে সরকারের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠতে পারে এই অনশন।

**বুধবার :** বন্ধ চা বাগানে শ্রমিকদের দুর্দশা ঘোচাতে অধিগ্রহণের হুমকি দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতিতে এ এক নতুন মাত্রা যা বর্তমানে চলা গতি প্রকৃতির উল্টো। সরকার এখন যেখানে দায়ের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সেখানে নতুন করে দায় নেওয়ার মমতা দাওয়াই শিল্পপতিদের ভ্রু কুঁচকে দিয়েছে।

**বৃহস্পতিবার :** সীমান্তে সম্প্রতি চোরাচালানের মাত্রা বাড়ছে। সোনার বিস্কুট থেকে জাল পাসপোর্ট ধরা পড়ছে একের পর এক। বিএসএফ–এর কিছু সাফল্য উঠে এসেছে প্রচারের আলোয়। কিন্তু আসল ছবিটা অন্য। খাদ্যদ্রব্য থেকে গরু পাচার এখনও অবাধ এ রাজ্যের সীমান্তে। নজর দিক কেন্দ্রীয় সরকার।

**শুক্রবার :** বিহারের ভোটযুদ্ধ শেষ হতেই সবার চোখ এক্সিট পোলে। বেশিরভাগ গণমাধ্যমের সমীক্ষাই এগিয়ে রেখেছে নীতিশ–লালু–কংগ্রেস মহাজোটকে। শেষ কথা বলবে আগামী ৮ তারিখ।

**সবজান্তা খবরওয়ালা**

## নজরদারির অভাবে নিষিদ্ধ বাজির রমরমা

# নজর কাড়ছে জামপিং ফ্রগ, ফ্র্যাকলিং পিকক

**কুনাল মালিক, চিংড়িপোতা**

সম্প্রতি মহেশতলার চিংড়িপোতায় গিয়ে চোখে পড়ল ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা সারানো হয়েছে। রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ বাজির দোকান। শব্দবাজির বিতর্কে না মাথা ঘামিয়ে এলাকার ব্যবসায়ী কারিগররা হরেক রকমের আলোক বাজির পসরা নিয়ে বসেছেন। তবে এলাকার তৈরি ফুলঝুরি, রঙমশাল, তুবড়ি, চরকার পসরার চেয়ে শিবকালীর বাজির আধিক্য বেশি। তবে নিষিদ্ধ শব্দবাজি চকোলেট বোম দুষ্প্রাপ্য নয়। কারিগর–ব্যবসায়ীদের কাছে একটু উষ্ণ অনুনয় করলেই মিলবে সেই চকোলেট বোম। শেখ রহমত (নাম পরিবর্তিত) নামে এক ব্যবসায়ীকে বললাম, ২০০ বোম পাওয়া যাবে? আমাকে অনেকক্ষণ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে বললেন, ১৬০ টাকা দিন, আর দশ মিনিট পরে আসুন। দোকান থেকে বেরিয়ে ওই ব্যবসায়ী সাইকেল চালিয়ে পাড়ার মধ্যে চলে গেলেন। তারপর দশ মিনিট পর ব্যাগে করে নিয়ে এলেন ''নিষিদ্ধ শব্দবাজি''।

এবছর বাজির দাম বেশ চড়াই। নিমাই স্টোর্সের মালিক নিমাই দাস জানালেন, লেবারের সমস্যা এবং কেমিক্যালের দাম বাড়ার ফলে বাজির দাম বেড়েছে। নিমাইবাবু আরও বললেন এবার চিনা বাজির দাপট নেই। মানুষই ওই বাজিকে ভয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এবারের বাজারে নজর কেড়েছে জামপিং ফ্রগ, ফ্র্যাকলিং পিকক, স্কাইলাইন। জলে স্থলে ঘুরবে ম্যাজিক–২০ চরকা ইত্যাদি। মেদিনীপুর থেকে তৈরি প্যারাশ্যুট বাজিও চিংড়িপোতায় মিলছে ২০ থেকে ৪০ টাকায়। এলাকার পুরপিতা শুকদেব নস্কর জানালেন, এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই বাজি শিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবন চালায়। সারা বছরই এখানে বাজি পাওয়া যায়। প্রতিটি দোকানেই অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তায় বসে কেউ যাতে ব্যবসা না করে তার জন্য আলাদা স্টল করে দেওয়া হয়েছে।

এলাকার এক ব্যবসায়ী জানালেন, শব্দবাজি নিষিদ্ধ হওয়ায় আমাদের লাভ কমেছে, তবে ধীরে ধীরে মানুষের চাহিদাও পাল্টে যাচ্ছে। সারা বাজার ঘুরে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বাজির উর্দ্ধসীমা যতই ৯০ ডেসিবেল করুক, বাস্তবে নজরদারির অভাবে এবারও কালীপুজোর দিনগুলোতে শব্দ দানবের দৌরাত্ম্য বাড়বেই। **ছবি : অরুণ লোধ**

### শুভেচ্ছা

আলিপুর বার্তার সকল পাঠক, সংবাদপত্র বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং আসন্ন কালীপুজো ও দীপাবলীর আগাম অভিনন্দন।

## বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়

# বৃহত্তম দুর্গার সামনে আমি চুপ করে বসে

**সুদীপ্ত কুমার**

**সাধারণ সম্পাদক, দেশপ্রিয় পার্ক পুজো কমিটি**

আমার সামনে পৃথিবীর সব থেকে বড় প্রতিমা। আর আমি কিনা তার সামনে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে। বাইরে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন দুর্গাপুজোর ইতিহাসের এই মহাবিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করতে। অথচ তারা সেই দর্শন থেকে বঞ্চিত। এই এত মানুষের প্রত্যাশা, তিল তিল করে গড়ে ওঠা সাধ পূরণ করতে না পারার যন্ত্রণা যে কি সাংঘাতিক তা বলে বোঝাতে পারব না। তাই কেউ যদি বলেন কোনও যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই, মানতে পারব না। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নকে সাকার করেও তা উপস্থাপন করতে না পারার দুঃখ এখনও রয়ে গিয়েছে। এই ফিলিংসটা যদি না থাকত তাহলে হয়তো আমি রক্তমাংসের মানুষই নই।

অথচ আমরাই পথিকৃৎ হিসেবে পৃথিবীর সব থেকে বড় দুর্গা প্রতিমাকে জনসমক্ষে আনার পণ করেছিলাম। সব কিছু বেশ সুন্দরভাবে প্ল্যানিং অনুযায়ী চলছিলও। দ্বিতীয়ার দিন আমাদের এই স্বপ্নের প্রতিমা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছিল। দুর্গাপুজোর ইতিহাসের সাড়া জাগানো এইরকম উদ্বোধনও মনে হয় বাংলার মানুষ কোনওদিন চাক্ষুস করেননি। আসলে হৃদয় দিয়ে আমরা তিল তিল করে এই বৃহত্তম দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজে মেতে উঠেছিলাম। চতুর্থীর বিকেলে যখন সবেমাত্র সাড়ে পাঁচটা–ছটা বাজে তখন ১৫ লক্ষ মানুষ কিনা দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাসবিহারি এভিনিউয়ের বুকে, শুধুমাত্র আমাদের এই ঐতিহাসিক প্রতিমা দর্শনের জন্য। ভাবা যায় এটা, সত্যি বলছি আমরাও ভাবতে পারিনি এইরকম জনস্রোত নেমে আসবে শুধুমাত্র আমাদের প্রতিমা দেখার জন্য। তাও দেশের নানা প্রান্ত থেকে। আমাদের যাবতীয় ক্যালকুলেশনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল মানুষের এই ঢল। শুধু আমরা কেন, প্রশাসনও বোধহয় ভাবতে পারেনি এরকম কিছু ঘটতে পারে। মিস ক্যালকুলেশন করেছিল তারাও। ভুল তো মানুষমাত্রেই হয়। কে বলতে পারে এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাই মানুষকে তাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারি হয়তো আগামী বছরই।

তাও এই যে যে লক্ষ লক্ষ দর্শক আমাদের প্রতিমা দেখতে পেলেন না, তাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সত্যিই তাদের এই সাধ–আহ্লাদকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে চাইনি আমরা। কখনও চাইনি তারা দূর দূর প্রান্ত থেকে এসে এভাবে বৃহত্তম দুর্গা না দেখার গ্লানি নিয়ে ফিরে যান। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের এই উৎসবের আতিশয্য বিষাদে পরিণত হোক, অতি উৎসাহে কারও জীবন চলে যাক এটাও তো কাম্য নয়। তাই একরকম বুকে পাথর চেপে এই কষ্টকে মেনে নিয়েছি। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। কাউকে অহেতুক দোষারোপের মধ্যেও যাচ্ছি না। কারণ দোষ দিয়ে তো আর দর্শক ফিরে আসবে না।

শুরুটা কিন্তু মোটেই এমন ছিল না। বরং বেশ ঢাক গুড়গুড় করেই গত জানুয়ারি মাস থেকে বৃহত্তম দুর্গার এই প্ল্যানিং শুরু করি। মূল স্পনসরের সঙ্গে আমাদের ফাইনাল হয়ে যায় মার্চে। তারপর এটা তৈরি করতে লেগেছিল ৬ মাস, ঠিকমতো ধরলে ৮ মাস। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ যখন চলছিল মানে এই আট মাসে আমরা এর সঙ্গে প্রচণ্ডরকম ইনভলভ হয়ে গিয়েছিলাম। সবথেকে বড় কথা যখন এই মহাযজ্ঞ চলছে স্বপ্নের প্রতিমা গড়ে তোলার তখন আশেপাশের কিছু মানুষ তো বটেই বাইরে থেকে অসংখ্য মানুষের ফোন কলে জেরবার হয়ে উঠতে হয়েছিল আমাদের।

তাঁদের একটাই প্রশ্ন এই যে আমরা ঢাক পিটিয়ে এই অ্যাডটা দিয়েছি, এটা কি সত্যি প্রতিমার না অন্য কোনও বাণিজ্যিক সংস্থার। অনেকে ভেবেই বসেছিলেন এটা কোনও মোবাইল কোম্পানি বা রঙ কোম্পানির জমকালো প্রচার। এখানেই বোধহয় আমাদের কৃতিত্ব। দুর্গাপুজোকে ঘিরে এমন কর্পোরেট স্টাইলে কেউ কখনও বিজ্ঞাপন করেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। পুজোর ইতিহাসেও এটা বিরলতম ঘটনা। এদিক থেকে আমাদের দেশপ্রিয় পার্ক নিঃসন্দেহে একটা মাইলস্টোন গড়ে তুলতে পেরেছে। বিশ্বের বৃহত্তম দুর্গা গড়ে যে রেকর্ড আমরা গড়ে তুললাম তা লাজবাব। একদিন হয়তো এই রেকর্ড ভেঙে যাবে। তাও দশহাজারি ক্লাবের প্রথম সদস্য হিসেবে আজও ক্রিকেট দুনিয়া যেমন সুনীল মনোহর গাভাসকারকে স্মরণ করে তেমনই আগামী দিনে আমাদের পুজোর কথা সব্বাইকে বলতেই হবে। পুজোর পরিক্রমায় আমরা ল্যান্ডমার্ক হয়ে থেকে যাব দিনের পর দিন। যাবতীয় দুঃখকষ্টের মধ্যেও এটা আমাদের বিশাল প্রাপ্তি।

একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের স্বপ্ন যখন ক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, আমাদের বিজ্ঞাপনী ধামাকায় মাতোয়ারা গোটা দেশ তখন কিছু বন্ধুস্থানীয় পুজো কর্তা আমাদের অ্যাডকে খাটো করার প্রচুর চেষ্টা করেছিল। আমাদের ভাবনাটা তারা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বাজারে ছাড়তে চেয়েছিল। যদিও তা নিয়ে কোনও রাগ–অভিমান মনে পুষে রাখিনি।

বরং ভালোই লেগেছিল। ওরা এভাবে আমাদের স্বপ্নকে চুরি করায় উলটে আমাদের প্রচারই বেড়ে গিয়েছিল। আসলে বাজারে যখন আপনি একা থাকবেন তখন যত না ঢক্কানিনাদ হবে, অন্যরা তাতে সামিল হলে বহুগুণ বেড়ে যাবে তার মাইলেজ। আগেই বলেছি আবারও বলছি, যাদের প্রত্যাশা এবার মেটাতে পারলাম না তাদের আনন্দ সুদে–আসলে ফেরানোর ইচ্ছে থাকল আগামীদিনে।

## আমেরিকাতে ডিসেম্বরে সুদ বাড়ার সম্ভাবনা

# বিহারের ফল অ্যাসিড টেস্ট বাজারের

**শুদ্ধাশিস গুহ**

আমেরিকায় সুদের হার বাড়তে পারে। গো-মাংস নিয়ে হঠাৎ করেই দেশজুড়ে তৈরি হওয়া অসহিষ্ণুতা এবং তা ঠেকাতে ব্যর্থতার দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্কতা আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা মুডিজের। পাশাপাশি বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ জয় পেতে চলেছে বলে এতদিন যে রব উঠেছিল তাতে জোর ধাক্কা। অতঃপর রেজাল্ট পর্ব চলাকালীন দেশের অনেক নামজাদা কোম্পানির হতাশাজনক ফল। এছাড়াও আরও প্রায় একডজন সমস্যা এসে গ্রাস করে নিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। এছাড়া আমেরিকা সহ ইউরোপের বাজারের ক্রমশ নিচে অবতরণ ক্রমাগত ফেলে চলেছে ভারতীয় সূচক জোড় নিফটি এবং সেনসেক্সকে। পুজোর আগে যে ফিল গুড আবহ তৈরি হয়েছিল এদেশের বাজারে তা বেমালুম উধাও। বরং চারিদিকে এখন বাজার আরও নিচে নামবে কিনা তা নিয়ে চলছে জোর ফিসফাস।

এই লেখা শুরুর সময় একটি তথ্য মাথায় রেখে এগোতে হচ্ছে যে ভারতীয় নিফটি এই সপ্তাহের একেবারে শুরুর দিন সোমবারেই আট হাজারের গন্ডি ভেঙে দিয়েছে। এবং আশঙ্কা ঘনীভূত করেছে সাত হাজারের ঘরে ঘোরাফেরা করার। গত সেপ্টেম্বর বা তার আগে আগস্ট থেকেই যে নিম্নগামিতা শুরু হয়েছিল ভারতীয় বাজারের তা ঘুরে দাঁড়ায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নরের একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে। সেপ্টেম্বরের পলিসি মেকিং পর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর এক ধাক্কায় কমিয়ে দেন পঞ্চাংশ শতাংশ সুদের হার। যার জেরে সাড়ে সাত হাজারি নিফটি ঘুরে যায় একেবারে যে জায়গা থেকে তার পতন হয়েছিল সেই আট হাজার পাঁচশোর কাছেপিঠে পর্যন্ত। যদিও এই দৌড়ে ৮৫০০ পুরোপুরি ছুঁতে পারেনি ভারতীয় নিফটি। কয়েক ধাপ আগেই আপাতত ব্যর্থ মনোরথে থেমে যেতে হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সূচকটিকে। এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি এগোচ্ছিল মনে হচ্ছিল নিফটি না আবার সেই ৭৫০০-র কাছে বা তার নিচে চলে আসে। বাজারে ফের দখলদারি শুরু হয়ে যায় বেয়ার বা বেচুবাবুদের। বিশেষ করে পুজো পর্ব ঠিকঠাক কাটানোর পরে দীপাবলীর আনন্দের আগে মুহুরতের শুভক্ষণ এতে পণ্ড হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠছে। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে অনেক কিন্তু-পরন্তুও আছে যা নিমেষে পালটে দিতে পারে বাজারের সেন্টিমেন্ট। যার ফলে হয়তো দেখা যেতে পারে দিওয়ালীর তালেতালে নেচে উঠছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। ভারতীয় আর্থিক সূচককে উর্দ্ধগামী করে তুলতে কোনও বিদেশী কারণ নয় খোদ দেশীয় উপাদান মজবুতভাবে পরিস্ফুট হতে হবে। বলাবাহুল্য এই দেশী উপাদানটি হল বিহারের নির্বাচনী ফলাফল। যার ওপর খালি বিজেপি বা নীতীশ কুমার-লালুপ্রসাদ জোট নির্ভর করছে না তাকিয়ে রয়েছে পুরো ভারতীয় আর্থিক দুনিয়া। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে অভিমত পাওয়া যাচ্ছে এবং দেশী বা বিদেশী লগ্নিকারীদের মনের গতিও আপাতত কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে বিহারকে ঘিরে। এমনিতে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে মহল গড়ে উঠেছিল বিহার নির্বাচনকে নিয়ে তাতে একটা কথা পরিস্কার ছিল যে ব্যাপকভাবে মানে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে বিহার দখল করতে চলেছে বিজেপি বা তথাকথিত এনডিএ জোট। একের পর এক প্রাক সমীক্ষা যত কাছে আসছিল দেখা যাচ্ছিল বিজেপির কর্তৃত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই আবহটা আচমকা পালটে যাচ্ছে একের পর এক দফা ভোট পর্ব বিহারে শেষ হওয়ার পরে পরে। কখনও মনে হচ্ছে বোধহয় অ্যাডভান্টেজ বিজেপি, আবার কোনও দফার পরে হয়তো দেখা যাচ্ছে নীতীশ-লালুর পাল্লা ভারী। হয়তো রাজনৈতিক কচকচি। তাও এখন কটাদিন এই রাজনৈতিক কূটচালিতার দ্বারা প্রভাবিত হবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তা বিদেশ থেকে যতই ভালো বা খারাপ যে খবরই আসুক না কেন। তাই আপাতত আর্থিক অঙ্ক কষাকষি বন্ধ করে লগ্নিকারীরা চোখ রাখবেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের পর্দায় যেখানে বিহার নির্বাচনে জাতপাতের রসায়ন নিয়ে জোরদার তর্কবিতর্ক চলবে। ভোটের পর গণমাধ্যম বা কিছু রাজনীতিবিদ (পড়ুন বিজেপি বিরোধীরা) যতই বিহারে বিজেপি হারছে শ্লোগান তুলে দিক না কেন শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখ থাকবে 'ফলেন পরিচয়'-এর দিকে। আর বিজেপি তথা এনডিএ

**অর্থনীতি**



যদি বিহারে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা তুলে নিতে পারে তবে আজকের আট হাজারের নিফটি নভেম্বর কিংবা মাঝ ডিসেম্বের মধ্যে ধাবিত হতে পারে ৯ হাজারের দিকেও। বস্তুত এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। উলটো দিকে বিজেপি যদি বিহারে সুবিধা করতে না পারে তা হলে হয়তো আবারও সাত হাজারের অঙ্কেই থেমে যেতে পারে ভারতীয় সূচকের ঘোড়া। তাই সেনসেক্স-নিফটির আপাত ঘোরাঘুরি সীমাবদ্ধ ওই বিহারের নির্বাচনী ফলাফলকে ঘিরেই।

বিহারের গণনা ৮ নভেম্বর। তার আগে শেষ দফা ভোটের পর ফলাফলের ট্রেন্ড বোঝা যাবে। কারণ বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা গিয়েছে এই ভোট পরবর্তী সমীক্ষা বা এক্সিট পোল একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। তাই ৮ নভেম্বরের আগেই প্রবণতা সাফ হয়ে যাবে দেশবাসী তথা শেয়ার বাজারে নিবেশকারীদের কাছে। বিহারের পালক যদি নিজেদের মুকুটে যোগ করতে পারে বিজেপি তবে এটা নিশ্চিত আগামী দিনগুলিতে রাজ্যসভায় বিরোধী বাধার কাঁটা অনেকটাই ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হবে নরেন্দ্র মোদি সরকার। একটা কথা এই দেড়-দুবছরে মোদি সাহেব ভালো টের পেয়েছেন ভোটের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের তোপ দাগা যতটা সহজ আদৌ ততটা সহজ নয় ভারতীয় অর্থনীতির পারদ মাপা। বিশেষ করে বিদেশী লগ্নিকারীদের ভোল যে কিভাবে পালটে যেতে পারে, ইতিবাচক মনোভাব থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তাও ভালো মালুম পড়েছে নরেন্দ্র মোদি কিংবা অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কাছে। এমতাবস্থায় মোদি সরকারের পক্ষে বলার মতো এই যে কাজ না হওয়ার জন্য বিদেশী লগ্নিকারীরা যতই দুষুক না কেন তাদের, এটাও তারা বুঝতে পারছেন এই সরকারের আন্তরিকতা আছে। বিভিন্ন বিল পাশের ক্ষেত্রে হিমালয়সম বাধা গড়ে তুলছে বিরোধীরা। ফলে লোকসভায় যতই ড্যাংড্যাং করে জিতে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তুলুন না কেন রাজ্যসভার বৃত্তে এসে বারংবার আটকে যাচ্ছে সংস্কারের রথ। এখানে বিজেপি কোণঠাসা করছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা একদম এককাট্টা মনোভাব নিয়ে। এই চিত্রটাই পালটে যেতে পারে একটা বিহার হয়। উল্লেখ্য, এর আগে হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে নিজের জোরে সরকার গড়েছে বিজেপি। এর সঙ্গে বিহার জুড়ে গেলে সংস্কারের ষোলোকণা পুরণের দিকে এগিয়ে যেতে অনেকটাই সক্ষম হবে মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। তাই পাখির চোখ বা অ্যাসিড টেস্ট হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে বিহারের নির্বাচন।

বিদেশ থেকে যে খবরটা এইসময় ভারতীয় অর্থবাজার সহ বিশ্বের আর্থিক সূচকগুলিকে শিহরিত করে রেখেছে তা হল আগামী ডিসেম্বরে নাকি আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক ফেড সেদেশে সুদের হার বাড়াবে। এই প্রেক্ষিতে আমেরিকা তথা ইউরোপের লগ্নিকারীরা যাদের এফআইআই পোষাকি নামে আমরা চিনে থাকি তারা নাকি এদেশ সহ বাইরের সব জায়গা থেকে যাবতীয় লগ্নি তুলে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়ো করবে। কিন্তু এই অশনী বার্তার একটা সমান্তরাল পালটা ভাবনাও মজুত আছে যা ভারতীয় বাজারকে অনায়াসে সুরক্ষিত রাখতে পারে। সেটা হল আমেরিকা যদি একটা বড় আকারে সুদ না বাড়ায় তা হলে বাজার সেটাকে পাত্তা দেবে না। এবং ডিসেম্বরের ছুটি কাটানোর সময় বিদেশীরা যে বিক্রিবাট্টা করে থাকে তার পর ফের সেখানকার লগ্নি এখানে আসতে শুরু করবে। তাহলে এখন থেকেই মার্কিন মুলুকের সুদ বাড়ানোর গল্পে ভীত হওয়ার খুব একটা কারণ নেই এখানে। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় সুদ বাড়ছেই বলে যে গল্প চালু ছিল তা ফানুসের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। এবারেও যে তা হবে না সেই সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৭ নভেম্বর – ১৩ নভেম্বর, ২০১৫**

**মেষ :** নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

**বৃষ :** বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুফল পাবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক।

**মিথুন :** যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন-দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

**কর্কট :** সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি-জমা ও ভূ-সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

**সিংহ :** আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

**কন্যা :** অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

**তুলা :** বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন।

**বৃশ্চিক :** লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

**ধনু :** অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার।

**মকর :** আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যায়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

**কুম্ভ :** আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ।

**মীন :** নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবেকরতে পারবেন।

## এবার চলো চন্দননগর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবার চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোও তৈরি। পুজোর চমক জাগাতে গত ১০ বছর ধরে কলকাতার মতো চন্দননগর শহর ও 'থিম' পুজোর দৌলতে কৌলিন্য আদায় করে নিয়েছে। এমনকি কলকাতার মতো মণ্ডপ তৈরি অনেক আগে থেকে এবার খুঁটি পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছে চন্দননগরে। পুজোর আর কয়েকটা দিন বাকি। তাড়াতাড়ি মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ করে চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিনের মধ্যে মণ্ডপ খুলে দিতে হবে দর্শকদের জন্য। এখন সর্বত্রই মণ্ডপ তৈরির কাজে চলছে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। অভিনব থিম নির্ভর এই মণ্ডপ তৈরিতে যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তেমনি প্যারিস, থার্মোকল, মাটি ও চট, কাপড়ের নকশা করা এই সব মণ্ডপ তৈরি করতে, থিমমেকার এবং মণ্ডপ শিল্পীদের প্রচুর সময়ও লাগে। থিম মেকারদের হাত ধরে চন্দননগরে কোথাও তৈরি হচ্ছে আফ্রিকা দেশের আদিবাসী পুজোর মণ্ডপ। কোথাও পাখি ও জীবজন্তুর দেশ। আবার কেউ জাতীয় ফুল পদ্মের মণ্ডপ তুলে ধরছেন। সঙ্গে রয়েছে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির। এরই সঙ্গে থাকছে চন্দননগরের নিজস্ব সেই আলোর জাদু। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির আওতায় এবারে বারোয়ারির সংখ্যা ১৫১ থেকে বেড়ে ১৫৬ হয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক সাউ জানালেন এবারে পাঁচটি পুজো কমিটির জুবিলি উৎসব রয়েছে। এর মধ্যে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন করবে হরিদ্রাডাঙা, সাহেববাগান, কাপালীপাড়া, তেলিনীপাড়া কুলতলা, বারাসাত ব্যানার্জী পাড়া। লক্ষ্মীগঞ্জ কাপড়ে পট্টি ২৫০ বর্ষ উদ্‌যাপন করবে। কমিটির সদস্য সুবল নন্দন জানান, এবারে ৬৩টি বারোয়ারি শোভাযাত্রা করার অনুমোদন পেয়েছে। লরিসংখ্যা থাকছে ২২০টি। জুবিলি থাকা পুজো প্রতি ৫টি, অন্যদের ৪টি করে। কমিটির আর এক সদস্য অশোক কুমার গোস্বামী বলেন, এই পুজো চন্দননগর শহরে বনেদিয়ানা এবং আভিজাত্যের জন্য বিখ্যাত, নিত্য নতুন, সমসাময়িক সামাজিকতার নানা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় দিকগুলি তুলে ধরতে পুজোকেও যে সফলভাবে ব্যবহার করা যায় তা তামাম দুনিয়াকে দেখিয়েছে চন্দননগর। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সভাপতি শিবরাম কুন্ডু বলেন, নিঃসন্দেহে এই পুজোর আয়োজন বিরাট ব্যাপার। এতগুলো বারোয়ারি যেভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সুষ্ঠু ভাবে শান্তি বজায় রেখে পুজো করে চলেছে তা এককথায় প্রশংসনীয়।

## চন্দননগরের ঐতিহ্যপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পুজো

**বারাসত গেট :** কলকাতা থেকে চন্দননগরে জিটি রোড দিয়ে গড় পার হয়ে প্রবেশ করলেই প্রথম ঢোকার মুখেই বারাসত গেট সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ। ৬৮ বছরে পদার্পণ করল এই পুজো। এখানকার মণ্ডপটির এখন বিভিন্ন জাতির কীটপতঙ্গর বেঁচে থাকার লড়াই। মণ্ডপের ভেতর প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং, ব্যাঙকে দর্শনার্থীরা দেখার সুযোগ পাবেন। এই ক্ষুদ্র লুপ্তপ্রায় পোকামাকড়ের আওয়াজও শোনা যাবে। এখানে বিভিন্ন সাইজের ১৫টি ব্যাঙের ছাতা থাকবে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ বেনুবদন শেট জানান, এখানে প্রতিমার সর্বোচ্চ উচ্চতা ২২ ফুট। মুকুট সহ ২৯ ফুট। এবারে শোভাযাত্রা হবে। বাজেট ধার্য হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী বাসুদেব পাল। কমিটির সদস্য অর্পণ নন্দী বলেন, প্রতিবার সাদা ধবধবে শোলার ডাকের সাজসজ্জা কাটোয়ার দিলীপ ঘোষ তৈরি করেছেন। পঞ্চমীর দিন মহারাজ উদ্বোধন করবেন।



**অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাব :** জ্যোতি সিনেমা হলের কাছেই মরান রোডে এই পুজো মণ্ডপটি। এই বারোয়ারির ৪৭ বছরে এবারের প্যান্ডেলটি একেবারে নতুনত্বের ছোঁয়া রেখেছে। মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই বিরাট চিল ডানা মেলে থাকবে। এ বছর তাদের নিবেদন — 'ফিরিয়ে দাও জীবকূলের আস্তানা'। মণ্ডপের সামনে বনজঙ্গলের মধ্যে হরিণ, হাতি, সারস, কাক, কোকিল, পায়রার মডেল থাকবে। এর সঙ্গে মানান সই আলোকসজ্জা। প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে থিমের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই। একচালার প্রতিমা মণ্ডপ শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। কমিটির সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক সুমিত চ্যাটার্জী ও উজ্জ্বল মুখার্জী জানালেন, বিভিন্ন পাখির বাসা যেমন বাবুই পাখির বাসা, কাকের, বক, কোকিলের বাসা প্যান্ডেলের চতুর্দিকে হাজির থাকছে। এবারে বাজেট ২০ লক্ষ টাকা। সপ্তমীর দিন উন্নয়ন গ্রুপের কর্ণধার পার্থ প্রতিম ঘোষ দস্তিদার উদ্বোধন করবেন।

**সুরের পুকুর :** উত্তর চন্দননগরে এই পুজোমণ্ডপ আধুনিকতায় বরাবর বিখ্যাত। এই পুজো মণ্ডপের থিম ভাবনায় পুজো উদ্যোক্তারা এবার দর্শকের দরবারে হাজির করছেন সাড়া জাগানো ভাবনা 'এশিয়ার কোলে আফ্রিকা'। এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ নৌকা ব্রিজ। দর্শনার্থীরা পার হয়ে প্রতিমা দর্শন করবেন। সামনের পুকুরে ফোয়ারা তৈরি হয়েছে। কমিটির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আফ্রিকার একটি গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুজো এই শহরে দেখতে পাবেন দর্শকরা। এরই পাশাপাশি আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান দেখা যাবে। এমনকি প্রতিমার সাজসজ্জা নান্দনিক শিল্পকর্মকে অবলম্বন করে আদিবাসীদের মতন থাকছে। ২৭ বছরে পা দিল এই পুজো। বাজেট ৭ লক্ষ টাকা।

# কুন্ডুঘাটে নন্দীবাড়িতে ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রীপুজো ১২৫ বছরে পদার্পণ করল

**মলয় সুর, চন্দননগর**

চতুর্দিকে বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজো। আড়ম্বর সত্ত্বেও কিন্তু এখনও অনেকেরই মন টানে বাড়ির পুজোতে। বিশেষত বনেদি বাড়ির পুজোয়। আসলে বাড়ির পুজো অনেক আচার নিষ্ঠা সহকারে হয় বলেই এই টান। এই রকমই চন্দননগর কুন্ডু ঘাটে নন্দীবাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত ১২৫ বছরে পদার্পণ করল জগদ্ধাত্রী পুজো। এই পুজো শুরু হয়েছিল স্বপ্নাদেশে। বর্তমানে গৃহের সর্বময় কর্তা তারক নন্দীর কাছ থেকে শোনা যায় কে বা কারা প্রতিমা বাড়িতে ফেলে যায়। সেই থেকে পুজো শুরু। সাবেকি ঘরানায় সেই একচালা প্রতিমার পুজোর ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। প্রতিমা ডাকের সাজে সজ্জিত। দুর্গাপুজোর দশমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। বাড়ির ঠাকুর দালানে বংশ পরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরি করে। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সুশীল নন্দী জানালেন, এখানে কুমারী পুজোতে ব্রাহ্মণের মেয়েকে নির্বাচিত করা হয়। কুমারী পুজো বাড়ির বউরা করেন। প্রতিবছর বাড়ির মেয়ে সুমিতা নন্দী প্রতিমার সোনার অলঙ্কার পরান। মাতৃ প্রতিমার সাজসজ্জায় ফুটিয়ে তোলেন। এই পুজোর সময় আত্মীয়স্বজনরা যে যেখানে থাকেন ছুটে আসেন বাড়ির পুজোর আমেজ নিতে। এখানে কেবলমাত্র নবমীর দিনই পুজো হয়। আগে বলি প্রথা ছিল। ২০০১ সাল থেকে বলি বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর দালানে ধুনো পোড়ানো হয়। এবারে ১২৫ বছর থাকায় উৎসাহ উদ্দীপনা একটু বেশি থাকবে। তা বলাই বাহুল্য, এছাড়া নবমীর দিন বহিরাগত অতিথিও আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।




নন্দী বাড়ির প্রতিমা

### তেলিনীপাড়া কুলতলা বারোয়ারি

এই পুজোর এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। এই পুজো মণ্ডপে এবার দর্শনার্থীরা বৈষ্ণো দেবীর অনুকরণে মন্দির দেখতে পাবেন। আয়োজকরা উৎসবের মধ্যেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। সপ্তমীর দিন গরিব দুঃস্থদের বস্ত্রদান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক ওম প্রকাশ চৌধুরী (মুন্না) জানান, পুজোর চতুর্থীর দিন অভিনেতা তথা কলকাতার শেরিফ রঞ্জিত মল্লিক এই পুজো উদ্বোধন করবেন। এবারে বিগ বাজেট ধার্য হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। এখানে কেবলমাত্র নবমীতে পুজো। এখানকার প্রতিমার সোনালী রঙের সাজসজ্জায় চমক থাকবে। ওই ওয়ার্ডের দুই বারের জয়ী কংগ্রেস কাউন্সিলার রিতা চৌধুরী বলেন, এবারের শোভাযাত্রায় আলোসজ্জায়, লুপ্ত প্রায় প্রাণী থাকবে। যেমন, কচ্ছপ, কুমীর, পেঙ্গুইন, জিরাফ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। এই পুজোটা জুট মিল চত্বরে হওয়ার দরুণ সন্ধ্যায় প্রচুর ভিড় হয়।

### তেলিনীপাড়া কালীতলা বারোয়ারি

বাবুবাজারের ভিতর এই পুজো মণ্ডপ হয়ে আসছে। এবারে ৬১ বছরে পদার্পণ করল। এবারে সম্পূর্ণ মণ্ডপটি ধানের মড়াই তৈরি হয়েছে। এই পুজো কমিটির সম্পাদক কুমারেশ দত্ত বলেন, মণ্ডপের চতুর্দিকে বিভিন্ন পোশাকে ছোট থেকে বড় কাকতাড়ুয়া মডেল থাকবে। এই কাকতাড়ুয়া ২৫ ফুট-২০ ফুট, ১৫ ফুট ও ৫ ফুট সাইজের দেখা যাবে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ দীপ মিত্র জানান, মণ্ডপের সামঞ্জস্য অনুযায়ী মাতৃমূর্তির সাজসজ্জা রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলে বহুদিন দুটি জুট মিল বন্ধ থাকার দরুণ চাঁদার হার অনেক কম রয়েছে। বাজেট ধার্য হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। এবছর শোভাযাত্রা হবে না।

### গোপালবাগ

চন্দননগর জিটি রোড সংলগ্ন জ্যোতি সিনেমার কাছেই এই বারোয়ারি। প্রতিবারেই এই পুজো মণ্ডপটি নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এবার ৫৩-তম বর্ষ। এ বছর তাদের থিম নান্দনিক ভাবনায় শিল্পকর্মকে অবলম্বন করে জাতীয় ফুল 'পদ্ম'। সম্পূর্ণ মণ্ডপে বিভিন্ন রংয়ের পদ্মফুল মেলে ধরছেন। পুজোর থিমমেকার তথা শিল্পী সুদীপ সাহা বলেন, ধর্মীয় রীতিনীতি বা কোনও উপাসনা বা আরাধনা মানবজগতের ক্ষেত্রে পদ্ম ফুল রূপ পায়। পদ্মকে সূর্যের সাথে তুলনা করা যায়। পদ্মের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে পুরো মণ্ডপে এমন কি শারদোৎসবে পদ্মফুল ছাড়া পুজোর রূপ পায় না। এই চিত্রশিল্পী সুদীপ সাহা বহু পুরস্কার প্রাপ্ত ও সম্মানীয়। তাঁরই ভাবনার মাধ্যমে সেজে উঠছে ভারী সুন্দর মণ্ডপ। এখানে নবীন ও প্রবীন সদস্যদের মিলিত প্রচেষ্টায় রাতদিন এক করে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে। এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা স্বরূপ দে জানান, দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েই তাঁরা মণ্ডপ সজ্জায় বিশ্বাসী। কমিটির সাধারণ সম্পাদক সলিল দাঁ বলেন, এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ মন্ডপের সামনে চৌবাচ্চায় বিভিন্ন পদ্ম ফুটতে দেখা যাবে। এছাড়া আলোর কারুকার্য ও সাউন্ডের চমক তুলে ধরা হবে। যা মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাবে।

### বড়বাজার

চন্দননগর শহরের কেন্দ্রস্থলে এই বারোয়ারি কমিটি পড়ে। এককথায় শহরের হার্ট অফ সিটি এর মধ্যেই বড় বাজার জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজো মণ্ডপের সামনেই শহরের নামী স্কুল কানাইলাল বিদ্যামন্দির। এই এলাকায় এলিট শ্রেণির লোকের বসবাস। এবারে এই পুজোমণ্ডপটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বৌদ্ধ মন্দির তৈরি হয়েছে। গেরুয়া রংয়ের এই বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি দেখা যাবে। মণ্ডপের উচ্চতা ৪০ ফুট। এবারে ৫৩ বছরে পা রাখল। বাজেট ৮ লক্ষ টাকা। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জয়দীপ শেঠ (লাল্টু) ও প্রণব শীল জানালেন, প্রতিবছরের মতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারও এই প্রতিমা দর্শন করতে আসতে পারেন। পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। এবার শোভাযাত্রায় আলোক সজ্জার থিম হিন্দুদের 'বিবাহ বন্ধন'। তাঁর বিভিন্ন রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান লাইটের মাধ্যমে আগত দর্শনার্থীরা দেখতে পারেন। আলোসজ্জার শিল্পী শান্তি কুন্ডু। এই পুজো দেখতে দূর-দূরান্তের মানুষরা আসেন। সন্ধ্যায় এখানে জমজমাট ভিড় দেখতে পাওয়া যায়।

### বিশ্বরূপা কালী মায়ের মন্দির পীঠস্থান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মা বিশ্বরূপা মায়ের মন্দির চন্দননগর জিটি রোডে রথের সড়কে অবস্থিত। বহু প্রাচীন ও জাগ্রত এই দেবীমূর্তি। ফরাসি আমলে বা তারও আগে এই বামা কালীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সেবাইত দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় (কাজল) জানালেন, তিন পুরুষ ধরে তারাই মন্দিরের পুজো করে চলেছেন। প্রথমত তাঁর জ্যেঠামশাই নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে কেনও এক তান্ত্রিক হস্তান্তর করেন। এরপর কাজলবাবুর বাবা দুলাল চট্টোপাধ্যায় পুজোর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। কালের আবর্তে এই মন্দির এবং নাটমন্দির তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের কৃপায়। এখানে শাক্য বা বৈষ্ণব মতে পুজো হয়। দেবাশিসবাবু আরও জানালেন, তিনি যখন শুদ্ধাচারে পুজো করতে পঞ্চ আসনে বসেন তখন মা ভর করেন তার উপর। সেদিনের সেই মন্দির আজ সারা জেলায় বিখ্যাত। মন্দিরে ভক্ত সমাগম মুখর থাকে শনি, মঙ্গলবার ছাড়া অমাবস্যা তিথির দিনগুলিতে। এখানে নানাজাতের মানুষ বিশ্বরূপা কালীমায়ের মন্দিরে সমাগত হন। করুণা ভরা তৃপ্তিতে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে যান তারা। মনোবাঞ্ছা পূরণ তো হয়ই। নতুবা এত আবেগ কিসের প্রতিবছর কালীপুজোর দিন অন্নকূট উৎসব হয়। ৬ থেকে ৭ হাজার সব শ্রেণির মানুষই এক পংক্তিতে ভোজন করেন ঠাকুরের ভোগের অন্ন। সেদিন নতুন বেনারসি শাড়ি মাকে পরান হয়। এখানে তিনদিন ভক্তদের দেওয়া বেনারসি শাড়ি মাকে পরান হয়। কালীপুজোর দিন, অন্নকূট উৎসব ও কল্পতরু উৎসবের দিন এই ধার্মিক মানুষদের মনবাসনা পূর্ণ করেন মা বিশ্বরূপা।

# ‘নির্মল মহকুমায়’ অংশ নিল কাকদ্বীপ

**বাপন মন্ডল, কাকদ্বীপ**

‘নির্মল মহকুমা’ করে তুলতে তড়িঘড়ি বৈঠক হয় কাকদ্বীপে। কাকদ্বীপ মহকুমার চারটি ব্লকে প্রায় ২৬ হাজার মানুষের কোনও শৌচাগার নেই। ফলে গ্রামের খোলা জায়গাতেই তাঁদের প্রাত্যহিক কাজ সারতে হয়। যা গ্রাম বাংলাকে দূষিত করে এবং অস্বাস্থ্যকর। এই পরিস্থিতির বদল ঘটানোর জন্য শনিবার তা নিয়ে কাকদ্বীপ সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে বৈঠক হয়। প্রতিটি স্কুল –কলেজ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, এসডিও ছাড়াও কয়েক হাজার মানুষ উক্ত আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও বিধায়করা।

জেলাশাসক ডাঃ পি বি সেলিম কী করে কাকদ্বীপকে নির্মল মহকুমা করা যায় তা নিয়ে বিশদে বলেন। কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, এই মহকুমায় চারটি ব্লকের বহু জায়গাতে শৌচাগার নেই। যার মধ্যে কাকদ্বীপ ব্লকে ৬ হাজার ৩৯৪ টি, সাগর ব্লকে ১ হাজার ৯৫১ টি, পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১১ হাজার ৯৬২টি, নামখানা ব্লকে ৬ হাজার ১৫২ টি বাড়িতে বিধিসম্মত শৌচাগার নেই।

এদিন সিদ্ধান্ত হয় জেলার ৫ টি মহকুমার মধ্যে কাকদ্বীপকে প্রথম নির্মল মহকুমা করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বাকিদের ধরা হবে। সেই মতো ৩১ ডিসেম্বরকেই টার্গেট করা হয়েছে। যাতে ওই সময়ের মধ্যে এই মহকুমার সব বাড়িতে শৌচাগার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই কাজ সফল করার জন্য প্রতিটি অঞ্চলের লোকজনকে নিয়ে পদযাত্রা, প্রচার হবে। কাকদ্বীপ প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান দেবব্রত মাইতি জানান, ইতি মধ্যেই আমাদের অঞ্চলের অন্তর্গত বহু গ্রামে শৌচাগার তৈরির কাজ শুরু হয়েগেছে এবং অনেক শৌচাগারও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

# জেলার শৌচাগার নির্মাণে তৎপর সেলিম

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নদীয়ার পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মিশন নির্মল বাংলা ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পে সাফল্য এনে দিতে বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন জেলাশাসক পিবি সেলিম। জেলায় শুরু হয়েছে ‘আমার শৌচাগার’ নামের প্রকল্প। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জেলার নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও সুন্দরবনের ব্লকগুলোতে শৌচাগার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। আর বাকি গ্রামগুলোতে পরবর্তী আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য স্থির করেছে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ। জেলা প্রশাসনের সমীক্ষা অনুযায়ী জেলার ৭ লক্ষ পরিবারে এখনও শৌচাগার নেই। এই প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মী, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, ক্লাব, সব ধর্মের প্রধানদের সামিল করা হয়েছে। সামিল করা হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েদের জন প্রতিনিধি, বিধায়কদের। জেলাশাসক পিবি সেলিম জেলার

বিভিন্ন মহকুমায় গিয়ে প্রকল্পে সামিল হওয়া প্রত্যেককে নিয়ে চলছে বৈঠক। বৈঠকে প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা ক্রীড়া সঙ্ঘের মাঠে এরকম একটি সভা করেন জেলাশাসক। সেই বৈঠকে দফায় দফায় কয়েক হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে নদীয়া জেলার সাফল্যের বিভিন্ন ধাপ তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, পোস্টারিং প্রচারের পাশাপাশি গণপ্রচারের জন্য বেশকিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। যেমন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ধর্মীয় প্রধানদের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ব্যাপক প্রচার। জেলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রতি সোমবার সার্বিক স্বাস্থ্য বিধানের শপথ বাক্য পাঠ। সাইকেল ও মোটরসাইকেলে র‍্যালি। আমার শৌচাগার এক্সপ্রেস। কাউন্ট ডাউন ঘড়ি। এছাড়াও থাকছে ম্যাজিক শো, পথনাটিকা, পুতুল নাচ, ভ্রাম্যমান গানের দল ও বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রচার। জেলা শাসক পিবি সেলিম বলেন, ‘নদীয়া জেলা পারলে দক্ষিণ ২৪ পরগনাও পারবে। জেলার সমস্ত অংশের মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি।’

# সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে — মন্টুরাম পাখিরা

**বিশ্বজিৎ পাল**

রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা থানার বালি–১ পঞ্চায়েতের সত্যনারায়ণপুর গ্রামে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সত্যনারায়ণপুর শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, প্রধান শিক্ষক তারাপদ মণ্ডল, জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর প্রমুখ। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, বিদ্যা নদীর ধারে এই স্কুলটি অবস্থিত ছিল। ২০০৯ সালে আয়লার সময় স্কুলটি ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি ধীরে ধীরে স্কুলটি নদী গ্রাস করছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্কুলের নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন হল। আজ থেকে এই নতুন ভবনে স্কুল চালু হল।

মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে। স্কুলে ১০৬৯ জন ছাত্র–ছাত্রী পঠন–পাঠন করে। তবে উচ্চমাধ্যমিক–এ কলা বিভাগ চালু আছে। বাকি বিভাগগুলি চালুর জন্য বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। যাতে আগামী বছর কমার্স ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয় সেটি দেখা হবে। গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, এই নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধনে উপকৃত হবে এলাকার হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রী। নদীর ধারে পুরনো স্কুলে আতঙ্কের মধ্যে ছাত্র–ছাত্রীরা পঠন–পাঠন করছিল। আস্তে আস্তে স্কুলটি নদীর গভীরে চলে যাচ্ছিল। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় স্কুলটি সংস্কার হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে স্কুল স্থানান্তরিত করে এই নতুন বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন হয়। এর ফলে শিক্ষার আলোর বিস্তারে ছাত্র ছাত্রীরা খুবই উপকৃত হবে। স্কুলটি নির্মাণে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর, সাংসদ বিধায়ক তহবিলে অর্থ অনুদান করা হয়েছে। এমনকি গ্রামবাসীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর প্রমুখ।

# তন্ত্রসাধনার বিচরণ ক্ষেত্রে মাকালীর আরাধনা

**মেহেবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার :** দুর্গা পুজো ও লক্ষ্মী পুজোর পর এবার আসছে আলোর উৎসব কালী পুজো ও দীপাবলী। বাকি আর মাত্র ক’দিন। মঙ্গলবার রাতে অমাবস্যা তিথিতে তন্ত্রসাধনায় মেতে উঠবে দেবী কালীর সাধকেরা। কোথাও রীতি রেওয়াজ মেনে ধুমধামের সাথে হবে হোম–যজ্ঞের পুজো, আবারও কোথাও বলি প্রথার পুজো। কিন্তু মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে শ্মশান কালী পুজো হবে তান্ত্রিক মতে। সেখানে থাকবে ১০৮টি নরমুন্ড। আর এই নরমুন্ড দিয়ে রাতভর চলবে দেবী কালীর সাধনা। প্রায় আশি বছর আগে স্বয়ং দেবীর স্বপ্নাদেশে স্থানীয় চক্রবর্তি পরিবারের সদস্যরা পাশেই শ্মশানের জঙ্গল কেটে তৈরি করেন চার চালা মন্দির। সেখানে বালিসিমেন্ট দিয়ে গড়া কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বপ্নে দেবী নির্দেশ দিয়েছিলেন, অপঘাতে মৃত ১০৮টি নরমুন্ড দিয়ে তাঁকে পুজো দিতে হবে। দেবীর নির্দেশ মেনে চক্রবর্তি পরিবারের সদস্যরা হন্যে হয়ে অপঘাতে মৃতদের মুন্ডের খোঁজ শুরু করেন। এক এক করে অবশেষে মিলেও যায় ১০৮টি নরমুন্ড। স্বপ্নাদেশ মেনে দেবীর মূর্তির চারপাশে ১০৩টি নরমুন্ড রেখে ৫টি নরমুন্ডের ওপর বসে কালী পুজোর ভূত–অমাবস্যা তিথিতে সমস্ত রীতিরেওয়াজ মেনে তান্ত্রিক মতে পুজো শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে বংশপরম্পরা ভাবে

চলে আসছে চক্রবর্তি পরিবারের এই পুজো। কিন্তু পরিবারের এই পুজোতে কখনও ভাটা পড়েনি। বরং বেড়েছে পুজোর জৌলুস। প্রথা মাফিক অমাবস্যার তিথিতে আদি গঙ্গার মাটি ও জল দিয়ে শুরু হয় পুজো। পরিবারে সদস্যকেই মন্ত্র পড়ে দেবীকে সাধনা করতে হয়। সেই থেকে পুরোহিতের ক্ষেত্রেও একইরকম প্রথা চলে আসছে। পুজোর শেষে এখানে প্রতিমার জলে ভাসান হয় না। পুজোর মাসখানেক আগে থেকে পরিবারে পুরোদমে শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। বাড়ির মহিলাদের পাশাপাশি ছোটরাও নানা রকমভাবে সহযোগিতা করে।

এই পুজোর সাথে জড়িয়ে থাকা পরিবারের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গত পঁচিশ বছর ধরে একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন পরিবারের প্রবীণ সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘দেবী জাগ্রত। প্রত্যেক বছর ভূত অমাবস্যা তিথিতেই দেবীকে তান্ত্রিক মতে পুজো করা হয়। মনের ইচ্ছে পূরণের আশায় ওই দিন রাতে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্তরা। আমার পূর্ব পুরুষদের মতই পুজোর আগে আমিও দেবীর স্বপ্ন দেখি। দেবীর নির্দেশ মত পুজোতে সমস্ত নিয়মরীতি মানা হয়।’ স্থানীয় বাসিন্দা সন্তু দাস বলেন, ‘পুজোর রাতে দূর–দূরান্ত থেকে বহু মানুষ মনের ইচ্ছা পূরণের আশায় মন্দির চত্বরে ভিড় জমায়। এমনকি এলাকার বাসিন্দারাও ভক্তি ভরে দেবীকে পুজো দেন।’

# বড়ালের কালী পুজোয় এবারের থিম ‘মনের মানুষ’

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** রাজ্যের শহর ও শহরতলি এবং গঞ্জে এবার দুর্গাপুজো উদ্যোক্তারা যেভাবে থিমের পুজো করে সুনাম অর্জন করেছেন ঠিক সেই ভাবে কালী পুজোয় থিমের ভাবনায় নেমে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজো মণ্ডপগুলি। এই চব্বিশ পরগনায় এবার সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করতে চলেছে গড়িয়া বড়ালে বড়াল নেতাজি সংঘ এবং লেক পল্লি সমাজ উন্নয়ন সমিতি বাদামতলা। এবার ৫৮ বছরে পা দিলো এই সমিতি। এবারের ভাবনা মনের মানুষ। ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন। সেখানে একটি বাউলদের গ্রাম তৈরি করা হয়েছে। এই গ্রামে রয়েছে ছয়টি কুড়েঘর যার মধ্যে বাউলদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হোগলা পাতা দিয়ে ঘরের চারদিক মোড়া হয়েছে ও ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়েছে খড়ের। সেখানে ঝুলছে চাল কুমড়ো, মাটির বারান্দায় রয়েছে ঢেকি চাল ভাঙার জন্য, ও বাউলদের পোষা পায়রার ঘর। সাত মাস ধরে ক্ষেতে ৪৫ রকমের সবজি ফলন করেছে, এর মধ্যে রয়েছে ধান ও পাট গাছও। ক্ষেত থেকে সবজি তুলে প্রতিদিন রান্না করবে বাউলরা। মোড়াম দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, বিশাল খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়েছে বাউলের আকড়া। এই আকড়ায় বসে সারাদিন ধরে চলবে বাউল গান। এখানেই শেষ নয় রাতে কোনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলবে না শুধু সারা গ্রামে জ্বলবে কেরোসিনের বাতি। একটি পুকুর করা হয়েছে হাঁস থাকবে সেখানে বাউলদের পরিবারেরা স্নান করবে ও থালা বাসন মাজবে, রান্না করবে মাটির হাড়িতে ও থালা বাসন পর্যন্ত মাটির। রাতে কুয়াশা দেখা যাবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বোলপুর থেকে ২২ জন বাউলরা আসছেন এই মনের মানুষ গ্রামে বসবাস করার জন্য। উদ্যোক্তারা এবার বাঁশের কালী প্রতিমা শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। এই বাউলরা সারা জীবন ধরে গ্রামে গ্রামে বাউল গান গেয়ে সংসার চালায়। এই মনের মানুষ গ্রামে কোনও রকমের কৃত্রিম ভাব নেই সব কিছুই ন্যাচারালের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী মধু কর্মকার। বাউলদের প্রতিদিন খাওয়ার জন্য ধানের গোলা করা হয়েছে সেই গোলা থেকে ধান বার করে ঢেকিতে চাল ভেঙে সেই ভাত রান্না করে খাবে। ক্ষেত থেকে সবজি তুলে রান্না করবে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হোল গড়িয়া বড়ালে ব্যাঙের ছাতার মত চারিদিকে গজিয়ে উঠেছে ফ্ল্যাট বাড়ি, দোকান, বাজার, জনসংখ্যা প্রচুর। তার মধ্যে এই মনের মানুষ বাউল গ্রামে প্রবেশ করলে মনে হয় না বড়ালে বসে আছি। শান্ত পরিবেশ, ঠিক যেন অজ পাড়া গাঁ বাঁকুড়া। সব কিছু মূলেই বেশি কৃতিত্ব দিতে হয় স্বনাম ধন্য শিল্পী মধু কর্মকারকে। এই মনের মানুষ গ্রামটি গত তিন মাস ধরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন শিল্পী মধু। সঙ্গে ছিলেন কর্মকর্তা শিলাদিত্য দত্ত ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সভাপতি বিশ্বজিৎ দে। যাদের জন্য এই গ্রামকে তৈরি করতে সম্ভব হয়েছে। বিশ্বজিৎবাবু বলেন কোনও ভিআইপিকে উদ্বোধন করতে যদি না পাই তাহলে সামান্য রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে ফিতে কাটাবো। এছাড়া থাকছে ৩০০ বস্ত্র দান গরিব বাচ্ছাদের জন্য বই খাতা পেন বিতরণ। এবারে উদ্যোক্তারা মনে করছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের প্রচুর পরিমানে ভিড় হবে সেই জন্য প্রবেশ দ্বারা বাড়ানো হয়েছে পুলিশ ও সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে বাইরের পুকুর থেকে মোটা পাইপ দিয়ে গ্রামের ভিতরে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও সেফটির দিকটা চিন্তা ভাবনা করেই এই সব করা হয়েছে।

# বাঘের হানায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি :** শনিবার রাতে জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বের হয়ে নদী সাঁতার কেটে লোকালয়ে ঢুকে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং মহকুমা ঝড়খালি কোস্টাল থানার ত্রিদিব নগর বালির খাল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বালির খাল গ্রামের বাসিন্দা বিনোদিনী মন্ডলের ছাগলের ঘর আছে। এদিন রাতে সুন্দরবনের হেড়োভাঙা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বের হয়ে মাতলা নদী পার হয়ে ঝড়খালির বালির খাল এলাকায় ঢুকে পড়ে। বাঘটি বিনোদিনী মন্ডলের বাড়ির গোয়াল ঘর থেকে একটি ছাগল ধরে নিয়ে যায়।

পরের দিন সকালে বিনোদিনী মণ্ডল দেখে গোয়াল ঘরে ছাগলের রক্ত পড়ে আছে, ছাগল নেই। আর বাঘের পায়ের ছাপ। এই দেখে সে চিৎকার করলে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। তারা বিষয়টি দেখে বনদফতরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনদফতরের কর্মীরা। তারা এলাকাটি নাইলনের শক্ত নেট দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। যা বাঘটি কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি পটকা ফাটাচ্ছে। মাতলা রেঞ্জ বন বিভাগ জানান জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বের হয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। গ্রামের একটি ছাগল নিয়ে গিয়েছে বাঘটি। এমনকি বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে কিরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, ঝড়খালির লোকালয়ে একটি বাঘ ঢুকেছে। এ বিষয়ে বনদফতরকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বনদফতর সব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেদিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন জঙ্গল থেকে বাঘ বের হয়ে লোকালয়ে ঢুকেছে। ফলে এলাকাবাসী আতঙ্কে দিন গুনছেন। ভয়ে তারা বাইরে বের হতে পারছেন না। ঘরে দরজা জানালা দিয়ে বসে আছে। এ বিষয়ে বনদফতরকে জানানো হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

# ছাত্রীনিবাস সংস্কার শুরু

**অশোক কুমার মণ্ডল :** সাগর ব্লকের মৃত্যুঞ্জয়নগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে। ২০১১ সালে উন্নীত হয় মাধ্যমিক স্তরে। বর্তমান ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫ জন। বহুদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসটি দিন গুনছিল সংস্কারের। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহায়তায় রাজ্য সরকারের তফশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন নিগমের তরফে সংস্কারের কাজে বরাদ্দ করা হয় ১০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা।

গত ৩ নভেম্বর ছাত্রী নিবাস সংস্কারের কাজের উদ্বোধন করলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি। এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী অজিত কুমার সাহু, কর্মাধ্যক্ষ অদ্বৈত মণ্ডল, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা আলোলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সরোজ কুমার মণ্ডল, প্রধান বিপিন বড়ুয়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছাত্রীরা চন্দন, ব্যাজ ও পুষ্পস্তবকে অতিথিদের বরণ করার পর পরিবেশন করে নাচ, গান, আবৃত্তি। সকলের মধ্যে ছিল খুশির হাওয়া।

# উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সরকারি সূত্রে খবরে প্রকাশ সুন্দরবন উন্নয়নে গত অর্থবর্ষে ১৬৮.৪৭ কিলোমিটার ইট বিছানো রাস্তা, ১৮৮৫ কিলো মিটার পিচ রাস্তা ও ২৯.০৫ মিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তা এবং ২০টি আরসিসি জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। মৃদঙ্গভঙ্গ নদীর ওপর দিয়ে আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যা মথুরাপুর–২ ও পাথরপ্রতিমা ব্লককে সংযুক্ত করেছে। চলতি অর্থবর্ষে আরও সাতটি ব্রিজ তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১৯ হাজার বাইসাইকেল বিলি করা হয়েছে। চলতি ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই ৪৮০ কিলোমিটার রাস্তা, ৩০টি আরসিসি জেটি এবং পাঁচটি ব্রিজ নির্মাণের কাজও শুরু হবে। এবং ৭১ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে কৃষি পণ্যের বীজ, জৈব সার ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রসামগ্রী বন্টনের কাজ শুরু হবে। চলতি অর্থবর্ষের জন্য গতবারের থেকে ৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩৭০ কোটি টাকা সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

# মহানগরে

## পরিবহন কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক আছেন যাঁরা সরাসরি পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং এদিকে রাজ্যের পরিবহন কর্মীরা সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের আওতাভুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী, এই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে — পরিবহন কর্মীদের জন্য মাসিক ১৫০০ পেনশন, মাসিক ৭৫০ টাকা ফ্যামিলি পেনশন; দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ২৫ হাজার টাকা বিবাহ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা (দু’বার) এবং মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন।

## ১.৫ কোটিই সামাজিক সুরক্ষার আওতায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এরাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা এখন প্রায় ১.৫ কোটির মতো। এদের মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ‘সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে’র আওতায় আছেন। খবরে প্রকাশ এদের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিককে ‘সামাজিক মুক্তি কার্ড’ (স্মার্ট কার্ড) দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবরে প্রকাশ রাজ্যের সমস্ত ১.৫ কোটি অসংগঠিত শ্রমিককেই সরকারের বিভিন্ন ‘সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে’র আওতায় এনে ‘সামাজিক মুক্তি কার্ড’ (স্মার্ট কার্ড) ইস্যু করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের শ্রম দফতর অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য এক নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজ্যের যে কোনও শ্রমিকের কাছে এই কার্ড থাকলে তাঁরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেনশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুযোগসুবিধা ও ভাতা অতি দ্রুত পেতে পারবেন। এবং বিভিন্ন বিষয়ে এক দফতর থেকে আরেক দফতরে ছোটাছুটি করতে হবে না। রাজ্যে শিল্পের গতি ও কর্মকান্ড স্বাভাবিক রাখার জন্য এই কার্ড রাজ্যের শ্রমিকদের এক সামাজিক সুরক্ষা দেবে।

নয়া এই কার্ডের মূল উদ্দেশ্য ওই শ্রমিক ছাড়াও শ্রমিকের পরিবারের যৎসামান্য আয়ের ব্যক্তি বা পরিবারের অন্য কেউ অসুস্থ হলে, কর্মহীন হলে বা বয়সজনিত কারণে অসুস্থ থাকলে সমস্ত ধরনের সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া যাবে ওই কার্ডের মাধ্যমে।

## রাজ্যে সেচসেবিত জমি পরিমাণ বৃদ্ধি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাজ্যে মোট ৬৫ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি আছে। তার মধ্যে মাত্র ৩৯ লক্ষ হেক্টর জমি সেচসেবিত। সরকারি সূত্রে প্রকাশ, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় চাষিদের উৎসাহিত করতে সরকারি তরফে নয়া একটি স্কিম আনা হচ্ছে। এই স্কিমের আওতায় সারা রাজ্যে ১০ লক্ষ পাম্প বসানোর জন্য প্রতি ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা চাষি প্রতি দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এতে চাষিরা উপকৃত হবেন।

## কালী প্রতিমা নিরঞ্জনে ডিজে নিষিদ্ধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৫ সালের ধর্মীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার কালী পুজো। ছট হবে ১৭ নভেম্বর আর ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জগদ্ধাত্রী পুজো। কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ ১১, ১২ এবং ১৩ নভেম্বর। উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান প্রতিদিন রাত ১০টার মধ্যে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর ডিজে সাউন্ড নিয়ে নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা না করার জন্য সার্বজনীন কালী এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর সংগঠকদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। গোবিন্দবাবু জানান ক্ষতিকর ডিজে সাউন্ড যে সংস্থা বা ব্যক্তি সরবরাহ করবে এবার ওই সরবরাহকারীর বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ৮.৪০ মিনিটের পর অমাবস্যা তিথি লাগবে। ওই দিন সূর্যোদয় সকাল ৫.৫১ মিনিটে। সূর্যাস্ত হবে ৪.৫২ মিনিটে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে ২১ এবং ২২ নভেম্বর। মন্ডপে মাইক বাজানোর সময় সকাল ৭ থেকে বেলা ১১টা। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা। উল্লেখ্য খোলা জায়গায় বিচিত্রানুষ্ঠানে মাইক বন্ধ করতে হবে রাত ১১টায়। এরসঙ্গে নগরপাল সুরজিত কর পুরকায়স্থ জানান ১৩ নভেম্বর সারা রাত ধরে প্রতিমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়া চলবে। এছাড়াও পুলিশের তরফ থেকে দীপাবলীর পুরস্কারও দেওয়া হবে বড়, ছোট ও মাঝারি পুজোগুলিকে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৫ নভেম্বর কেওড়াতলার চিত্তরঞ্জন দাস স্মৃতি উদ্যানে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। নিজস্ব চিত্র

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর – ১৩ নভেম্বর, ২০১৫

## ‘অসহিষ্ণুতা’ থামাতে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন

ইনটলারেন্স বা অসহিষ্ণুতা শব্দটি এই মুহূর্তে ভারতের প্রায় প্রতিটি গণমাধ্যমের আলোচ্য। এর প্রধান কারণ বিগত আমলগুলিতে যে সমস্ত পুরস্কার সম্মান বেলানো হয়েছিল সেগুলি যখন সরকারকে ফেরত দেওয়ার পালা চলবে তখন গণমাধ্যমের সামনে সাক্ষী রেখে কজন চ্যানেলে ঢক্কানিনাদ করছে। শিল্পী পরিচালকদের যে শ্রেণি এই সম্মান ফেরনোর প্রতিযোগিতায় আছেন তাঁদের ভূমিকা অনেকটাই রাজনৈতিক এমন একটা বার্তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত ‘অসহিষ্ণুতা’ আটকাতে প্রকৃত পক্ষে যে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ছিল পরিবর্তে প্রকৃত রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার লক্ষণ ফুটে উঠছে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির এই হঠাৎ ‘বিদ্বজ্জন জাগরণ’ এর নেপেথ্যে জাতীয় আন্তর্জাতিক কোন শক্তি কাজ করছে তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। তিলকে তাল করে দেশের মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে চালিত করার প্রয়াস, দেশ ভাঙার নতুন ষড়যন্ত্র কারা করছে, কোন স্বার্থে করছে সেদিকে গণমাধ্যমের এবং দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমী নাগরিক, গোষ্ঠী ও দলের ভাবা প্রয়োজন।

দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত দিয়ে রাজপথে প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্যে বিশেষ মাংস খাওয়ার উৎসবের মধ্যে আর যাই থাক ন্যূনতম রাজনৈতিক শিষ্টাচার যে নেই তা প্রকট হয়েছে। রঙ বদলানো ‘প্রগতিশীল কবি’ কিংবা প্রাক্তন কমিউনিস্ট মেয়র যেভাবে হিন্দু–মুসলমান ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করার প্রয়াসে সামিল হয়ে দেশবাসীকে নিজেদের চিন্তা চেতনার দৈনতাকে প্রকট করলেন তা তাদের শ্রেণিকে চিনিয়ে দিয়েছে।

দেশের মানুষের অনেক দুঃখকষ্ট বেদনা আছে যেগুলি নিয়ে সম্মান প্রাপকরা যেমন ভাবিত নন তেমনি কিছু গোষ্ঠী যারা এই ধরনের নানা কাজে মদত দিলেও নীরব থাকেন অনাহারক্লিষ্ট গ্রামীণ ভারতের ব্যাপারে। যেসব ক্ষেত্রে প্রচার নেই, নেই সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার ‘সম্মান’।

নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশে একের পর এক মুক্তমনা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রকাশক রক্তাক্ত হচ্ছেন, প্রাণ হারাচ্ছেন অসহিষ্ণুতার কোপে সে ব্যাপারে একটি প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হল না ‘বুদ্ধিজীবী’ ওই সম্মানিত সম্প্রদায়। দেশে বাঘ–সিংহ সংরক্ষণের কথা বলা হলে তিনি পরিবেশবিদ, কুকুরের ওপর নির্যাতন রক্ষা করার দাবি তুললে তিনি পশুপ্রেমী, আর ‘রাজপথে প্রকাশ্যে বর্বরচিত ভাবে গোহত্যা বন্ধের আদেশ জানালে তিনি সাম্প্রদায়িক। দেশ বিভাজনের এই দ্বিচারিতা বন্ধের জন্য সরকারি আইন জরুরি। এদেশটা সবার। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের।

## অমৃত কথা

ভক্তি আট রকম। জ্ঞানভক্তি, বিধিবাদীর ভক্তি বা বৈধীভক্তি, প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি, বিজ্ঞানভক্তি, শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, উর্জ্জিতা ভক্তি এবং মধুর ভক্তি।

‘ঈশ্বর আছেন’ এই জ্ঞানে নাম গুণকীর্ত্তন, অর্চ্চনা, বন্দনা, শ্রবণ, আত্মনিবেদন ইত্যাদি যে সকল কর্ম করা যায়–তাকে জ্ঞানভক্তি বলে, অথবা কৃষ্ণই সব হয়েছেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই কালী, তিনিই শিব এই জগৎ ব্রহ্মান্ডে তিনিই রয়েছেন’–এরকম জ্ঞানকে জ্ঞানভক্তি বলে।

এতো জপ করতে হবে, উপবাস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে,



এতো উপচারে পুজো করতে হবে, এতগুলো বলি দিতে হবে, এই সব করতে করতে প্রেমভক্তি আসে। বৈধী ভক্তি–যেমন হাওয়া পাবার জন্য পাখা রাখা। যখন দক্ষিণে বাতাস বয় তখন আর পাখার দরকার হয় না।

‘যখন সংসার বুদ্ধি একেবারেই চলে যায়, ভগবানের প্রতি ষোলো আনা মন হয়, তাঁরওপর পূর্ণ ভালোবাসা হয়’– তখনই প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি। এই ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

‘ঈশ্বর দর্শনের পর, ভক্ত তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে যে সেবা করে’–তার নাম বিজ্ঞান ভক্তি।

দেবর্ষি নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিয়ে সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে আরম্ভ করলেন। রামচন্দ্র স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। নারদ বললেন, ‘রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তবে এইবর দাও যেন তোমারপদে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।’ রামচন্দ্র বললেন, ‘আর কিছু বর নাও’। নারদ বললেন, ‘আর কিছু আমি চাই না, কেবল চাই–তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।’

কোনও ভক্ত বেশি জপ করতেন, তাকে পরমহংসদেব বললেন, এক জায়গাতেই দিনরাত রয়েছো, এগিয়ে যাও। ভক্ত বললেন, তাঁর কৃপা না হলে হবে না। তিনি (পরমহংসদেব) তাকে বললেন, ‘তাঁর কৃপায় বাতাস রাত দিনই বইছে, নৌকোয় পাল তুলে দাও, তবে তো হাওয়া লাগবে।’

যতই এগিয়ে যাবে, ততই ঈশ্বরের উপাধি কম দেখবে। ভক্ত প্রথম দর্শন করলে দশভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে ষড়ভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে দ্বিভুজ গোপাল। যতো এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য্য কমে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে গেল, তখন দ্যোতি দর্শন হলো।

## ফেসবুক বার্তা




# নিউটাউন : কর্মসংস্থানের প্রহেলিকা

## বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ১২

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারহাট নিউটাউন উপনগরীর ধারাবাহিক লিখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলির মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীয়ানার নাটক। রাজ্য যতদিন ক্ষমতায় ছিল, প্রতিবছর ‘মার্কিন ও পুঁজিবাদ–সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও’ শ্লোগান দিয়ে দোসর বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে আমেরিকান সেন্টারের সামনে হুল্লোর করত। এই রাজনৈতিক দলটির ভন্ডামির মুখোশ এখন শহর মফস্বলের নাগরিকদের কাছে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য এই দলের মিছিলে লোক হয়। ভোট বাক্সে ভোট দিতে গেলে মুখে সিপিএম সম্পর্কে আতঙ্ক ঘৃণার ভাব।’ যাক সিপিএম চর্চা। বিষয়গত আলোচনার ফিরে আসাটাই যুক্তিসঙ্গত।

৯০–এর দশকে রাজারহাট নিউটাউন উপনগরীর গোড়াপত্তন হয় বিশ শতকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি এবং হাইওয়ে ১০১ উপনগরী বা নিউটাউনের অনুসরণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিলিকন ভ্যালি দেশের প্রথম ‘entreprenevrial region’ ভৌগোলিক ইতিহাস পরিকল্পনা, ব্যবসা–বাণিজ্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে এই উপনগরী গড়ে তোলা হয়। উনিশের সত্তরের দশকে নেদারল্যান্ড– ফ্রান্স– ইংল্যান্ড–ফিনল্যান্ড সহ পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে বৃহৎ বৃহৎ পরিকাঠামোগত শিল্প কলকারখানার পরিবর্তে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং জ্ঞানগত বাণিজ্য প্রসারে, নিউটাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্মরণ করিয়ে দিই বর্তমানে রাজ্যে যে শিল্পের একাদশী চলছে তার চেয়েও ভয়ংকর অবস্থা ছিল বাম রাজত্বে ৮০–৯০–এর দশকে। লালঝান্ডার জুলুমবাজি মালিকের সঙ্গে বর্তমান সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি গোপন আঁতাত করে গেস্টকিন–স্যানিকি–রেমিংটন–বেঙ্গললাম্প–হিন্দুস্থান পিঙ্কলিংটন–মেটালবক্স বন্ধ করে দেয়। সিপিএম বোধহয় ভুলে গিয়েছে কয়েকশো শ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনা। ভিখারি পাসোয়ানের নিখোঁজ। হাইকোর্টের ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ মামলা ফাইলের তলায় আজও চাপা পড়ে আছে। সিটুর জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের বরাহনগর থেকে বারাকপুর, হাওড়া থেকে হুগলির পরিকাঠামো শিল্প কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় দিল্লির রাজনীতি থেকে কংগ্রেসের বিপর্যয় ও জোট রাজনীতির উত্থান। স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের হুংকার মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে



**স্মরণ করিয়ে দিই বর্তমানে রাজ্যে যে শিল্পের একাদশী চলছে তার চেয়েও ভয়ংকর অবস্থা ছিল বাম রাজত্বে ৮০–৯০–এর দশকে। লালঝান্ডার জুলুমবাজি মালিকের সঙ্গে বর্তমান সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি গোপন আঁতাত করে গেস্টকিন–স্যানিকি–রেমিংটন–বেঙ্গললাম্প–হিন্দুস্থান পিঙ্কলিংটন–মেটালবক্স বন্ধ করে দেয়। সিপিএম বোধহয় ভুলে গিয়েছে কয়েকশো শ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনা। ভিখারি পাসোয়ানের নিখোঁজ। হাইকোর্টের ভিখারি পাসোয়ান নিখোঁজ মামলা ফাইলের তলায় আজও চাপা পড়ে আছে। সিটুর জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের বরাহনগর থেকে বারাকপুর, হাওড়া থেকে হুগলির পরিকাঠামো শিল্প কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।**

না। ইন্দিরা–রাজীব গান্ধি–নরসিমা রাও জমানায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন বন্ধুত্ব রক্ষা করে টাকা আদায় করেছিলেন। আর অর্থনীতিবিদ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ করে রাজ্যের কোষাগারকে ধারের টাকায় ভর্তি করতে থাকে। ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে এনডিএ জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খরচা–খরচের হিসাব দাবি করে। রাজ্য সরকারের হিসাবের স্বচ্ছতার অভাব প্রকল্পে অর্থ নয়ছয়ের কারণে সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়। রাজ্যের ভাঁড়ারে ঘাটতি শূন্য বাজেটে তত্ত্ব শূন্যে পরিণত করে। এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য শালি জমি, পুকুর, জলাশয় বেচে দিয়ে নগরায়ণের জন্য জমি দখলের পরিকল্পনা নেয়। এক্ষেত্রে সিপিএমের দুটি কৌশল ছিল। (১) পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাকে সস্তায় জমি পাইয়ে দেওয়া (২) জমি দালালী ও প্রমোটারী ব্যবসা থেকে পার্টি ফান্ডে বিপুল অর্থ তোলা তোলা।

প্রাথমিক ভাবে এই দুরাভিসন্ধি মাথায় রেখে রাজারহাট নিউটাউন উপনগরী গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করে। বিশ্বায়নের পরিসরে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়ায় নিউটাউন প্রকল্প ১৯৯০–এর দশক থেকে শুরু হয়েছিল শিল্পকাঠামো বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। হলদিয়ায় নিউটাউন প্রকল্প গড়ে তোলা যেত। এই প্রকল্প হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলে, বন্দরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ বিনিময় সম্ভবপর হতো। বাম সরকার সরকার হিডকো এই বাস্তবতাকে না বুঝে কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে নিউটাউন রাজারহাট ভাঙর এলাকায় শুরু করে। সরকারের লক্ষ্য ছিল চিনের নানজির গুয়াজহো সাংহাই নগরীর অনুকরণে রাজ্যে স্মার্ট সিটি রাজারহাটে পত্তন করা।

রাজধানী দিল্লিতে নিউটাউন প্রকল্প গড়ে ওঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বায়নের পরিসরে পুরাতন দূষণযুক্ত কলকারখানাকে বন্ধ করে দিয়ে নতুন ভাবে পরিকাঠামো শিল্পের বিকাশ সাধন করা। কর্মসংস্থানের মুখকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করে তোলা। ১৯৮০–র দশকে মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী দল ও তার শ্রমিক সংগঠনগুলি যখন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার কম্পিউটর ও তথ্য প্রযুক্তির বিরোধিতা করছে দিল্লিতে তখন তৈরি হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি কর্মসংস্থান। দিল্লির কাছেই নয়ডা, গুরগাঁও এই দুই প্রত্যন্ত এলাকাকে স্যাটেলাইট টাউনশিপে পরিণত করে। তথ্য প্রযুক্তি সহ কয়েক হাজার বহুজাতিক সংস্থার অফিসে পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত এমনকি কম্পিউটর জানা এবং ইংরেজি ভাষায় কাজ চালিয়ে নেবার মতো সাধারণ ছেলেমেয়েরাও রাত–দিন এক করে কাজ করছে বিপিও সংস্থায়। এই দুই শহর হয়ে উঠেছে Knowledge Process outsourcing কেন্দ্র। তবে বহুজাতিক কর্মসংস্থায় কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তার মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, যখন তখন কর্মী ছাটাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে অটো রিকো এবং সানবিম কোম্পানির শ্রমিক সংগঠনের স্বীকৃতি এবং হন্ডা সংস্থার কর্মীদের তিন বছরের ভাতা প্রদানের চুক্তি নিয়ে বিরোধ বাধে। রিকো সংস্থার এক কর্মী আন্দোলনের সময় নিহত হলে বিভিন্ন অটোমোবাইল সংস্থার ১ লক্ষ কর্মী ধর্মঘটে সামিল হয়। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নয়ডা–গুরগাঁও এলাকাকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সেজ হিসাবে ঘোষণার পর ৩ হাজার একর এলাকা জুড়ে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে হরিয়ানা উন্নয়ন নিগম। গুরগাঁও–নয়ডা পুনের হিনজাওয়াদি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, সাচ্ছিবাত্তাল সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নিউটাউন প্রকল্প জাতীয় ধরনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য বেসরকারি উদ্যোগ বা সক্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু রাজারহাটের ক্ষেত্রে নিউটাউন প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারের তাগিদা বা গরজটা ছিল বেশি। দেশের অন্যান্য রাজ্যে নিউটাউন প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাজনীতির কদর্যতা এতটা তীব্র ছিল না যা পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকারের নিউটাউন রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘটে। রাজারহাটের জন্য নিউ টাউন পরিকল্পনায় রাজ্য সরকারের কৌশল ছিল বস্তু জলাজমি কৃষি জমি দখল করে প্রযুক্তি পার্ক নির্মাণ করাটা ছিল গৌণ। জলা জমির ওপর আবাসন নির্মাণটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কারণে সুউচ্চ বহুতল আবাসন গড়ে তুলে শহরের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও শহরের জনসংখ্যা চাপ কমানোর চেষ্টা করা হয়।

১৯৯০–এর দশকে উদারীকরণ অর্থনীতির বিকাশের জন্য নতুন নতুন শহরের উন্নয়নে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তা কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যকে ঘোচাতে পারেনি। দিল্লি–মুম্বই–হায়দ্রাবাদ–পুনে–বেঙ্গালুরুর যেভাবে আর্থিক বিনিয়োগের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তুলনামূলকভাবে রাজারহাট উপনগরী গড়ে ওঠার পরে রাজ্যের অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশকে বাদ দিলে কলকাতার এই উপনগরী রাজ্যের আর্থিক পশ্চাদপদতাকে কাটিয়ে বিপুল কর্মসংস্থানের দিশা দিতে পারেনি। উদারীকরণ অর্থনীতির হাত ধরে রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পে রাজ্যে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ স্নাতক স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ১০% যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান দিতে পারেনি। তাহলে নতুন শহর নির্মাণে সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি – নাকের বদলে নরুল!

# সরকারের কাজে লজ্জিত হয়েও রাষ্ট্রের জন্য গর্ব করা যায়

নির্মল গোস্বামী

উত্তরপ্রদেশের দাদরী কান্ড লজ্জাজনক, কলঙ্কজনক। এই ঘটনা দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভারতবর্ষের সম্মানহানি ঘটিয়েছে। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অসিহষ্ণুতা যে এমন নক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে পারে তা দেখে এবং সেই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মানুষ হিসাবে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করি। আবার এই ঘটনার পর থেকে দেশে প্রতিবাদের নামে যা হচ্ছে তাকেও সমর্থন করা কি না সেই প্রশ্নে ভাবতে বসে কিছু যুক্তি মনে বুদবুদের মতো ভেসে উঠছে। তাকে পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরতেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের ভালোমন্দের প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সমস্বরে করবেই। সে অন্তর থেকেই হোক আর ভোটের বালাই থেকেই হোক। ‘দাদরী’র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। ব্যতিক্রম যেটা ঘটছে সেটা হল সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দেওয়া কি যেন হিড়িক পড়ে গেল।

এর পক্ষে বিপক্ষে আবার যুক্তি পাল্টা যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি দল এতে ক্ষুব্ধ। এর কারণও যথেষ্ট আছে। যাঁরা খেতাব ফেরাচ্ছেন তাঁদের যুক্তি কি? খেতাব তাদের কাছে রইল না সরকারকে ফেরত দিল তার উপরই কি নির্ভর করছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি? তা যদি করত তা হলে ফিরিয়ে দেওয়ার যুক্তি ছিল। তাহলে অহেতুক কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আর এক অপ–প্রচেষ্টা হবে না কি?

প্রথমেই বলি যে আমরা অনেক শিক্ষিত মানুষজনরা অনেক সময় ভুল করি রাষ্ট্র আর সরকারের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যে সরকারের আমলেই খেতাব পেয়ে থাকুন না কেন তা সরকারি খেতাব নয়, রাষ্ট্রীয় খেতাব। অনেক ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রকে সরকার বলে সম্বোধন করে থাকি। যেমন আমরা সরকারি কর্মচারী বলি। সরকারি বাস, সরকারি হাসপাতাল, সরকারি রাস্তা ইত্যাদি বলে থাকি। আসলে তা রাষ্ট্রের হবে। সবই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সরকার আর রাষ্ট্র অনেক সময় সমর্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই আমাদেরও ভ্রম হয়।

গণতন্ত্রে সরকার বিরোধী যতরকমের আইনি পথে আন্দোলন করা যায় তা সবই করতে পারেন খেতাবধারীরা। কেউ বাধা দেবে না। তাঁরা নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় হন এটাই আমরা চাই। কিন্তু ভুল পথে চালিত হয়ে রাষ্ট্রের দেওয়া খেতাবকে অমর্যাদা করার অধিকার কারোর নেই। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গদগদ মুখে খেতাব নিয়ে ছিলেন কেন? রাষ্ট্রটা তো সাম্প্রদায়িক হয়ে যায়নি? তাহলে রাষ্ট্রের খেতাব ফেরানোর যুক্তি কেন? রাষ্ট্র মানে ১১৫ কোটি জনগণ আপনার কাজ স্বীকৃতি দান করেছে।

মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য পুরস্কার। কোথায় উত্তর প্রদেশের দাদরীতে হিন্দুরা মিলে একজন মুসলিমকে অন্যায় ভাবে মেরেছে তার জন্য রাজ্যের সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে যদি দোষীদের ছাড় দেয় তবে প্রতিবাদ করুন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি দল কি দোষ করল? তাদের দলের সরকার আজ আছে কাল থাকবে না। কিন্তু আমরা থাকব। রাষ্ট্র থাকবে, খেতাব থাকবে, ভারতবর্ষে হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থাকবে। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকবে, আবার কোথাও কোথাও সম্প্রতির অভূতপূর্ব উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুরাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবুও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব শেষ হবে না কোনদিন। এই সত্যটা মানতে হবে।

সমাজে সংগঠিত আর পাঁচটা সামাজিক অপরাধকে রোধ করার যেমন প্রচেষ্টা থাকবে, তেমনি সাম্প্রদায়িক অপরাধ যাতে সংগঠিত না হয় তার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। যদি আর পাঁচটা আইন শৃঙ্খলা অবনতির মতো এটাকে না দেখি তাহলে আর এক ধরনের অসহিষ্ণুতার জন্ম দেওয়া হবে।



বিজেপি বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। তার নীতি আদর্শ আমার পছন্দ নাও হতে পারে, তবুও তাকে সম্মান জানানো কি আমার নাগরিক কর্তব্য। সেই দলের প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে আমারও প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সমালোচনা করতে পারি কিন্তু অশ্রদ্ধা করতে পারি না। তাহলে গণতন্ত্রকে মর্যাদা দেওয়া হল না। আমা কথায় বক্তৃতায় বহুত্ববাদের জয়গান করব আর অন্য মতাদর্শের যুক্তিহীন বিরোধিতা করব তা হতে পারে না। এর আগে ভারতবর্ষে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তার কি কোনও যুক্তিগ্রাহ্য যুক্তি ছিল? যদি না থেকে থাকে তাহলে তখন কতজন সাহিত্যিক বা সমগোত্রীয় ব্যক্তিগণ সরকারি খেতাব ত্যাগ করেছিলেন?

একজন মুসলিমকে হিন্দুরা মারলে যেমন অন্যায় তেমনি যদি মুসলিম মুসলিমকে মারে বা হিন্দু হিন্দুকে মারে তা হলেও তো একই অপরাধ। তাহলে সেই সব অপরাধের বেলায় খেতাব ত্যাগ হয় না কেন?

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আজও ডাইনি অপবাদে হত্যা করা হচ্ছে। শুধু মাত্র সন্দেহের বশে গ্রামের মানুষরা মিলে এক অসহায় মহিলাকে মেরে মেরে মেরে ফেলছে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে। মানুষ দেখতে কোনও প্রতিবাদ প্রতিরোধ নেই। আচ্ছা এটা কি দাদরী’র থেকে কম যন্ত্রণাদায়ক? তাহলে দলবদ্ধ হিংসা। এই হিংসার জন্য কেন কোনদিন কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না? কবি মন্দাক্রান্তার মানবিকতা তখন কেন জাগেনি? গ্রামের সালিশি সভায় যে দিন এক মহিলাকে গণধর্ষণের নিদান দেওয়া হয় এবং অতি দ্রুততার সাথে তা কার্যকর হয়, সেদিন নারীত্বের চরম অপমান যন্ত্রণা দেখেও শিল্পীরা কোন দলকে কেন দোষ দেয়নি? বা মানবতার জন্য কেন নিদেনপক্ষে একটা মোমবাতি মিছিল হয়নি? যেদিন সাত্তোরের মুসলিম গৃহবধূকে বিনা দোষে পুলিশ ধরে বনে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে এবং শেষে তার স্ত্রী অঙ্গে বিচুটিপাতা ঘসে দেয় সেদিন কটা সরকারি উপাধি ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল এই বঙ্গের ভূষণ এবং বিভূষণ (বিভীষণ!)রা।

আজ যারা দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গলা ছাড়ছে সেই বামেদের রাজ্যে তসলিমাকে তাড়াবার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে কি কান্ডটাই না করল। সভ্য মানুষ তা দেখে শিউরে উঠল। অনেকের ৪৬–এর কলকাতা দাঙ্গার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময় স্বঘোষিত সেকুলারপন্থীরা কি পদক্ষেপ নিয়ে ছিল? কটা অপরাধীর শাস্তি হয়ে ছিল। এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সেনা ডাকতে হয়েছিল। সে দিনের হিংসাত্মক ঘটনার মূল নায়ক আজ সরকারি দলের মন্ত্রী। কোথায় শান্তি? কোথায় আইন? রাতের অন্ধকারে বিজেপি শাসিত রাজস্থানে তসলিমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে বুদ্ধদেব আর বিমান বসুরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কমরেডদের সেকুলারজিম তখন ভল্টের সেফ ডিপোজিটে চলে গিয়েছিল আজ সুযোগ পেয়ে আবার বের করে এনেছে।

এরাজ্যে যখন রুশদির, তসলিমার বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির ভয়ে সেই শক্তির বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিয়েছিল? তাহলে তখন সাহিত্যিকরা শীত ঘুম দিচ্ছিল? অতীতে অন্য দলের সরকারের আমলে অনেক এমন কাজ হয়েছে যা গণতন্ত্র, মানবতাকে পদদলিত করেছে। মণিপুরের কাংলা দুর্গের সামনে ১৪ জন রমণী বস্ত্র খুলে বলেছিল ভারতীয় সেনারা এসো আমাদের ধর্ষণ কর। কতটা অসহনীয় হলে মায়েরা এই কাজ করতে পারে? সেই রাজ্য সরকার বা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কি দায়ী ছিল না? তাহলে তখন সরকারি পুরস্কার প্রাপকদের বিবেক জাগেনি কেন? স্বাধীন ভারতে এমন অনেক ঘটনাই আছে যাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। জাত, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ বিভক্ত এই বিশাল জনসংখ্যা সম্বলিত এই দেশের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনও কখনও আঘাত করেছে। করেছে কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে পারেনি। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্যাস। আর এর জন্য সব রাজনৈতিক দলই সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তাকে যদি আমরা মর্যাদা না দিই তাহলে বড় রকমের ভুল করব আমরা। গণতন্ত্রের কথা বলা সহজ, কিন্তু গণতান্ত্রিক মানসিকতাকে লালন করা সত্যিই বড় কঠিন। আমরা পছন্দের লোক বড় ভুল করলেও আমরা চুপ করে থাকি। কিন্তু অপছন্দের লোকের বেলায় পান থেকে চুল খসলেই রে–রে করে উঠি। এই যে স্বজনপোষণ মানসিকতা শুধু কি নেতা বা শাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? আমরাও কি তার শিকার নই? অবশ্যই আমরাই তার ধারক ও বাহক। এই স্বজন পোষণ ভাবনার পরিধিকে একটু বাড়িয়ে দিলেই সাম্প্রদায়িক ভাবনার জন্ম নেয়। যে ভাবনা সমস্ত রকম যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে হিংসা আর ঘৃণার আবহ তৈরি করে দেশে। তখন সাধারণ অপরাধ আর রাষ্ট্রীয় অপরাধের পার্থক্যকে আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয়। যেমন বর্তমানে পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার হিড়িকে যাঁরা লাইন দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

পুরস্কার যে পেয়েছে তার নিজের কাজের জন্য পেয়েছে। সরকারের পিঠ চাপড়ে দেবার জন্য নয় নিশ্চয়ই। তাহলে সরকারের কাজে কর্মের প্রতিবাদ করার সঙ্গে রাষ্ট্রের দেওয়া পুরস্কার কি দোষ করল? এখানেও চিন্তার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক নয় কি? রাষ্ট্রের স্বার্থ আর সরকারের স্বার্থ এক নয়। সরকারের কাজে লজ্জিত হয়েও রাষ্ট্রের জন্য গর্বিত হওয়া যায়।

# বিতর্ক রইলেও থিম পুজো যে জ্ঞানের আধার দেখলো শহরবাসী

**বরুণ মণ্ডল, কলকাতা :** মা প্রবল প্রতিক্রমে ধুন্ধুমার যুদ্ধে রত, অথচ তাঁর দু'পাশের চার ছেলেমেয়ে নিতান্ত উদাসীনভাবে নিজ কাজে আগ্রহভরে রত। এই অদ্ভুত দৃশ্যের অর্থ বুঝতে নিত্য বছর তাঁর আবাহন আর তারই সঙ্গে হরেকরকমের আয়োজন। এই আয়োজনে গত আড়াই দশক যাবৎ কলকাতা মহানগরীর শারদোৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসব বিষয়টি থিম সর্বস্ব হয়ে গিয়ে মহানগরীর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের রীতি নিয়মকানুনে একটা নয়া পালক গ্রন্থিত হয়েছে। সেই পালকের উপস্থাপনার কারটা মনে গেঁথে গেল আর কারটা মনকে ভাবিয়ে তুললো আর কারটা মনকে ছুঁয়ে গেলো তার তুল্যমূল্য বিচারে দক্ষিণ কলকাতায় মহালয়া থেকে ন'দিন বিবিধ বিভাগের ব্যক্তিদের একত্রিত করে 'লায়ন্স শারদ সম্মান '১৫' পুজো পরিক্রমায় বের হয়। পৃথিবীর প্রায় ৩০০টি দেশের মধ্যে ২০৯টি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই 'লায়ন্স ক্লাব অফ বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস' (লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল, ডিস্ট্রিক্ট ৩২২সি১)।

চতুর্থ বর্ষের 'লায়ন্স শারদ সম্মান '১৫'-এ বিচারক মণ্ডলীর বিচারে শহরের শ্রেষ্ঠ শারদ অর্ঘ্য পেল যারা তারা হলো কলকাতার (দক্ষিণ) বেস্ট ক্রিয়েটিভ আর্টস : ২৫ পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি (খিদিরপুর), শহরের শ্রেষ্ঠ পুজো ও পরিবেশ : ৪১ পল্লি ক্লাব (হরিদেবপুর), শহরের শ্রেষ্ঠ মন্ডপ : সুরুচি সংঘ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, শহরের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা : চেতলা অগ্রণী ক্লাব এবং কলকাতার (দক্ষিণ) বেস্ট ইনোভেটিভ আর্টস : বেহালা ফ্রেন্ডস (১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ড)।

লায়ন্স শারদ সম্মানে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড লুফে নিল : ১. ত্রিধারা সম্মিলনী (গড়িয়াহাট), ২. নাকতলা উদয়ন সংঘ, ৩. বড়িশা ক্লাব (শখের বাজার), ৪. বাদামতলা আষাঢ় সংঘ (কালীঘাট) এবং ৫. বুড়ো শিবতলা জনকল্যাণ সংঘ। আর লায়ন্স শারদ সম্মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড আদায় করে নিল : ১. বোসপুকুর শীতলা মন্দির দুর্গোৎসব সমিতি, ২. রায়বাহাদুর রোড নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব (প্রথমবার নবরূপে মহিলা পরিচালিত পুজো), ৩. বড়িশা উদয়ন পল্লি, ৪. বেহালা প্রগতি সংঘ (ম্যানটন) এবং ৫. চেতলা সর্বসাধারণের দুর্গোৎসব (ঁ প্রসন্নময়ী ঘাট)।

সাবেকি পুজোতে একটা পরম্পরা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে আর তাঁকে রেখেই বিবিধ বিষয় ভাবনা-মণ্ডপসজ্জা-আলোর কারুকাজ সঙ্গে পরিবেশ বান্ধব পুজোকে রাজ্যবাসী স্বাগত জানিয়েছে। সেজন্যই তো তৃতীয়ায় রাজ্যবাসী সন্ধ্যে থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নেমে যায় কলকাতার পথে পথে। পঞ্চমীর সন্ধ্যা থেকেই আলোর রোশনাই, জন জোয়ারে দক্ষিণ কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা নাকাল। প্রায় তিন মাস আগে থেকেই টিজার, হোডিং, টিভি থেকে রেডিও থেকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে দুর্গোৎসবের আবাহন এবারেই প্রথম।

এবার দেখা যাক বেস্ট ফাইভ পুজো গুলোর বিষয় ভাবনা কী ছিল। ১. ২৫ পল্লি (খিদিরপুর) : ভাবনা : যতোই টুকরো করো জমি, জুড়ছে মা আপন ভূমি।। ভাবনা ও রূপায়ণ : মলয় সুতার। দীর্ঘ ১৬ বছর স্বনামধন্য দাদা ভবতোষ সুতারের সঙ্গে কাজের পর এবছরই একক ভাবনাকে রূপদানে মনোনিবেশ করে এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে। তিনি এক, তিনি অখন্ড, তিনি নিরবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর। আমরা তাঁরই সন্তান। তবুও আমরা খন্ডিত, বিচ্ছিন্ন-জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, শ্রেণির নানা বিভাজন। সভ্যতার বিজয় রথের গতি যতোই বেড়েছে, মানব সমাজ ততো দ্রুত টুকরো হয়েছে মায়া কাঁচির আসুরিক আস্ফালনে। সমাজ থেকে পরিবার, বিচ্ছিন্নতার মসৃণ ধারে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে একতার আবাদভূমি। জন্মদায়ী ভূমি মায়ের বুক চিরে এক আসুরিক উন্মত্ততা আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হিংসা, যুদ্ধ আর সন্ত্রাসের দাবানলে। সভ্যতার এই সংকটময় মুহূর্তে বারবার দশভূজা প্রকট হয়েছেন শান্তিরূপেনার রূপকল্পে। তিনি প্রকাশিত হয়েছেন বিভেদের মাঝে মহামিলনের আলোক




বর্তিকায়। অখণ্ডতার এই বোধকে লালন করে ভাবনার কারিগর একদা চিত্রকর মলয় সুতার ২৫ পল্লির শারদ অঙ্গনে সৃজন করেছেন 'বিশ্ব মায়ের অচিনপুরী'।

'মা' এখানে খন্ড থেকে অখন্ড হওয়ার সেলাই কল। আদি থেকে বর্তমান তিনি জুড়েই চলেছেন বিশ্বাস, ভক্তি আর জ্ঞানের রঙবাহারী সুতোয়। দশ দিকে নির্মম কাঁচির মতো হা করে আছে অজ্ঞানতা ও অশুভ বোধের অসুরকূল। তবুও উমা মায়ের বিরামহীন সেলাইকল জুড়ে দিচ্ছে অতীতের সঙ্গে বর্তমান, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ। রুদ্ররূপে প্রতিমা রূপায়ণে প্রসূন ঘোষ। ২. ৪১ পল্লি (হরিদেবপুর) : ভাবনা : আমাদের সমাজ ও সংসার জীবনে অপসংস্কৃতি ও অশুভ শক্তি ক্রমশ মাথা চারা দিচ্ছে, তা-ই জীবন আজ বিষাদগ্রস্ত। এই সবকিছু ভুলে থাকতেই বোধ হয় আমরা একটি উৎসব খুঁজি। তাই ৪১ পল্লির এবারের দুর্গোৎসবে মানুষকে মুগ্ধ করার মতো একটি মিষ্টি কাজ- সেতার আর জলতরঙ্গের আবহে মেঘে ভাসছে, কল্পনার তুলিতে অঙ্কিত 'হংসরাজের দল'। সেখানে মনে হতে পারে সবক'টি তুলির টান যেন শূন্যে। রুচিশীল রঙের ব্যবহার, নান্দনিক মণ্ডপ ও প্রতিমা এমন এক স্নিগ্ধ পরিবেশ সকলকে স্বর্গীয় অনুভূতি দিতে শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যার গত ছ'মাসের ভাবনার প্রয়াস 'শূন্যে তুলির টান'। ৩. সুরুচি সংঘ (নিউ আলিপুর) : ভাবনা : তামিলনাড়ু রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী 'গোপুরমে'র আদল। ভাবনা — পরিকল্পনা- রূপায়ণে শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিমা রূপায়নে শিল্পী নব পাল।

৪. সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বেহালা ফ্রেন্ডস : ভাবনা : বিজয়া : তিনি বিজয়া, জয় করেছেন প্রবল প্রতাপশালী অসুরকুলকে রুদ্র মূর্তিতে দশভূজারূপে বধ করেছেন। তিনিই দুর্গতিনাশিনী। সমাজে তিনি পূজিতা হন মাতৃরূপে শক্তিরূপে। কিন্তু আমাদের চারপাশে এই আলোর বিপরীতে দেখি এক চরম অন্ধকার। এক নারী যিনি দেবী। যিনি ঘরে ঘরে পূজিতা, আর অন্য নারী যিনি ঘরে ঘরে লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা। একদিকে নারী শক্তিকে আমরা ফুলে, চন্দনে, ষোড়শ উপাচারে অর্ঘ্য নিবেদন করি। অন্যদিকে সেই নারীই সমাজে অত্যাচারিতা বা সামাজিক কারাগারে বন্দী। কিন্তু, কেন সমাজের এই দ্বৈত আচরণ? সমাজে নারীর এই দ্বৈতসত্ত্বাকে মাতৃপুজার আঙিনায় বেহালা ফ্রেন্ডসের শারদোৎসবের নিবেদন বিজয়া। সমাজে নারী সত্ত্বার এই দ্বৈত আচরণের কঠিন সত্যকে এক অধিবাস্তব শৈল্পিক বিন্যাসের মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরাই শিল্পী সুশান্ত পালের গত ছ'মাসের প্রচেষ্টা। মনোজ্ঞ আবহসঙ্গীতে পণ্ডিত মল্লার ঘোষ।

এবার দেখা যাক লায়ন্স স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড প্রাপক পুজোগুলোর বিষয় ভাবনা : ১. বড়িশা ক্লাব : ভাবনা : 'বিশ্ব মায়ের বিশ্বময়ী আঁচল'।। ভারতের ৮টি ধ্রুপদী নৃত্যকলাকে (ভারতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি, কুচিপুড়ি, কথাকলি, মণিপুরি, মোহিনী আট্যম ও রবীন্দ্র নৃত্য) সামনে রেখে গড়ে উঠেছে বড়িশা ক্লাবের এবারের দুর্গোৎসবের মঞ্চ। সমগ্র মণ্ডপ পরিকল্পনা ও নৃত্যরত প্রতিমা রূপায়ণে শহরের বর্তমান সময়ের খ্যাতনামা শিল্পীদের শিক্ষক বর্ষিষ্ঠ শিল্পী তরুণ দে। মন্ডপের পরিবেশকে ছন্দময় করে তুলতে সুর সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়। ২. বাদামতলা আষাঢ় সংঘ : ভাবনা : 'কাঠি নাচ'। আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি, মেতেছিলি নব রাতে, লাঠি হাতে গুজরাতে।। আয় তোরা বঙ্গে আষাঢ়ের সংঘে, গরবার ছন্দে মাতিবি আনন্দে।। জানে দেশ সুদ্ধ, শেষে দুর্গার জয়, ডান্ডিয়া যারে কয়।। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে অনির্বাণ দাস। ৩. নাকতলা উদয়ন সংঘ : ভাবনা : বিশ্বভরা প্রাণ (প্রাণের স্পন্দন)। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে শিবশঙ্কর দাস। মা এখানে শান্তির প্রতীক। ৪. ত্রিধারা সম্মিলনী : ভাবনা : কাঠ পুতুলের ঢঙে, প্রকৃতির রঙে। হারিয়ে যাওয়া কাঠপুতুলে প্রাণ পেয়েছে ত্রিধারার থিমে। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে : গৌরাঙ্গ কুইল্যা। শেষ পর্যায়ে ফিরে দেখি 'লায়ন্স অ্যাপ্রিশিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' প্রাপক পুজোগুলোর বিষয় ভাবনা : ১. নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব : ভাবনা : 'কাত্যায়নী সালংকরা বংশে ধরা পরম্পরা' : হিমালয় দুহিতা দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা 'দাও ফিরে সে অরণ্য'। যে 'বংশ' ছিল আমাদের আরণ্যক পরম্পরা, সেই বংশেরা আসুক ফিরে। অরণ্যবাসিনী দেবীর সেই তো অলংকার। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে টালিগঞ্জের তন্ময় চক্রবর্তী। প্রতিমা শিল্পী গড়িয়ার বাবলু বণিক। ২. বোসপুকুর শীতলা মন্দির : ভাবনা : বোধন: বোধন অর্থাৎ অকাল বোধন। বোধন অর্থাৎ কলাগাছ সহ নবপত্রিকা বা কৃষি দেবতা। মণ্ডপ মোচার আকারে। দেবী এখানে বিশ্রামরতা ভঙ্গিতে অস্ত্রহীন। দেবীর অধিষ্ঠান একটি কলাগাছের ভেতরে। পরিকল্পনা, প্রতিম ও সৃজনে গোবিন্দ গিরি। ৩. চেতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব : দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম প্রাচীন দুর্গোৎসব (বর্ষ : ৮৯ তম)। শতাব্দী প্রাচীন ঁপ্রসন্নময়ী ঘাটের এই দুর্গোৎসব ঐতিহ্যের অম্লান স্বাক্ষর বহনকারী।

তবে এ কথা ঠিকই যে এখন আমাদের এই 'বিষয় ভাবনা' (থিম) কেন্দ্রিক দুর্গাপুজোয় দেখার শোনার জিনিস অনেক কিছুই থাকে। বিষয়-ভাবনার, মন্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা, আবহসঙ্গীত (থিম মিউজিক), প্রচার, সেলিব্রিটি সমাগম, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি- কত কী? কিছু আমাদের অন্তরের ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস- আজও আসলে কোনও দুর্গা দালানের মহামায়া দেবী মূর্তির প্রতি-ই সমর্পিত।

## ২১ বছরে মহেশতলা গড়লো দ্বিতীয় সবুজ অঙ্গন গান্ধি উদ্যান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বড়ো ভাই কলকাতা পুরসভার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের মেজ ভাই মহেশতলা পুরসভার বয়স হলো ২১ বছরের অধিক। অথচ তার সবুজে আবৃত উদ্যানের সংখ্যা মাত্র দু'টি। যা গড়ে উঠল গত সওয়া দু'বছরে। বর্তমান বর্ষিষ্ঠ পুরপ্রধান দুলাল দাসের হাত ধরে। প্রথমটির দ্বারোদ্ঘাটন হয় গত ২০১৩-র ২৪ জুলাই, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে গঙ্গার তীরে এক সুবৃহদায়তন মনোরম উদ্যান 'উলুডাঙা উদ্যান' আর দ্বিতীয়টির দ্বারোদ্ঘাটন হল সম্প্রতি গত ১৬ অক্টোবর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের মোল্লার গেট বাসস্টপের উত্তর পাড়ের সন্তোষপুর গর্ভনমেন্ট কলোনি স্থিত প্রায় ২৫ বিঘা জমির ওপরে বৃহদায়তন পুষ্করিণী ও সংলগ্ন সবুজের চাদরে আবৃত এলাকায় গড়ে উঠেছে এই উদ্যান। দ্বারোদ্ঘাটনের দিন দ্বারোদ্ঘাটক রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম উদ্যানটির নামকরণ করলেন 'গান্ধি উদ্যান'। মহেশতলা পুর এলাকার সন্তোষপুর গর্ভনমেন্ট কলোনিস্থিত জলাশয়টি এলাকায় বড়োপুকুর নামে পরিচিত ছিল।

অভিযোগ ১৯৯৪-'৯৫ সালে খনন করা জলাশয়টি দীর্ঘদিন বড়ো বড়ো কচুরিপানায় ভরে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অবহেলায় জলাশয়টি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। এই জলাশয়ে নিয়মিত আবর্জনাও ফেলা হতো বলে অভিযোগ স্থানীয় কিছু পরিবেশ সচেতন বাসিন্দাদের। তাদের অভিযোগ পুকুরটি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। আগে এখানে মাছ চাষ হতো। তবে সেভাবে পুকুরের সংস্কার হতো না। ফলে পুকুরটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাছ চাষেরও ক্ষতি হয়েছিল। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় এই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা পুরপ্রধান দুলাল দাস জানান, ১.২৫ কোটিরও অধিক অর্থব্যয়ে বছর খানেক যাবৎ ধাপে ধাপে জলাশয়ের সংস্কার ও পাড় বাঁধানো ও সাজানোর কাজ চলছে। জলাশয়ের পূর্ব পাড়ের কিছুটা অংশ আগেই বাঁধানো হয়েছিল। অন্য দিকগুলি বলগা দিয়ে পাইলিং করা হয়েছে। জলাশয়টি সংস্কার করে পুরসভা নতুন করে মাছ চাষ শুরু করেছে। পাড় সংলগ্ন জমির আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে উদ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একাধিক বসার আসন তৈরি হয়েছে।

ছোটদের আকর্ষণের জন্য পার্কের তিন পাড়ে কৃত্রিম গাছের ডালে পাখি, একটি করে হাতি, বনমানুষ, বাইসন ও গন্ডার আর দু'টি করে বাঘ, হরিণ, সিংহ ও জিরাফের প্রতিকৃতি এবং নীল-সাদা টুনি আলো দিয়ে আলোক সজ্জিত তিনটি বড়ো মাপের সান বাঁধানো ঘাট ও প্রবেশপথ আর একাধিক ছোটদের খেলনা বসানো হয়েছে। জলাশয়ের চার পাড় পাতাবাহারি গাছ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মরসুমি ফুলের গাছ বসানো হবে। জলাশয় সংলগ্ন উদ্যানে আলোর ব্যবস্থাও হয়েছে। পুরসভা থেকে উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দু'জন মালি (চাষি) ও নিরাপত্তা নিয়োগ করা হয়েছে। দুলালবাবু সাংবাদিকদের আরও জানান যেভাবে টাকা এসেছে সেভাবেই কাজ হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বোস দিয়েছেন ২০ লক্ষ টাকা, স্থানীয় বিধায়িকা কস্তুরি দাস দিয়েছেন ২৬ লক্ষ টাকা, বি আর জি এফ (ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ড ফান্ড) প্রকল্প থেকে দশ লক্ষ টাকা। দুলালবাবু এও জানান স্থানীয় বিধায়িকা আরও অর্থ পুরসভাকে দেবেন বলে জানিয়েছেন। আগামী এক বছরে পুর এলাকায় আরও আট থেকে দশটি উদ্যানের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। মোল্লার গেটে একটি স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে। বিবিটি রোডে চার লেনের রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে। এদিনের উদ্বোধক পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম উদ্যান লাগোয়া সৌন্দর্যায়িত সুবৃহদায়তন সরোবরের উদ্বোধনের পর পুর এলাকায় প্রথম সামাজিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থল একটি 'কমিউনিটি হলে'র শিলান্যাস করেন। যা গড়ে উঠবে উদ্যান লাগোয়া জমিতে। উদ্বোধনী বক্তব্যে জনাব ফিরহাদ হাকিম বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার পরিবেশ রক্ষায় আলাদা একটি মান্যতা দিচ্ছে। লন্ডনের 'হাইড পার্কে'র তুলনায় রাজার হাট স্থিত বাংলার 'ইকো পার্ক' কোনও অংশে কম নয় বরং অনেক অংশে বেশি। আসলে আগামী প্রজন্মের কাছে কিছু একটা সেটা সবুজ পরিবেশ হলে খুবই ভালো একটা জিনিস দিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ।

তিনি এও জানান, বর্তমানে কলকাতায় একটা সবুজ বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বেঙ্গালুরু এখন একটি গার্ডেন সিটি নয়, এখন কলকাতা একটি গার্ডেন সিটিতে পরিণত হয়েছে। জনাব হাকিম জানান, আগামী দিনে কলকাতার মতো মহেশতলাতেও 'কম্প্যাক্টর ভ্যাট' তৈরি হবে এবং এই বৃহদায়তন সরোবরে ছোট মাপের বোটিং চালু করা হবে। কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বলেন মহেশতলা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে কলকাতা পুরসভা পরিচালিত 'গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প' অবস্থিত এটা যেমন ঠিক। এটাও তেমন ঠিক কলকাতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে মহেশতলা-বজবজ-পূজালী পুরসভাতে গার্ডেনরিচে পরিশ্রুত পানীয় জল যাচ্ছে। সেজন্য আজও পর্যন্ত এক পয়সাও বিল পাঠায়নি। মহানাগরিক এদিন জানান এই সরবরের পিছনে পুরসভার সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে ওঠা পাঁচতলা হাসপাতালটি আগামী ২০১৬ সালে দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২০১২-র ২৬ জুন ২০০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় মহেশতলার বিধায়িকা কস্তুরী দাস, পাশের মেটিয়াবুরুজের বিধায়িকা মোহতরমা মমতাজ বেগম, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, মহানাগরিকের সহধর্মিনী রত্না চট্টোপাধ্যায়, উপ পুরপ্রধান আবু তালেব মোল্লা, অধিকাংশ পুরপ্রতিনিধি, পুর কার্যনির্বাহী আধিকারিক, পুরসচিব ও অন্যান্য কর্মচারিরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## পুজো শেষে ভাইফোঁটার মিষ্টি বাহারে অভিনব উদ্যোগ

**রিম্পি ঘোষ**

শারদোৎসব এবছরের মতো শেষ। তবে উৎসবের রেশ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আর কিছুদিন বাদেই তো দীপাবলী। ভাইফোঁটাকেও বাদ দিলে চলবে না। আর বাঙালির উৎসব উদযাপন মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। আর বাঙালি এমনিতেই মিষ্টি পাগল। তাই বিজয়া, দীপাবলী বা ভাইফোঁটায় মিষ্টি মাস্ট। বাড়িতে বানানো নারকেলের নাড়ু, চিনির নাড়ু তো রইলই। তবে উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে যখন অতিথি আসবেন তখন তাঁর পাতে তুলে দিতে হবে আরও কিছু জিভে জল আনা লোভনীয় রকমারি মিষ্টির পদ। আর বাঙালি যেহেতু মিষ্টি ভালোবাসে তাই মিষ্টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও তো অন্ত নেই। বাংলার মিষ্টির খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ অসংগঠিত কুটির শিল্প এই মিষ্টান্ন শিল্প। বাঙালির মাছ ও মিষ্টি খুবই প্রিয় দুটি পদ। বিশেষ করে রসগোল্লা, জলভরা ও দই হলে তো কথাই নেই। সারা মাস বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে এর চাহিদা আরও বেড়ে যায়। শুধু তাই নয় বেশি বিক্রির জন্য নামি দোকানগুলোতে গেলেই ঐতিহ্যবাহী রসগোল্লা ও সন্দেশের পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের ফিউশন মিষ্টি। প্রথাগত মিষ্টির পাশাপাশি নিত্য নতুন মিষ্টি তৈরি করতে হয়। এই নিত্য নতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনবত্বে রেষারেষি চলে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির মধ্যে। হুগলি জেলার রিষড়ার ১৬৫ বছরের প্রাচীন এমনই এক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা ফেলু মোদকের কর্ণধার অমিতাভ মোদক জানান, তাঁদের দোকানের তৈরি মিষ্টির সুনাম সর্বত্র। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এই দোকানের মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন। প্রায় ১১০ বছর আগে ডাচেরা ছানার ব্যবহার প্রথম শুরু করে এই জেলায়।

সেই থেকে মিষ্টিতে ছানার ব্যবহারের চল। নিত্য নতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনব মিষ্টি প্রস্তুতে এই সংস্থার জুড়ি মেলা ভার। সম্প্রতি কলকাতায় আগত পেলের জন্য এই সংস্থা চকোলেট দিয়ে চকোপেলে মিষ্টি তেরি করে। আসন্ন ভাইফোঁটা উপলক্ষে পুরোনো দিনের লবঙ্গলতিকা, গজা, বড় জালের বোঁদে ইত্যাদি সাবেকি মিষ্টি তৈরির পাশাপাশি ফ্রুটির সন্দেশ, আমের পালপ পোড়া আম রসগোল্লা, ডায়াবেটিসের রুগীদের জন্য কম ক্যালোরীর কাঁচাগোল্লা, অবাঙালিদের ভাইদুজ উৎসবের জন্য কাজুবরফি, ড্রাই ফ্রুটের কাঁচাগোল্লা ইত্যাদিও তৈরি করা হবে ক্রেতাদের জন্য। সব মিষ্টির দামই ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৪০ টাকার মধ্যে। অমিতাভবাবু জানান, মিষ্টি তৈরির সময় ক্রেতাদের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নভেম্বরের শুরু থেকেই এই সংস্থার পক্ষ থেকে অন্তত একশো রকমের




মিষ্টির একটি তালিকা সরাসরি এবং ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপসের মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। যাতে তারা সরাসরি নিজেদের পছন্দসই মিষ্টির নির্বাচন করতে পারেন। এর ফলে ভিন রাজ্যে বা বিদেশে বসে কোন বোন নিজের ভাইকে ভাইফোঁটায় মিষ্টি পাঠাতে পারেন। সেইজন্য ক্যুরিয়র পরিষেবারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে দুধের দাম বাড়লেও ক্রেতাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই মিষ্টির দাম বাড়ানো হয় না, অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। হুগলি জেলার মানকুন্ডু বারাসত মোড়ের কাছে শতাব্দী প্রাচীন এমনই এক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা সূর্য কুমার মোদকের কর্ণধার ও হুগলি জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শৈবাল মোদক জানান, সারা বছর ধরেই তাঁরা নিত্যনতুন মিষ্টি অল্প পরিমাণে তৈরি করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে মিষ্টির চাহিদা যাচাই করে নেন।

তার ভিত্তিতেই এইবার ভাইফোঁটায় বেক করা মিষ্টি তৈরি করা হবে। এছাড়া, রসমাধুরী, পাতুরী এইসব মিষ্টিও রয়েছে। ক্রেতাদের সুবিধার জন্যই পিস পিছু মিষ্টির দাম রাখা হয়েছে প্রায় ১৫-৩০ টাকা। ভাইফোঁটায় এইরকম প্রায় শতাধিক মিষ্টির পদ তৈরি করা হয়। কাজেই উৎসবের মরসুমে বাজারে সব জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেলেও ভাইফোঁটায় ভাইদের জন্য খুশির খবর। কিন্তু এই খুশির উৎসবে, রসগোল্লা নিয়ে দ্বৈরথের মধ্যে কেউ কি খোঁজ রাখে যে ক্রেতাদের চাহিদা ও দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে মিষ্টান্ন শিল্প আজ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে অন্যতম হল শ্রমিক সংকট। এটা সারাবছরেরই সমস্যা। বছরের অন্য সময় কমপক্ষে ৪-৫টা কারিগর প্রয়োজন। উৎসবের মরসুমে প্রায় দ্বিগুন সংখ্যক কারিগর লাগে। যেহেতু মিষ্টি তৈরি করা পরিশ্রমের কাজ তাই মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা এই কাজে আর আগ্রহী নয়। তাই তারা মিষ্টির কারিগর হতে চায় না। এর পাশাপাশি রয়েছে সঠিক পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অভাব। শৈবালবাবু অভিযোগের সঙ্গে বলেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ অসংগঠিত কুটির শিল্প এই মিষ্টান্ন শিল্প। অথচ এই মিষ্টি প্রস্তুতের বিষয়ে কোনও পেশাদার কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা নেই এই রাজ্যে।

সোনার অলংকার তেরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অথচ, মিষ্টি তৈরির কোনও পেশাদার প্রশিক্ষণ নেই। সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অধীনে এই প্রশিক্ষণ শুরুর চেষ্টা করলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। অথচ এই ধরনের কোনও পেশাদার প্রশিক্ষণের কোর্স চালু করলে অসংখ্য মানুষের কর্ম সংস্থান সম্ভব। কোনও কোনও ব্যাঙ্ক এই মিষ্টির জন্য ঋণ দেয়। কোনও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই ঋণ নিয়ে মিষ্টি তৈরি করে থাকেন। কিন্তু এই সুবিধা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

## মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার :** বুধবার সকালে বঙ্গোপসাগর লাগোয়া একটি খাল থেকে এক মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রণজিৎ গায়েন (২৪) নামখানার বাসিন্দা।

গত শনিবার একটি ভুটভুটিতে চেপে রণজিৎ সহ বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। মঙ্গলবার রাতে মাছ ধরার সময় উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ভুটভুটি থেকে সমুদ্রে ছিটকে পড়ে যায় ওই মৎস্যজীবী। এদিন সকালে নামখানা থেকে এক কিমি দূরে বঙ্গোপসাগর লাগোয়া খালে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে নামখানা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৎস্যজীবীর অকাল মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সহ গোটা পাড়াই মুহ্যমান।

## ছাত্রী অপহরণে ধৃত যুবক

**ডায়মন্ড হারবার :** নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে কলকাতার নিউটাউন এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে এক যুবককে গ্রেফতার করল নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত বিশ্বজিৎ কর নামখানার রাজনগর এলাকার বাসিন্দা। গত দু'মাস ধরে নিখোঁজ ছিল বছর পনেরই ওই নাবালিকা ছাত্রী। পরে ছাত্রীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে কাকদ্বীপ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

## বাওয়ালীতে বন্ধ কারখানায় ডাকাতি, ধৃত ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত শনিবার (৩১ অক্টোবর) গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালীতে একটি বন্ধ হওয়া কারখানায় দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। কারখানার সিকিউরিটি কল্যাণ কাঁঠাল জানান, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ ১০-১২ জন দুষ্কৃতী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কারখানার পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে। তারপর কারখানার দ্বারিতে থাকা পাঁচজনকে বেঁধে ভোর পর্যন্ত লুটপাট চালায়। দুষ্কৃতীদের মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। ভোরের দিকে জোর করে কারখানার মূল গেটের চাবি খুলে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে চম্পট দেয়। সকালেই খবর পেয়ে নোদাখালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। জানা যায় কারখানাটি আগস্ট মাস থেকে লক আউট হয়ে যায়। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগও কেটে দেওয়া হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অজয় মান্না (গুলে) নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে আছে। নোদাখালী থানা সূত্রে খবর তদন্ত চলছে। শীঘ্রই এই ডাকাতির ঘটনার কিনারা হতে পারে।

## বাঘের মুখ থেকে বাঁচলেও নিহত মৎস্যজীবী পাখি ভক্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কাছের লোককে বাঁচানোর জন্য ওঁরা প্রত্যেকেই জান কবুল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরবনের গভীরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে হার মানতে হয়েছে ওঁদের। আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি পাথরপ্রতিমার পশ্চিম দ্বারিকাপুরের মধ্য পঞ্চাশের আদিবাসী বধূ পাখি ভক্তাকে। সোমবার সন্ধে নাগাদ সুন্দরবনের রামগঙ্গা রেঞ্জের বিজুয়াড়া জঙ্গলের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে পাখির। বাঘের মুখ থেকে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন পাখির স্বামী, ছয় ছেলে ও এক মেয়ে। গত বৃহস্পতিবার ভক্ত পরিবারের ৯ সদস্য একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন জঙ্গলে। সোমবার দুপুরে বিজুয়াড়া জঙ্গলের পাশের খাঁড়িতে কাঁকড়া শিকারের জন্য টোপ দিচ্ছিলেন সবাই। কাঁকড়ার টোপ দিতে দিতে পাখি নৌকা থেকে নেমে কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এইসময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। পেছন দিক থেকে পাখির ঘাড়ে কামড় দিয়ে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সেইসময় নৌকায় বসে থাকা পাখির স্বামী শম্ভুও ঘটনাটি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দেন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে শিকার মুখে নিয়ে ঢুকে যায় বাঘটি। ততক্ষণে পাখিকে বাঁচানোর জন্য নৌকায় থাকা লাঠি, লোহার শিক নিয়ে বাঘের পিছু নিয়েছে ভক্তা পরিবারে সদস্যরা। বাঘটি কয়েকবার পিছু ঘুরে তেড়েও আসে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ জঙ্গলে তাড়া খাওয়ার পর বাঘটি শিকার ছেড়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত পাখির ঘাড় ও শরীরে বাঘের কামড়ে গভীর ক্ষত তৈরি হয়। কয়েক ঘন্টা ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পাখি। এরপর পরিবারের সদস্যরা গুরুতর জখম পাখিকে নিয়ে মাছ ধরার ডিঙি নৌকা করে পাথরপ্রতিমা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। কিন্তু সন্ধে নাগাদ নৌকাতেই মৃত্যু হয় পাখির। রাতে পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে পাখির। রামগঙ্গার রেঞ্জার যশোদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভক্তা পরিবারের কাছে জঙ্গলে মাছ ধরার বৈধ অনুমতিপত্র ছিল। কিন্তু যে এলাকায় বাঘের আক্রমণ হয়েছে, সেই এলাকাটি সম্প্রতি অভয়ারণ্য হিসেবে মৎস্যজীবীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিহদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' নিহত পাখির স্বামী শম্ভু ভক্তা এদিন হতাশ গলায় বলেন, 'সুন্দরবনের আদিবাসীরা মাছ, কাঁকড়া ধরে আর মধু সংগ্রহ করে আসছে কয়েক'শ বছর ধরে। ওই জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়াও বেশি। তাই বাঘের ভয় থাকলেও আবার যেতে হবে। বনদফতরের ফরমান মানা যাবেনা।' সুন্দরবনে বাঘের ভয় আর বনদফতরের নিষেধ হার মানছে ক্ষিদের জ্বালার কাছে।

## নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি অঞ্জুশ্রী সাউ স্বামী কানাই সাউ জানাইতেছি কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ স্বামীর নাম কানাই সাউ এর পরিবর্তে মহাবীর সাউ হইয়াছে। চন্দননগর কোর্টের এভিডেভিট বলে 7.2.15 তারিখে মহাবীর সাউ এর পরিবর্তে সর্বত্র কানাই সাউ নামে পরিচিত হইলাম। ভদ্রেশ্বর, এ্যাঙ্গাস, পশ্চিম খাঁ পুকুর।

# লায়ন্স শারদ সম্মান

**অন্যান্য বারের মতো এবারেও শারদ সম্মান জানাতে বিভিন্ন পুজামণ্ডপে সামিল হয়েছিল বেহালা লায়ন্স ক্লাব। সঙ্গে আলিপুর বার্তা। লায়ন্স ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখেছেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ও সাংবাদিকরা। জেনেছেন খুটিনাটি। এরপর সম্মান তুলে দেওয়া হয় পুজা কমিটিগুলির হাতে। নিচে শারদ সম্মান জানানোর কয়েকটি মুহূর্ত তুলে ধরা হল আপনাদের জন্য।**

১। সেরা পুজো ২০১৫, হরিদেবপুর ৪১ পল্লি

২। সেরা প্রতিমা, চেতলা অগ্রনী

৩। সেরা মন্ডপ, সুরুচি সংঘ

৪। মোষ্ট ইনোভেটিভ পুজো, বেহালা ফ্রেন্ডস

৫। ক্রিয়েটিভ আর্টিশিয়ান, খিদিরপুর ২৫ পল্লি

# আমার বিজয়া

**অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

৭৫–এ পা দিয়ে আসন্ন দুর্গাপুজো আর বিজয়ার কথা মনে আসছে– বিশেষ করে বিজয়ার কথা (স্বাভাবিক কারণ এখন আমি 'পশ্চিম গগণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি পূর্ব গগণের দিকে')। তাই মনে পড়ে গেলো আমার ৯–১০ বছর বয়সের বিজয়ার কথা–বিজয়ার দিনে দুপুর থেকেই ছটফটানি–কখন বিকেল হবে। বৌমাকে (আমার সৎ মা, যিনি আমাকে আমার প্রমাতা নিজের মার থেকে একটুও কম ভালোবাসতেন না) প্রণাল করব (বাবাকেও!) আর সাথে সাথেহাতে তিনি তুলে দেবেন ডিস ভর্তি কুচো মিষ্টি গজা! অত:পর বিকাল ৫টা বাজতেই বৌমাকে, বাবাকে ঢিপ ঢিপ প্রণাম আর শুরু হল প্রভূত কুচো মিষ্টি গজা ভক্ষণ... আবার সন্ধ্যা ৬ টায় ধুতি–পাঞ্জাবী পরে (তখন এটাই রেওয়াজ ছিল) ওবাড়িতে গিয়ে কাকু, জ্যেঠু, কাকীমা, জ্যেঠিমাদের, দাদাদের, দিদিদের প্রবাহমান ধারায় প্রণাম এবং কুচো মিষ্টি গজা, নারকেল ছাপা ভক্ষণ (সুনিশ্চিতভাবে আগামীকাল পেট কামড়াবে, বাড়ির এক কোণে একটি বিশেষ ঘরে বারবার যেতে হবে– কিন্তু তাতে কি? আজকের 'কাজ আজকে করি, কালকের কাজ কাল ভাবা যাবে!...

এখন বয়স ১৪–১৫। বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় ধুতি–পাঞ্জাবী পরে দুই দিদির সঙ্গে গেলাম পাশের পাড়ায় হেমন্ত মুখার্জীদের বাড়িতে। ওনাদের সঙ্গে আমাদের খুবই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাড়িটি ছিল হেমন্ত মুখার্জির বাবা অচিন্ত্য মুখার্জির। নাতি প্রশান্ত ৩ তলা বাড়িতে তখন থাকতেন হেমন্ত মুখার্জির বাবা–মা, বড় দাদা শক্তি মুখার্জি তাঁর স্ত্রী, তাঁদের ছয় কন্যা (ভয় পেয়োনা, ভয় পেয়োনা), মেজো ভাই তারাজ্যোতি (সুলেখক হিসাবে পরে তাঁর নাম হয়) তাঁর স্ত্রী,এক কন্যা আর ছোট ভাইঅবিবাহিত সঙ্গীত শিল্পী অমল মুখার্জী। হেমন্ত মুখার্জি তখন বম্বেতে চলে গিয়েছেন (হাঁ, তখন বম্বে–ই বলা হত)। তবে পুজোর সময় চলে আসতেন কলকাতায়, সুতরাং তখন তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে নিয়ে ওই বাড়িতেই রয়েছেন। নাতি প্রশান্ত ৩তলা বাড়িটি তখন যেন ১তলা বাড়ি হয়ে গিয়েছে...

ঘাট হোক, হেমন্ত মুখার্জিদের বাড়িতে বিজয়ার সন্ধ্যায় গিয়ে সব গুরুজনদের ঢিপ ঢিপ প্রণাম, তারপর দোতলায় গিয়ে ওনার বড় দাদার শোবার ঘরে বিরাট উঁচু খাটে হাঁদরে–পাঁদরে উঠে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসা আর তার পরেইহাতে এসে গেলো নানান মিষ্টি ভর্তি ডিস। অত:পর মিষ্টি ভক্ষণ শুরু, সেই সাথে আমার বান্ধবী ৬ বোনের সঙ্গে দারুণ গল্প, আর তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটল ডিসের শেষ রসগোল্লাটি হাত ফস্কে আমার ধুতির কোঁচায় ঝুলতে লাগলো আর ৬য় বোন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুলে নাও, তুলে নাও, মাটিতে পড়েনি, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!') আর আমিও ধুতির দোলনা থেকে হাত বাড়িয়ে রসগোল্লাটাতুলে নিয়েটপ করে মুখে পুরে দিলাম আর ছয় বোন হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে উঠল, কলতানে বলে উঠল, 'দারুণ, দারুণ!। অত:পর একতলায় নেমে এলাম, এবার অন্য বাড়িতে যেতেহবে আর তখনই নিচে সেই শাল প্রাংশু মানুষটির সামনে পড়লাম, গলদ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছিল?' অমনি ছয় বোন কলকল কলতানে বলে উঠলো, 'মেজো কাকা, অরুণের রসগোল্লা একটা ধুতিতে ঝুলে গিয়েছিল, তবে মাটিতে পড়ার আগেই খেয়ে নিয়েছে। উনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ভালো করেছে'... আর আমি ধুতি গুটিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি–সেদিন আর অন্য কোনও বাড়িতে যাইনি।

আমার এখন বয়স ২৮। বিরাট বেসরকারি কোম্পানিতে দারুণ মাইনের চাকরি করি, বাবা পেনশন পান। বড় দাদা প্রতি মাসে ইংল্যান্ড থেকে বিরাট টাকা পাঠান–ফলে আমি তখন ঘুরে ঘুরে মনে 'হ্যাপি প্রিন্স!' আর এই সময়েই আমার এক ডেঁপো বন্ধু দাদার শালির সঙ্গে কিছু দিন প্রেমটেম করে তাকে বিয়ে করে ফেললো। বিয়ে করল শ্রাবণে, ফলে নতুন বৌকে নিয়ে তখন তো সেও ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। অত:পর বিয়ের পরে প্রথম বিজয়াটা দারুণ ভাবে উপভোগ করবার জন্যে বিজয়ার দিন বিকেলে এক জম্পেশ সিদ্ধি বানালো (হাঁ, তখন বিজয়ার দিনে সিদ্ধি পান ছিল দুর্গা পুজোরই একটি ধর্মীয়রীতি), অত:পর ফুরফুরে মনে আমি বিকালে এক গ্লাস সিদ্দি পান করলাম, বন্ধু নিজে কিন্তু খেলো আধ গ্লাস, আর দাদার শালি থেকে রুপান্তরিত নব বধূকে দেড় গ্লাস খাওয়ালো, পরে জেনেছিলাম নববধূ সন্ধ্যে হওয়ার আগেই কোনও রকম উঁচু নিচু ভেদ না রেখে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে ঢিপঢিপ প্রণাম সেরে বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন, পরের দিন সন্ধ্যায় চোখ খুলে স্বামীকে ঘুম জড়ানোকণ্ঠেজিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হাঁগো ভোর হয়নি তবু ঘুম ভেঙে গেলো কেন (যখনি জাগিবে চিত্ত এখনি হবে প্রভাত!)... আর আমি? ফু, কিছুই হল না –সোজা বাবার বন্ধু হরি জ্যেঠুর বাড়ি গেলাম, ওনাকে প্রণাম করলাম আর উনি সঙ্গে সঙ্গে তিনিং–বিড়িং লাফাতে লাগলেন, অতিস্বরে ককিয়ে উঠলেন, একি করলে, একি করলে– আমি ব্রাহ্মণ আমি 'দাম'–আজএই বচ্ছরকার দিনে আমাকে পাপের ভাগি করলে, ওরে বাবারে। আমি কি করে প্রায়শ্চিত্ত করব' আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, জ্যেঠুকে বলতে গেলাম 'জ্যেঠু, আপনি আমার গুরুজন,আপনাকে প্রণাম করব না?

–কিন্তু বলতে পারলাম না–জ্যেঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি 'হ্যা হ্যা' করে হাসতে লাগলাম, কারণ দেখলাম জ্যেঠুর মুখটা একটা লম্বা ঘোড়ার মুখ হয়ে গিয়েছে। আমার 'হ্যা হ্যা' হাসি আরথামে না। জ্যেঠুর মুখ ঘোড়া মুখই হয়ে গিয়েছে। সেদিন কি করে বাড়ি ফিরেছিলাম আজ আর মনে নেই।

২০১১র ২১ জানুয়ারি। ইংল্যান্ডে আমার বড় দাদা ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। আমার বড় দাদা ছিলেন আমার দেবতা। আমার জীবন উজ্জ্বল হয়েছে তাঁরই সব দানে। দাদা, বৌদিকে নিয়ে দু–এক বছর অন্তর অন্তর কলকাতায় আসতেন, আমাদের কাছেই থাকতেন আরকি আনন্দে কাটতো সেই দিনগুলি। তবে সেরিব্র্যাল অ্যাটাক হওয়ার জন্যে প্রয়াত হওয়ার আগে ১৩ বছর আর আসতে পারেননি। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত। যেহেতু শেষ ১৩ বছর আর আসতে পারেননি। তাই বৌদি যখন তাঁর মৃত্যুর খবর জানালেন, তখন তা মনে কোনও দাগ কাটল না–কারণ তখন আমার অনুভূতিতে দাদা ছিলেন ৩৬, সেভিংটন রোড। লন্ডন–এন ডবলু–ফ্লোরে... কিন্তু আশ্বিনে যেই বোধনের বাজনা বাজলো আর দূরে শুনলাম কবিরই গান, 'জানি তুমি আসবে ফিরে' তখনই হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠল এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, যা অনুরণিত হল আকাশে বাতাসে–'তুমি নেই'... ১১–র বিজয়ার পরে আমার আর বিজয়া নেই...।

# নদীর বুকে কুর্ণিশ, দুঃখ কষ্ট ভ্যানিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সারাবছর যাদের কাটে না পাওয়ার যন্ত্রণায় তাদের একটা দিন কুর্ণিশকে জড়িয়ে ধরে কাটল শুধুই অনাবিল আনন্দে। বেহালার কুর্ণিশ প্রতিবছরই অনাথ, দুঃস্থ, পথের শিশুদের পুজোর সময় নতুন পোষাক দেয়, কলকাতার ঠাকুর দেখায়। এবারও তারা যথারীতি নতুন পোষাকে উজ্জ্বল করেছে ওইসব শৈশব। কিন্তু ঘোরাঘুরি, এবার আর স্থলে নয়, গঙ্গাবক্ষে। পোষাকি নাম 'নদীর বুকে কুর্ণিশ'। উদ্দেশ্য ঘাটে ঘাটে বিসর্জন দেখানো হবে শিশুদের। গত ২৫ অক্টোবর ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটায় ফেয়ারলি ঘাটে এসে ভিড়ল আনন্দে ঠাসা বেলুন আর রঙিন কাগজে আপাদমস্তক সাজানো কুর্ণিশের স্বপ্নতরী। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি, কালীঘাট মিলন সংঘ ও চেতলার প্রাণ সংস্থার ৫৯ জন শিশু ও তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে কুর্ণিশের হৃদয়বান সদস্যরা ভেসে পড়লেন হুগলি নদীর বিস্তৃত বুকে। এবার দুঃখ ভুলে শুধুই আনন্দ। বাসে দেওয়া চিপস তখনও শেষ হয়নি ছোট ছোট হাতে। গঙ্গাবক্ষে কুর্ণিশের তরী তখন এক বাক্স কলতান। ধীরে ধীরে কুর্ণিশের তরী বয়ে চলল দক্ষিণেশ্বরের ঘাট পর্যন্ত। এরই মধ্যে পোলাও, মাছ, মাংস, চাটনি, পাঁপড় আর রসগোল্লায় ভুরিভোজ শুরু হল। ছোট ছোট বাঁধনহীন শৈশব তখন শুধুই খুশিতে বিভোর। বড়রাও আজ মা–গঙ্গার কোলে শৈশবের নস্টালজিয়ায়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সাবধান বাণী – ধারে যাবে না কেউ, কেউ গঙ্গায় কিছু ফেলবে না। এবার উল্টোপথে ঘাটে ঘাটে শুরু হওয়া বিসর্জন দেখার পালা। বরানগর, বাগবাজার, নিমতলা, বাবুঘাট সহ ছোট বড় ঘাটে তখন আওয়াজ বল দুর্গা মাই কি, জয়। ছোটদের বিস্ফারিত চোখে তখন বিসর্জনের না দেখা ছবি চকচক করছে। অবশেষে ফের ফেয়ারলি, বাস ও যে যার গন্তব্য। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতায় বেহালা কুর্ণিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন উপস্থাপিত করল এক অভিনব উদ্যোগ।

কেন এমন ভাবনা? কুর্ণিশের বর্তমান সম্পাদক প্রসাদ ভট্টাচার্য ও সংস্থার মধ্যমণি অতনু ঘোষ একসঙ্গে জানালেন, 'প্রতিবছরই আমরা ছোটদের নিয়ে পুজোর সময় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যাই। এবার সকলে মিলে ভাবলাম এদের বিসর্জন দেখাবো। পবিরারের সঙ্গে তো কাটায় সবাই। এদের সঙ্গে থাকে ক'জন। কিন্তু ভিড়ের চাপে ঘাটে ঘাটে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়। তাই গঙ্গাবক্ষের ভাবনা। ভালো উদ্যোগে সহযোগিতার অভাব হয় না। পেয়েও গেলাম অনেকের সাহায্য। তাই সম্ভব হল আজকের দিনটা।' আপনারা খুশি? আগামী বছর আবার করবেন? প্রশান্তির উত্তর – 'অবশ্যই। এবারে প্রথমবার। কিছু ত্রুটি হল। আগামীবার এবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও গুছিয়ে আরও সুন্দর করে করব আমরা।' শুধু পুজো নয় সারা বছরই কুর্ণিশ নানা কর্মকান্ডে পাশে দাঁড়ায় মানুষের। পুজোর আবহে পাড়ায় পাড়ায় যখন থিম–চমক আর পুরস্কারের হুড়োহুড়ি তখন কুর্ণিশ না থাকলে এতগুলো শৈশব বঞ্চিত হত অনাবিল আনন্দ থেকে। এমন কুর্ণিশ গড়ে উঠুক বাংলার আনাচে কানাচে। তবেই তো উৎসব সার্থক হবে।

# হায়দ্রাবাদেও বাঙালিদের মন উদাস হয় দুর্গা পুজোয়

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

প্রতি বছর পুজোর সময় আমি আমার গ্রামে থাকি, যেখানে দু' মাইল–এর আগে কোনো বারোয়ারি দুর্গা পুজো হয় না। তাও পুজো, আমার জন্মভিটে, আমার বন্ধু–পরিজন, খাল–বিল, শরতের আকাশ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, সেই জন্মতক। কিন্তু, এবার পুজোতে হায়দ্রাবাদ যাওয়ার জন্য খুব আকুলি বিকুলি করল আমার এক নিকট আত্মীয় সত্যব্রত। সে ওখানে এয়ারফোর্সে চাকরি করে। গত জুলাই মাসে সে জোর করে রেল–এর টিকিট কেটে পাঠাল। কিছুতেই না করার উপায় নেই।

ষষ্ঠীর দিন সকালে সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ফলকনামা এক্সপ্রেস–এ। মনটা খারাপ– এইদিনে তো প্রতিবছর হাওড়া স্টেশন থেকে নিজের গ্রামে রওনা দিতাম। এর বদলে আজ বহু দূর যেতে হচ্ছে। যেখানে আমার গ্রামের কিছুই নেই। সবটাই অচেনা–অজানা। ট্রেন হাওড়া থেকে যত বাংলা–ওড়িশার সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে, তত মনে হচ্ছে দুর্গা– মায়ের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। যে–আমি পুজোর কাছাকাছি সেইভাবে থাকতে পারি না, সেও কিনা ভারাক্রান্ত হচ্ছি, এবছর দুর্গা–মাকে মিস করলাম এই ভেবে। সবটাই যেন অভ্যেস।

কিন্তু, আশার কথা, দুর্গা–মাকে কোনোভাবেই এবার মিস করিনি। বরং অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মাকে পেয়েছি। এবার সেই কাহিনী খোলসা করে বলি। আসলে, আমার জানা ছিল না, আমার শ্যালক সত্যব্রত যেখানে থাকে, সেই হায়দ্রাবাদ এয়ারফোর্স আকাদেমিতে বাঙালিরা প্রতিবছর বড় মাপের দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে নামার পর সত্যব্রত বলেছিল, 'আজ দুপুরে আমাদের পুজো–কমিটির লোকেরা তোমাদের নেমন্তন্ন করেছে। ওখানেই খাওয়া–দাওয়া হবে।'

–তোদের কিসের পুজো কমিটি? জানতে চেয়েছিলাম কৌতুহলে।

–কেন, দুর্গা পুজো কমিটি! সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল।

–তোদের এখানে দুর্গা পুজো হয় নাকি?

–হয়তো। কেন, দিদি বলেনি তোমাকে?

দিদির দিকে তাকালাম। দিদির মুখে মুচকি হাসি তখন। সত্যব্রত দিদিকে বলল,

–দিদি, তুই বলিসনি কেন?

–সারপ্রাইজ দেব বলে আগে থেকে বলিনি। দিদির ছোট উত্তর।

সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে আমাদের আর একজন প্রিয়জন এসেছিলেন – চিত্রশিল্পী তপন কর। তপন দা কয়েকমাস হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কাছে আছেন, তাঁর মেয়ের বাড়িতে। আমরা ওখান থেকে এয়ারফোর্স আকাদেমি যাব। ওটা মূল শহর থেকে বাইরে। স্টেশন থেকে ৩৮ কি.মি দূরে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়তেই মনটা একেবারে খুশিতে ভরে গেল। আমার ছেলে সোহম তপন দা–কে জড়িয়ে ধরল, 'জ্যেঠু, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।' 'জ্যেঠু' না বলতে পারলেন না, সোহমের আব্দারে হার মানলেন। ফাঁকা ফাঁকা বড়সড় রাস্তা। গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। তপন দা এখানকার নানা অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। আমরা মন দিয়ে সেসব শুনছি। শুনতে শুনতেই আন্নারাম–এ পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকেই আকাদেমির এলাকা শুরু। গেট–এ পাশ বানিয়ে ঢুকতে হয়। ওসব আগে থেকেই করে রেখেছিল সত্যব্রত। দুপুরে ওর কোয়ার্টারে স্নান করে আমরা চললাম এয়ারফোর্স আকাদেমির বাঙালিদের দুর্গা পুজো মন্ডপে।

## যাওয়া আসার পথে পথে

খুব ছিমছাম মন্ডপ। মন্দিরের ওপরে পাকার ছাদ। সামনে বেশ বড়সড় একটা মঞ্চ। মঞ্চের ওপরটা টিন। বসার জন্য অসংখ্য চেয়ার পাতা। আমরা পৌঁছতেই আতিথেয়তা শুরু হল। প্রত্যেকে এসে আলাপ করলেন। এঁরা থাকেন বসিরহাট, কোচবিহার, বারাকপুর, শ্যামনগর, ইছাপুর, শিমুরালি, কল্যাণী প্রভৃতি সারা বঙ্গের নানা জায়গায়। যেন এক টুকরো বাংলা দেখতে পাচ্ছি। এঁদের আন্তরিকতায় আমরা আপ্লুত। ওঁদেরকে তপন দা–র পরিচয় দিলাম। উনি চিত্র–শিল্পী জানা মাত্র, ওঁদের সে–কি আনন্দ! সেদিন সপ্তমীর সকালে ওখানে 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' হয়েছে। তাতে তিনটি ছবির গুণগত বিচার সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। বিচারকরা তপন দা–কে দিয়ে সেটার মূল্যায়ন করাতে চান। তপন দা বললেন, 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে'।

কিছুক্ষণ থাকার পর আগের দিনের মন খারাপটা কেটে গেল। মনে হল, যেন পশ্চিমবঙ্গের কোথাও আছি। এশিয়া মহাদেশের সবথেকে বড় বায়ুসেনা ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে আবিস্কার করলাম, নিজের নিজের পরিবার–পরিজনকে মিস করে আরও বৃহত্তর এক পরিবার–পরিজন গড়ে তুলেছে এই প্রবাস–পুজো। প্রবাসের পুজো আসলে ভীষণভাবে পারিবারিক। বায়ুসেনার অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এই কর্মীরা পুজোর দিনগুলোতে যেন একটা পরিবার তৈরি করেছেন। এক উঠোনে সবার খাওয়ার ব্যবস্থা। সন্ধের সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। তখন আবহাওয়া একটু ঠান্ডা। চারদিকে অন্ধকারে গাছের দুলুনি। দূরে চাঁদ। সব মিলিয়ে একটা মোহময় পরিবেশ।

পরের দিন অষ্টমী–নবমীতে (একদিনে পড়েছিল) গেছিলাম, হায়দ্রাবাদের হাইটেক সিটি। নতুন গড়ে ওঠা আই টি শহর। কলকাতার সেক্টর ফাইভ–এর মতো। দারুণ কেতা। এখানেই তপন দা–র মেয়ে শর্মিষ্ঠার বাড়ি। সেখানেও ছিল আর এক চমক। এখানকার 'উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' আয়োজন করেছে বিরাট মাপের দুর্গা পুজো। দূরদর্শনের ক্যামেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। সবাই বাংলায় কথা বলছেন। বাংলাতেই একটা সুন্দর স্মরণিকা বার করেছেন ওঁরা। পুজো কমিটির অফিসে ওটা বিকোচ্ছে ৫০ টাকায়। বাংলায় লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ, বিনোদন কী নেই! তপন দা সেটাই আমাকে উপহার দিলেন –'হায়দ্রাবাদে বাঙালিদের দুর্গোৎসবের স্মারক' হিসেবে। ওখান থেকে ফেরার সময় মেহেদিপটনম হয়ে হুসেনসাগর লেক–এর পাশ দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ এসেছিলাম।

আর দশমীর দিন গিয়েছিলাম সালারজং মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের পাশে চোখ আটকে গেছিল বাংলায় লেখা একটা বড় হোর্ডিং দেখে। যেখানে লেখা ছিল, 'হায়দ্রাবাদ বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গা পুজো'। সেই পুজো প্যান্ডালে যাওয়া হয়নি। কিন্তু, মুসী নদীর তীরে সেই পুজোর কথা এখানকার অনেক মানুষ বলেছিলেন। পাশেই হায়দ্রাবাদের আকর্ষণ চারমিনার, মক্কা মসজিদ আরো কত কি! সেসবের কথা তো সবাই জানেন। আকাদেমিতে ফিরে দেখলাম ঠাকুরের বিসর্জন হয়ে গেছে। সোহমের মন খারাপ হয়েছিল খুব।

একাদশীর দিন বাঙালি মেয়েরা সবাই সিন্দুর খেলেছিলেন। কেউ কোনোকিছুই মিস করতে চান না। বিকেলে ঠাকুরের বিসর্জন দিতে গেছিলাম হুসেন সাগর লেক–এ। সেকেন্দ্রাবাদ আর হায়দ্রাবাদ শহরকে জোড়া দিয়েছে এই লেক। এই লেক–এ এখানকার ৩৩ জন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূর্তি আছে। লেক–এর মাঝখানে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি। চারদিকে আলোয় সুন্দর করে সাজানো। এটাকে নেকলেস রোড বলে।

ঠাকুর ভাসাতে বিরাট সেই লেক–এ হাজির হয়েছিলেন আরো বহু বাঙালি। এয়ারফোর্স একাডেমির মানুষেরা ভাসান উপলক্ষে নাচলেন, গাইলেন, দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার দিলেন। ফেরার সময় দেখেছিলাম, দুর্গা মায়ের আরো একটি বড় মূর্তি। ঠাকুরের সামনে পুরুলিয়ার ছৌ নাচের দল মুখোশ পরে নাচতে নাচতে যাচ্ছিল। সোহম সত্যব্রতও নেচে উঠেছিল ওদের তালে। পেছনে বিরাট ব্যান্ড। বাংলা গানের সুর মাতিয়ে দিচ্ছিল দক্ষিণ ভারতের সবথেকে বড় রাজাধানী শহরটিকে। তেলেঙ্গানায় নাকি বাংলার কোথাও আছি – কিছুক্ষণ যেন হারিয়ে যায় মন। গল্পটা বিসর্জনের কথা দিয়ে শেষ করবনা। বিসর্জনের পরেও পুজোর একটা কাজ বাকি ছিল। মন্ডপে তখনো অপেক্ষা করছিলেন, আমার গাঁয়ের সেই যুবক–ব্রাহ্মণ। এয়ারফোর্স একাডেমিতে যাকে দেখে, আমি প্রথমে চমকে গেছিলাম। পূর্ব মেদিনীপুরের দূর–গ্রাম থেকে কয়েক বছর ধরে তিনি পুজো করতে আসছেন। এখানকার মানুষের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা তাঁকে এতদূর টেনে আনে।

প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে মন্ডপে ফিরেছি, তখন কয়েকটা মাত্র আলো জ্বল জ্বল করছে। একসময় আলোগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার শান্তি জল ছেটানোর পালা। ব্রাহ্মণ জোরে জোরে বলতে শুরু করলেন – 'ওম শান্তি ওম শান্তি'। সবার মাথা নিচের দিকে। আমারও। এয়ারফোর্স একাডেমির বাঙালিদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, উদ্যোগ, সাংগঠনিক দক্ষতা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। মনটা উদাস হয়ে যায়।

# মাঙ্গলিকী

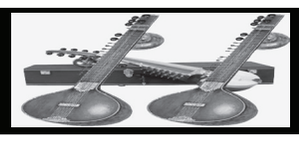

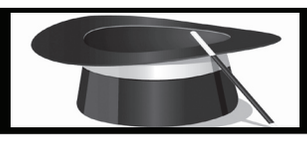

## যুগ সাগ্নিকের অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এই সংবাদ পত্রেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ১০ অক্টোবর বাংলা আকাদেমি সভাঘরে যুগ সাগ্নিক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে। ওই দিন অনুষ্ঠান শুরুর সময় দেখা গেলো বাংলা আকাদেমি সভাঘর কানায় কানায় পূর্ণ। মঞ্চে যেন 'চাঁদের পাহাড়' মঞ্চে উপবিষ্ঠ কবি রত্নেশ্বর হাজরা, সুবোধ সরকার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, মৃণাল বসু চৌধুরী, মারুৎ কাশ্যপ, বাবলু ভট্টাচার্য (পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি) ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় (আন্তর্জাতিক খ্যাতি সমৃদ্ধ কলকাতা বইমেলার কর্ণধার)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অরুপম মাইতি। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় যুগ সাগ্নিকের সম্পাদক কবি প্রদীপ গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আজকের বাংলার এক 'চারণ' সঙ্গীত শিল্পী নবকুমার (শোনালেন আগমনী গান–সম্ভবত নিজেরই লেখা, নিজেরই সুরাপিত)। এদিন ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগ সাগ্নিকের তরফে স্মারক–মানপত্র–উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হল। 'যুগ সাগ্নিক' গোষ্ঠী সুনিশ্চিত ভাবেই, এই ভাবেই নিজেকে উজ্জ্বল করলেন। যুগ সাগ্নিক পত্রিকার প্রশংসাই শোনা গেলো মঞ্চে উপবিষ্ঠ সকল বিশিষ্ঠ জনের কণ্ঠে।

এদিন মঞ্চে নবকুমারের গানের সিডির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। সুনীল গুহ সম্পাদিত 'আকাশ বলাকা' সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়ও মঞ্চে প্রকাশ ঘটল।তবে অনিবার্য কারণবশত পূর্ব ঘোষিত যুগ সাগ্নিক সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার প্রকাশ ঘটল না। পরিবর্তে পত্রিকারইশারদীয় ক্রোড়পত্র –১৪২২–র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল (পরে সভাঘরে প্রদীপ গুপ্ত ঘুরে ঘুরে সকলের হাতে ১০ টাকা বিনিময় মূল্যে পত্রিকাটি তুলে দিলেন–সুন্দর ক্রোড়পত্র)।

এদিন একই সঙ্গে 'চক্ষুদান অঙ্গীকার–এর ফর্ম বিতরণ করা হল উপস্থিত সাহিত্য–সংস্কৃতী জগতের সকল সুধীজনের মধ্যে মহতিপ্রচেষ্টা।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই (মঞ্চে উপবিষ্ঠ গুণীজনদের চলে খাবার পরেই) আসরে ছন্দ পতন ঘটল সভাঘরের ৩ ভাগের ২ ভাগ আসন খালিহয়েগেল (তোমার আসন শূন্য আজিকে) সভাঘরে যেন রিক্ততার হাওয়া ছড়িয়ে গেলো হেতু ঘোষিত পত্রিকার প্রকাশ ঘটল না তাই কি এতো আসন খালিহয়েগেলো? (এই প্রতিবেদকও চলে এলেন, কারণ প্রায় খালি সভাঘরে 'বাতানুকুল ঠান্ডা' তখন জাঁকিয়ে বসল–প্রতিবেদক সহ্য করতে পারলেন না–'প্রতিবেদক বৃদ্ধ হয়েছেন'...)

সংযোজন : এদিনই মঞ্চ থেকে ঘোষিতহল–আগামী ৩০ অক্টোবর এই মঞ্চেই যুগ সাগ্নিক সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়সংখ্যার প্রকাশ ঘটবে–সুনিশ্চিতভাবে সকলেই উন্মুখ রইলেন 'হে নতুন দেখা দাও' মুহূর্তটির জন্যে...।

## ভাবনা মুখ–এর আসর 'ভারি' হয়ে গেলো...

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভাবনা মুখের মাসিক সাহিত্য–সংস্কৃতির আসরে এই প্রতিবেদক আগে একবার গিয়েছিলেন। সেবার বিভিন্ন জনের কবিতা, গল্প পাঠে, সঙ্গীতে আলোচনায় (এ মাসে কি পড়েছি) ও সংগঠনের সভাপতি পার্থসারথি গায়েনের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পরিকোণের উজ্জ্বল গঠনমূলক আলোচনা আসরকে করেছিল উজ্জ্বল। গত ৬ অক্টোবর ভাবনা মুখের আসরে এই প্রতিবেদক আবারও গিয়েছিলেন। এদিন ১৪ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী, আবৃত্তিকার আসরে জমায়েত হন (আগেরবার ১৫ জন ছিলেন)। সংগঠনের সভাপতি পার্থসারথি গায়েনই সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন গডওয়ে। একেবারে গোড়ায় সম্প্রতি বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ভাবনা মুখের যে অনুষ্ঠান হয়, তা নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা হয়।

এদিন সভায় যেসব পাঠ এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল সেগুলি হল 'স্বপ্নের উড়ো মেঘ' (জয়ন্ত দত্ত) 'প্রবাহমান' (অমিত গঙ্গোপাধ্যায়), 'তৃণ না ফুল' (পার্থসারথি গায়েন), 'নাম নেই' (নরেশ জৈন), কয়েকটি অনু কবিতা (জয় ভট্টাচার্য) প্রভৃতি। বিভিন্ন কবিতার আবৃত্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন সুতপা দাস, উদয় চক্রবর্তী, মধুছন্দা গুপ্ত, প্রমুখ। তরুণ কবি সৌরজিত দাসের কবিতা খুবই ভালো লাগলো। সৌরজিত সুদূর বাগদায় থাকেন। 'ওই মাসে কি পড়েছি, এই পর্যায়ের আলোচনায় বক্তাদের কথাতে একটি কথাই বারবার শোনা গেলো। এবছরে শারদীয় সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত সব লেখাই সার্বিক ভাবে অনুজ্জ্বল। এর কারণ হিসাবে সবাই আলোচনার মাধ্যমে এই প্রতিপাদ্যতেই পৌঁছালেন–যেহেতু সাহিত্য হল সমাজেরই প্রতিবিম্ব। তাই সমাজের অবক্ষয়ই বাংলা সাহিত্যকেও করছে অনুজ্জ্বল। সভাপতি পার্থসারথি গায়েন বললেন, তিনি সন্ত্রাসের উৎস সন্ধানের কারণ জানবার জন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোরাণ পড়ছেন। তিনি বিষয়চিত উপর তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন, মাঝে মাঝে কোরাণ থেকে কিছু উর্দু পংক্তিও উদ্ধৃত করেন (কিছুটা হোঁচটও খান, যা অবশ্য স্বাভাবিক)। তবে গায়েনকেবাবুকে যথাযথ সম্মান জানিয়েই বলব, গুরুগম্ভীর বিষয়টি নিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক ভাষণ সকলে ঠিক মন দিয়ে শুনলেন না।

আসরের আহ্বায়ক নরেশ জৈন ভালো অনুকবিতা পড়া ছাড়া প্রায় নীরব রইলেন। আবার নীরব থেকে সকলের আদর আপ্যায়নের মাধ্যমে 'সরব' রইলেন–অভিনন্দন। সঞ্চালক গডওয়েকে আগামী দিনে সঞ্চালনার কাজে আরও দৃপ্ত হতে হবে। দীনেন্দ্র চন্দ্র সাহিত্য নিয়েই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সব শেষে বলব, এদিন আমরা সবাই অনেক কিছু পাঠ করলেও কিছুটা যেন ভিতরে গুটিয়েই রইলেন। অথচ এই ধরনের আসর তো 'তোমার খোলা হাওয়ায়' মাত্রায় হওয়া উচিত?

## ইদানিং নাট্যগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ জীবনানন্দ সভাঘরে ইদানিং নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে জয়ন্ত রসিক সম্পাদিত 'ইদানিং' সাহিত্য পত্রিকা ৮১ বর্ষ পুজো সংখ্যা, '২১ শতকের গল্প কবিতা'–র ষষ্ঠ সংকলন ও ' তিন হুজুরের হাসির হাট' ছড়া সংকলন প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই ইদানিং নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমবেত তিনটি সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর অতিথিগণ– সাহিত্যিক ও সম্পাদক চিররঞ্জন রায়, কবি ও সাহিত্যিক ড: বিপ্লব মজুমদার, বাংলাদেশের মীরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রুকসানা পারভেন সাথী একে একে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। অতিথিদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়।

এরপর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অসমান্য অবদানের জন্য সুশান্ত কর স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননায় সংবর্ধিত করা হয় কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সরকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

এরপর কবিতা ও গানের আসর বসে। বিকাশ মহাকুড় ও বিতস্তা মহাকুড় কয়েকটি গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে মাতিয়ে রাখেন। এরপর প্রায় ৫০ জনের মতো কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন , যেমন– দীপেন ভাদুড়ী, পামেলা সরকার, গোঁসাই দাস, শেখ নুরুল ইসলাম, তাপস নস্কর ও আরো আনেকে। এছাড়া বিশেষ উপস্থিতি প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর অরিন্দম আচার্য, কবি পঙ্কজ দেবনাথ কবি ও সাংবাদিক নিখিলেশ বিশ্বাস এবং শিক্ষিকা সুতপা মহাকুড়।

গোটা অনুষ্ঠানকে সুদক্ষ ভাবে সঞ্চালনা করেন সবিতা বেগম। গোটা অনুষ্টানটিকে সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন সম্পাদক জয়ন্ত রসিক যা এক একথায় প্রশংসনীয়।

## অমরসংঘের চতুর্দশ রক্তদান শিবির

**যতীন্দ্রনাথ সরকার**

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কলকাতা থেকে ৬৫ কিমি দূরে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ রবিবার ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা থানার অন্তর্গত সারেঙ্গাবাদ মাঝেরপাড়া অমরসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করল।

এই শিবিরে উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয় সওকাত মোল্ল্যা, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় অমল কর্মকার, জীবনতলা থানার ওসি সূর্যশেখর মন্ডল।

কলকাতার নীলরতন হাসপাতালের মেডিক্যাল টিমের ৭জন এসেছিলেন যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই রক্তদান শিবির সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। তবে যাদেরকে নিয়ে রক্তদান শিবির সেই গ্রামের সাধারণ মানুষদের উপস্থিতি ও উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল। গ্রামের ৯২ জন পুরুষ ও ২৮ জন মহিলা রক্তদান করেছেন। মোট ১২০ জন রক্ত দান করেন। সম্পূর্ণ শিবিরকে সুষ্ঠ ও দক্ষভাবে পরিচালনা করেন ভূমিপুত্র ও সম্পাদক পরেশ প্রধান যিনি পেশায় শিক্ষক ও নেশায় একনিষ্ঠ সমাজ সেবক। দুর্গাপুজো মানেই আনন্দের উৎসব ছুটির মরসুম, কিন্তু এই ছুটির মরসুমে চিকিৎসা কেন্দ্র রক্তের চাহিদা তুঙ্গে থাকে। সম্পাদক মহাশয় ও তার একনিষ্ঠ প্রায় ২৫ জন স্বেচ্ছা সেবক দুর্গাপুজোর আনন্দের পাশাপাশি এই রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে এমন মহার্ঘ্য শিবিরের আয়োজন করেছেন, যা এক কথায় প্রশংসনীয়।

## রক্তদান শিবির

**অমিত মণ্ডল, নামখানা :** রবিবার নামখানা ব্লকের সাত মাইল শিবরামপুরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান হল। জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই–এর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চলে রক্তদান। এই অনুষ্ঠানে ১৩৮ জন রক্তদান করেন। যারা সকলেই নামখানা এলাকার বাসিন্দা। সকাল ৯টার সময় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরমেশ্বর মণ্ডল ফিতে কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পঙ্কজ মাইতি, মনোরঞ্জন দাস, চন্দন ভুঁইয়াসহ নামখানা থানার ওসি সঞ্জয় দে এবং ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি জয়ন্ত পোদ্দার। রক্তদানের শেষে রক্তদাতাদের কাছ থেকে নাম ও ঠিকানা লিখে প্রত্যেককে বলা হয় কিছুদিন পর সকল রক্তদাতাদের কার্ড দেওয়া হবে। যাতে দাতাদের পরিবারের কারোর কোনও সময় রক্ত প্রয়োজন হয় তাহলে তারা বিনাপয়সায় পাবে। সকলকে রক্তদানের শেষে টিফিন দেওয়া হয়। অখিলেশ বারুই জানিয়েছেন রক্তগুলো মিশন মার্সি এবং পিপলস ব্লাড ব্যাঙ্ক নামে দুটি সংস্থাকে দেওয়া হবে। রক্তদান অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মহালয়ার দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ নয়। রক্তের অভাবে বহু মানুষকে মরে যেতে দেখেছি, ভবিষ্যতে যাতে না এরকমটা দেখতে হয় তারই জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।

## শুরু হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে 'The Hunt' সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

**ইন্দ্রজিৎ আইচ**

১৯৯০ সালে দু–তিনজন শিল্পী সহকর্মীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল উত্তর কলকাতার রাগরঞ্জনী সাংস্কৃতিক সংস্থা। ২০১৫ সালে ২৫ বছরের যাত্রা পথে সেই ''রাগরঞ্জনী মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট'' প্রকাশ করেছে পঞ্চাশটার বেশি গানের অ্যালবাম। সারা পৃথিবী জুড়ে নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে পূর্বভারতের এই নামি সাংস্কৃতিক সংস্থা। করেছেন সমাজসেবা, দৃষ্টান্তমূলক নানা কাজ।

সম্প্রতি নন্দন–4–এ রাগরঞ্জানী আয়োজন করেছিল এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনের। হাজির ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, গায়িকা শুভমিতা, অন্তরা চৌধুরী, অন্বেষা, বিশিষ্ট অলিয়া শুভয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস বসু ও রাগরঞ্জনীর কর্ণধার তপন বসু।

রাগরঞ্জনীর এই ২৫ বছরে সাংবাদিক সম্মেলনে তপন বসু জানালেন আগামী ডিসেম্বর থেকে ''রাগরঞ্জনী'' THE HUNT নামে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু করছে। চলবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ান

ক্ল্যাসিক্যাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক, নজরুলগীতি, অতুল রজনীকান্ত, টপ্পা, ঠুঙরি, দাদরা, পুরাতনী এবং ভজন।

প্রাইজ থাকছে সিডি রিলিজ, টেলিভিশন শো, মঞ্চে একক সঙ্গীত, বহু প্রাইজ, পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী এই প্রতিযোগিতা নিয়ে বলেন THE HUNT মানে (H) হাডওয়ার্ক (U) ইউনিক, (N) নিউ (T) ট্যালেন্ট। তিনি আরও বলেন দেশেণ সাংস্কৃতিক উন্নতিতে রাগরঞ্জনী সাফল্য লাভ করবেই।

## নন্দিত তব উৎসব মন্দিরের রবীন্দ্র সন্ধ্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫র সন্ধ্যায় অরবিন্দ ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক রবীন্দ্র সন্ধ্যা 'নন্দিত তব উৎসব মন্দির'। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন তন্ময় মুখোপাধ্যায়। সমবেত সংগীত পরিবেশন 'অরিত্র'। ভাল লাগে দর্পনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশনায় 'পুনশ্চ' সংস্থার সংগীত পরিবেশন। একক পরিবেশনে সুছন্দা ঘোষের ''মরু বিজয়ের কেতন উড়াও'' ছিল কনিষ্ঠ। সর্ব শেষ পরিবেশনায় ছিল বাগেশ্রী সংগীত সংস্থার নিবেদন 'অভিসার'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিসার কবিতাটিকে পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের গানে সাজিয়ে পরিবেশিত হল অভিসার। নিবেদিত হল গানে কবিতায় সুরে আবিষ্ট এক পরিবেশ। তাঁদের গানের মধ্যে ছিল 'বরিষ ধরা মাঝে, তোমায় আমায় মিলন হবে', 'কে দিল আবার আঘাত' প্রভৃতি গান। পাঠে ছিলেন কল্পনাল মজুমদার। সংগীতে ছিলেন আত্রেয়ী গঙ্গোপাধ্যায়, জয়িতা ঘোষ, অরিজিতা ঘোষ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ভাস্বতী দত্ত। যন্ত্রানুসঙ্গে ছিলেন রানা দত্ত, অঞ্জন বসু, মলয় দাস ও পঞ্চানন বড়াল। সমগ্র অনুষ্ঠান ভাবনার আয়োজক ছিলেন কল্যাণ গুহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রযুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

**জীবন দর্শন**

# মানব জীবনের পরম প্রাপ্তি কি?

**ডাঃ সুবোধ চৌধুরী**

আমার এক বন্ধুকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। যে তোর জীবনের পরম উদ্দেশ্য বা প্রাপ্তি কি? সে এককথায় উত্তর দিল — ভোগ — যতদিন সামর্থ থাকবে, যতদিন বাঁচবো ভোগ করবো। আবার একটা জীবন পাব কিনা কে জানে? সুতরাং যত পার নানান ভাবে জীবনে ভোগ করো– চার্বাক তত্ত্ব — যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

সমাজে যারা এই তত্ত্বকে জীবনের মূল মন্ত্র করে জীবনকে ভোগের জন্য অন্যরকম ভাবে অর্থ সঞ্চয় করেছে। ভোগের জন্য নানান কৌশল উপকরণ যোগাড় করছে। তারা সবাই কিন্তু হয় জেলের মধ্যে বসে আনন্দ করছেঅথবা নানান রোগব্যধিতে বিপর্যস্ত হচ্ছে সুখের দেখা নেই।

সুখের তরে এ ঘর বাধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

ভোগ হল আগ্নির মতো আপনাকে প্রতিনিয়ত জ্বালাবে ও অতৃপ্ত রাখবে। বাস্তব জীবন থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েই বলছি জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ নয় উদ্দেশ্য সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানা, তাকে বোঝা, তার শরণাপন্ন হওয়া। তাহলে আপনি প্রকৃত সুখী হবেন একথা আমার কথা নয় আমাদের দেশের সকল মুনি ঋষি আচার্যগণ ও স্বয়ং ভগবান একথা বলে গিয়েছেন। সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো। কেউ কেউ বলে ভোগ না করলে ত্যাগ আসে না, ভোগবাদী ব্যক্তিদের খাড়া করা এই তত্ত্ব ভোগ উৎস, কামনা বাসনা। এই কাম দুর্বার অগ্নির মতো চির অতৃপ্ত থাকে। ভোগেই ত্যাগ এটা মনগড়া কথা। শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। গীতায় বলা আছে– কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পরেনানলেন।।

কামঅগ্নির মত চির অতৃপ্ত।

শ্রীমদভাগবতে এক জায়গায় ভক্ত চূড়ামণি, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা শুকদেব গোস্বামী বলছেন–

বাসুদেব পরা বেদা বাসুদেব পরা মখাঃ।
বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেব পরা ক্রিয়া।।
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরন্তপঃ।
বাসুদেব পরো ধর্ম বাসুদেব পরা গতিঃ।।

বাসুদেব পরা বেদা –আমরা জানি বেদই পৃথিবীর আদিতম গ্রন্থ। সেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল বাসুদেব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যিনি বেদ পড়েছেন অথচ শ্রীকৃষ্ণ অস্বীকার করেন বা তাকে বোঝেন না, জানেন না, বা তার প্রতি ভক্তি জন্মায় নি। তার বেদ অধ্যয়ন বৃথা। কারণ বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা।

বাসুদেব পরা মখা– আমরা বাস্তবে দেখি একটা কাজ করছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে অন্য — তার প্রকৃত কারণ সমস্ত কর্মের ফলদাতা বাসুদেব শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাই বলা হয়েছে।

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত কর্মাণি।।

কাজের অধিকার তোমার কিন্তু তার কি ফল হবে তাতে তোমার অধিকার নেই। কর্মের ফল দাতা বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। সমস্ত কর্মের ফলদাতা একজন তিনিই বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

বাসুদেব পরা যোগা– সমস্ত যোগে ও সকল কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যোগের উদ্দেশ্য শরীর সুস্থ রাখার সাথে সাথে ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি যোগ বা সম্পর্ক আছে সেটা জানা, ভগবানকে জানতে চেষ্টা না করে যে যোগ সেই যোগের শেষ ভালো হয় না। কারণ সকল যোগ কর্মের উদ্দেশ্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জানা।

বাসুদেব পরা ক্রিয়া — আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক যে কাজ সেই কাজ যদি ভগবানের নৈমিত্তিক যে কাজ সেই কাজ যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে বাধিত না হয়। তবে সেই কর্মের ফল দুঃখ আনয়ন করে। আপনার সকল কর্ম ভগবৎ স্মরণ করে ও ভগবানের উদ্দেশ্যে করা উচিত। গীতায় ভগবান বলছেন যোঞ্জার্থাৎ, কর্মনোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন। ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম দুঃখের কারণ হবে। যুক্ত কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমান্নোতি নৈষ্টিকিম। কর্ম ফলের আশা ত্যাগ করলে শান্তি লাভ হবে।

বাসুদেব পরং জ্ঞানং — আমাদের জ্ঞানার্জন তখন সকল বলে মনে হবে যখন আপনি শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারবেন। বিজ্ঞান জগতে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ও বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনি পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। সেটা তার বিশেষ উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন–

1) Plato is my friend, Arestotle is my friend, But my greatest friend is truth (সৎ)

2) God created everything in number, weight, and measure.

তার এই উক্তিতে বোঝা যায় তার ভগবৎ উপলব্ধি কোন স্তরে? জ্ঞানের প্রকৃতং উদ্দেশ্য হল তাকে জানা। গীতায় ভগবান বলছেন– বহবো জ্ঞান তপসা পুতা মদ্ভাবমাগতা– জ্ঞানের দ্বারা আমাকে জেনে বহু যোগী তপস্বী জ্ঞানী পবিত্র হয়েছে।

বাসুদেব পরন্তপ — মুনি, ঋষি যোগী জ্ঞানী সবাই যজ্ঞ অথবা তপস্যা করেছেন। শুধু একটাই কারণ — সেই সর্বকারণের কারণ বাসুদেবকে জানা — সেই সর্বকারণের কারণ বাসুদেবকে জানা — তাকে হৃদঙ্গম করে নিজে আনন্দে থাকা। সকল তপস্যার চরম উদ্দেশ্য সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বাসুদেব পর ধর্ম আপনি যে ধর্ম ও কর্ম কান্ড অনুষ্ঠান করুন না কেন তার উদ্দেশ্য হল বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খুশী করা, তার কৃপা লাভ করে ধন্য হওয়া লোকে দান করে ভগবানকে খুশী করার জন্য। বাসুদেব পরা গতি– সকল মানুষ সুখ চায় কেহই দুঃখ চায় না আর সেই সুখের প্রদাতা হলেন স্বয়ং বাসুদেব। তাঁকে বাদ দিয়ে আপনি সুখ চাইলে তার পরিণতি যে দুঃখ সেটা ব্রহ্মাজী ও বলছেন।

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহংগৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্খ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ নতে জনা।।

যতদিন জীব তোমার (শ্রীকৃষ্ণ) চরণে স্মরন না নেয়, একনিষ্ট না হয়। তত দিন তাদের গৃহ কারাগৃহের ন্যায় থাকবে। তাই স্বয়ং ধনের অধিষ্টাত্রী দেবী লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের পদসেবা করেন। এই না হলে প্রকৃত সুখের পন্থা।

ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করুন। কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকে কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা, আত্মাকে জানা, নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত। মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা, তার প্রতি ভালবাসা তৈরি করা তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আর তার বিষয়ে জানতে থাকবেন। জানার আগ্রহ থাকলে তার মনে মনে সুখ অনুভব হবে। এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য দুঃখের কারণ হবে।

কামস্য ন ইন্দ্রিয় প্রীতি লাভ জীবেত যাবতা:
জীবন্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ন অর্থ য চ ইহ কর্মভি।।

ভগবানকে জানার উদ্দেশ্যে আমাদের সকল কর্ম ও জ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিৎ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি আত্মারূপে আমাদের সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। যিনি সকলের সুহৃদ আমাদের তার কথা শোনা উচিত তার সেবা করা উচিত ও তার গান করা উচিত। তাহলে আমরা সুখী জীবন যাপন করতে পারবো। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীব জড় জগৎ থেকে শান্তির অন্বেষণ করছে। কিন্তু এটা শান্তির অন্বেষণের প্রকৃত পন্থা নয়। শান্তি লাভের সবচেয়ে বড় পন্থা ও নীতি হচ্ছে, তাকে জানা ও তার শরণাপন্ন হওয়া, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল কর্মের ভোক্তা। এই বিষয়ে উপলব্ধি দরকার। কারণ শরীর থেকে আত্মা বেড়িয়ে গেলে দেহ জড় বস্তুতে পরিণত হয়। তাই দেহের যত ভোগ আছে তার সকল কিছুর ভোক্তা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই উপলব্ধি হলেই। তবেই জীব প্রকৃত শান্তি লাভ করবে।

ভোক্তাচং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাতা মাং শান্তিমৃচ্ছতি

তিনি সকল যজ্ঞেয় ভোক্তা এই বিষয় জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পেয়ে পরম শান্তি লাভ করে থাকে। তাই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য হল বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানা তাই উপনিষৎ বলছে

তমেব বিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়

শুধুমাত্র তোমাকেই জানলে জীব এই জড় জগতের জরা ব্যাধি, মৃত্যুর দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। অন্য কোন পন্থায় নয়। নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায় (শ্বেতাশ্বতক উপনিষদ)

মানব জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি হল কৃষ্ণ প্রেম। যে প্রেম লাভ করলে মানব জীবনের কোনও ব্যাথা থাকে না কষ্ট থাকে না শুধু আনন্দ আর আনন্দাশ্রু। চিন্ময় আনন্দ, অন্তহীন আনন্দ, সমুদ্রে জলোচ্ছাসের মত আনন্দ, তারই নাম কৃষ্ণ প্রেম তাই জীবনের চরম ও পরম পাওয়া কৃষ্ণপ্রেম।

# গতবারের রেকর্ড ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে অ্যাটলেটিকোর কাছে

**কমল নস্কর**

গতবারের জয়ী দল যে পুনরায় কোনও ট্রফি জিতবে তা নয়। সে ক্রিকেট,ফুটবল, হকি যে খেলাই হোক না কেন। তবে আগেরবারের জয়ী দলের ওপর একটা গুরু দায়িত্ব যে চেপে বসে তা বলাইবাহুল্য। চলতি কথায় বলতে হট ফেভারিটের স্টিয়ারিং সিটে আসীয়ান থাকবে গেল বারের সেই বিজয়ী দলটি। এমনকি এও দেখা যায় চ্যাম্পিয়ন না হলেও বেশ জোরদার শুরু করে আগের বিজয়ীরা। আবার প্রথম রাউন্ড বা গ্রুপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ভুরি ভুরি নমুনাও রয়েছে কিছু কম নয়। এই যেমন ভারতের কথাই ধরা যাক না। ২০১১ তে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে মুম্বইয়ের মাটিতে যে বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া তারাই কিরকম মুখ থুবড়ে পড়ল এবারের অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের আসরে। এক্ষেত্রে হয়তো বিশেষজ্ঞরা মুখ গোমড়া করে প্রবাদ বাক্য আউড়াবেন, 'ক্রিকেট, আ গেম অফ আনসার্টেনিটি'। আবার১৯৮৩ তে কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারত যখন প্রথমবার প্রুডেন্সিয়াল কাপ তথা বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল সেই দেশ পরের বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে একটু ভালো ফলই করেছিল ধোনির দলের চেয়ে। ১৯৮৭–র রিলায়েন্স বিশ্বকাপে ভারত সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল।

যদিও ক্রিকেট এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ফুটবল এই বিতর্কের মুল উপজীব্য। এই ধরুন না, ব্রাজিল ফুটবল বিশ্বের তামাম কোনায় কোনায় সমাদৃত। অথচ তারাই কিনা ঘরের মাঠে জার্মানির কাছে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হল। আমাদের ঘরের দল মানে কলকাতাবাসীর কাছে ক্রিকেট এবং ফুটবলের ক্ষেত্রে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের বাইরে যে দুটি দল জায়গা করে নিয়েছে তা হল যথাক্রমে কেকেআর বা কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং অ্যাটলেতিকো কলকাতা। শাহরুখের মালিকানাধীন ক্রিকেট দল কেকেআর তার প্রথম অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে মোটেই সুখকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়নি। সেই সৌরভই পরবর্তীকালে কলকাতার ফুটবল দল অ্যাটলেটিকো কিনে প্রথমবারেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আস্বাদন পেয়েছেন। এর পর গঙ্গা দিয়ে যথারীতি আরও অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণের পর সিএবি'র প্রধান হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে বাংলার মহারাজের। এই সুখদায়ক অভিজ্ঞতার পরে অ্যালেটিকো কলকাতার দ্বিতীয় পর্বটা বেশ ভালো হবে বলেই আশা করা হচ্ছি। সেখানেই জল ধেলে দিয়েছে হাবাসের কোচিংয়ে থাকা কলকাতা। পরের পর হারের জেরে শুরুতেই বিসর্জনের বাজনা বাজতে শুরু করেছে অ্যটলেটিকো দ্য কলকাতার।

এই লেখা চলার সময় অবশ্য সেই হতশ্রী দশা কাটিয়ে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়ানোর পরিস্থিতি তৈরি করেছে কলকাতা দলটি। সৌজন্যে মুম্বইয়ের মাটিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিশাল জয়। যাতে আবার প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন বিদেশি তারকা হিউম। যাকে নিয়ে কিছুদিন ধরেই কলকাতার সংসারে চলছিল ব্যাপক অশান্তি। কোচ হাবাসের সুনজরে ছিলেন না হিউম। খেলতেও পারছিলেন না সেভাবে। মুম্বইয়ের সঙ্গে একটা হ্যাটট্রিক পুরো ছবিটাই পালটে দিয়েছে। হিউম বনাম হাবাসের লড়াইকে গতবারের ফিকরু বনাম হাবাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল একসময়। গতবার ফিকরুর সঙ্গে কোচের এত ঝগড়া সত্ত্বেও কাপ জিতেছিল অ্যাটলেটিকো। গতবারের বিরূপ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং আইএসএল–এ বাংলা তথা কলকাতার মান বজায় রাখতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট সক্রিয় টিম ম্যানেজমেন্ট সুদৃঢ় করে তুলতে। কারণ গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ফের ড্রেসিংরুমে ফিরে আসুক সেটা চাইছে না কেউই। গতবছর কলকাতার দলটিকে বেগ দিয়েছিল তারকা ফুটবলার ফিকরু এবং কোচ হাবাসের ঝামেলা। এক্ষেত্রে সৌরভ সহ গোটা দল কার্যত ফিকরুর অখেলোয়াড়চিত মনোভাবের বিরোধিতা করে এবং কোচ হাবাসের পাশে দাঁড়ায়। তাই যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেও শেষ হাসি হাসতে পেরেছিল অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা। এবারের আইএসএল শুরু হওয়ার আগে থেকেই দলকে চাগিয়ে তুলতে একেবারে স্পেন সফরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা দলটিকে। যাতে বিদেশিদের পাশাপাশি কলকাতা এবং দেশের তারকা ফুটবলাররাও অংশ নেয়। স্প্যানিশ পরিবেশে উচ্চমানের ট্রেনিং সেরে আসাটা অ্যাটলেটিকোর পক্ষে খুবই ফলদায়ক হয়ে উঠেছিল।। যদিও আইএসএল–এর অন্যান্য ফ্র্যাঙ্কাইজি দলগুলির অনেকে বিদেশ সফর সেরেছে। তার মধ্যে কলকাতার প্রথম ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বী চেন্নাই তো তাদের আইডিয়াল ফুটবলার মাতারাজ্জির হাত ধরে পৌঁছে গিয়েছিল।

তবে এখনও পর্যন্ত স্পেনের সেই সুখকর অভিজ্ঞতা কাজে লাগেনি কলকাতার। যদিও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয়কে মোড় ঘোরানোর পরিস্থিতি বলেই বর্ণনা করছে কলকাতা কর্তারা। দলকে চাগিয়ে তুলতে রোমানিয়ান বিশ্বকাপার আনা হচ্ছে। এর সঙ্গে পোস্তিগা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে খবর। কে বলতে পারে প্রথম দিকের হারকে উপেক্ষা করে একটানা জয় আবারও কলকাতা দলকে শীর্ষে তুলে ধরতে পারে। তাও কিছু ত্রুটি বা গুরুত্বপূর্ণ ভুলের খেসারত এবারের দলকে দিতে হচ্ছে। গতবারের ফাইনালে গোল করে হিরো হয়ে ওঠা রফিককে কি যুক্তিতে বাদ দেওয়া হল তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এছাড়া হাতের কাছে কেভিন লোবোর মতো মার্কি ফুটবলার থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে নেওয়া হল না এই কাঁটাগুলো পুরো দলকে বিদ্ধ করবেই যতক্ষণ না জয়ের সারিতে ফেরা যায়।

## আফগান কোচ হচ্ছেন ইনজামাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পাকিস্তানের কিংবদন্তী অধিনায়ক–ব্যাটসম্যান ইনজামাম উল হককে এবার দেখা যাবে হেড কোচের ভূমিকায়। জিম্বাবোয়ে থেকে সদ্য ওয়ানডে ও টি–২০ সিরিজ জিতে আসা আফগানিস্তানের কোচ হতে চলেছেন ইনজি। বাইশ গজে আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার কাবুলিওয়ালার দেশে কোচিং করাতে যান।

আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ ও পাকিস্তান জাতীয় দল নির্বাচক কমিটির সদস্য কবীর খান জানিয়েছেন, ইনজামাম আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিতে রাজি হয়েছেন। কবীর বলেন, আমি ইনজামামের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি আফগান দলের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করতে রাজি হয়েছেন, যা দলের জন্য খুব ভাল হবে। বেশ কয়েক বছর আফগানিস্তান দলের সঙ্গে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দলটির অগ্রগতি দেখাশুনা করা কবির বলেন, জিম্বাবোয়ের ব্যাটিং কোচের অভিজ্ঞতা উপভোগ করেছেন ইনজামাম।

দুই বছর আগে পাকিস্তান দলের ব্যাটিং কোচ হওয়ার জন্যও ইনজামামকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে আর্থিক বিষয় নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

নিজের ক্রিকেট জীবনে দাপুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত ছিলেন ইনজামাম উল হক। এমনকী একটা সময় শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গেও তার তুলনা টানা হত। সেই ইনজির হাতে আফগান ঘোড়া কেমন দৌড়ায় সেদিকে নজর থাকবে বিশ্ব ক্রিকেটের। বিশেষ করে এ বছরের গোড়ায় অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ডে যে বিশ্বকাপের আসর বসেছিল তাতে কয়েকটি ম্যাচে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল আফগানিস্তান। আগামী দিনে ক্রিকেট দুনিয়ায় তাদের কয়েকজনকে যে চিনে নিতে হবে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে আফগান বোলাররা প্রশংসা কুড়িয়েছে বিশ্ব ক্রিকেট মঞ্চে।

## শচীনের দলে ওপেন করবেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'মহারাজ' সৌরভ গাঙ্গুলি চিঠি লিখলেন সতীর্থ শচীনকে। 'তোমার সঙ্গে আবার ওপেন করতে চাই', এই আবেদনই করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। আবেদনে সারাও দিয়েছেন সচিন। তবে দাদার কাছে একটা আবদারও রেখেছেন ক্রিকেট ঈশ্বর। অফ ড্রাইভটা ব্যাটের সুইট স্পট থেকেই আসুক, দাদির কাছে এটাই আবদার শচীনের।

অল স্টার টি–টোয়েন্টিতে শচীন'স ব্লাস্টারের হয়ে খেলবেন কলকাতার মহারাজ। আবারও সেই ইতিহাসের ছবি। ডানহাতি বাহাতি কম্বিনেশনে পৃথিবীর সেরা জুটি সচিন–সৌরভ, আশা করছি এই দাবি অকপটেই করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন দুজনেই। একজন পেশাদার কমেন্টটর সঙ্গে বাংলা ক্রিকেটের সর্বময় কর্মকর্তা। 'ঈশ্বরের আবার কর্ম কিসের'? তাই সচিন কেবল ক্রিকেটেই আছেন, বাকি সব কিছুতেই না। দুজন আবার একসঙ্গে। ওপেন করার ইচ্ছা দাদার। ইচ্ছাপূরণ করলেন ক্রিকেট ঈশ্বর। আবার আবদারও রাখলেন কলকাতার মহারাজের কাছে।

আজকের প্রযুক্তি সর্বস্ব ফেসবুক কিংবা ট্যুইটারের যুগে চিঠি লেখার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে সৌরভ চিঠি লিখলেন। তাও আবার তার সেরা পার্টনারের কাছে। যিনি আবার এই মুহূর্তে তার 'বুড়ো' দলের অধিনায়কও বটে। এখন দেখার অপেক্ষা ৯০ দশকের মতো শচীন–সৌরভ যুগলবন্দী আগের মতো ঝলসে ওঠে কি না। বয়স কিংবা দীর্ঘদিন অবসর হয়তো তাদের খেলার অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। তা হলেও এই দুজনের কেমিস্ট্রিটা ফের মজবুত হয়েও উঠতে পারে। কারণ তাদের উল্টো দিকে যারা বোলিং রানআপ থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসবেন তারাও যে বয়সের ভারে অনেকটাই ক্লান্ত। এবার দেখার এই 'বুড়ো' বোলারদের কিভাবে সামলায় শচীন–সৌরভের সাড়া জাগানো জুটি। যা একাধারে বহু রেকর্ডেরও অধিকারী।


**আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে**

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

**'অ্যাপস রিপোর্টার'**

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০


# ঐতিহ্যের কালীপুজোয় নতুনত্বের ছোঁয়া উত্তর চব্বিশ পরগনায়

**কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা**

কলকাতা যেমন দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য ধরে রেখেছে, তেমনই কালীপুজোর ঐতিহ্য ধরে রেখেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত। গত শতকের প্রায় আশির দশকের গোড়া থেকে বারাসতের কালীপুজো দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দীপাবলী উৎসবের এই ঐহিত্য বারাসত ধরে রাখলেও গত কয়েকবছর ধরে বারাসতের পাশ্ববর্তী শহর মধ্যমগ্রামও টক্কর দিয়ে আসছে জেলা শহরকে। তবে এবার মধ্যমগ্রামের কালীপুজো তুলনামূলক অনেকখানি ব্যাকফুটে। এর প্রধান কারণ হিসেবে পুজো বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, তোলা প্যান্ডেল। বারাসতের বিশেষ কয়েকটি পুজোকে বাদ দিলে অন্যান্য পুজোগুলোও এতদিন তোলা প্যান্ডেলেই নির্ভর করত। ফলে বারাসতের কালীপুজোর আকর্ষণ অনেক ফিকে হয়ে যাচ্ছিল বলে বিশেষজ্ঞদের মত। এই কথা ভেবেই বারাসতের আকর্ষণীয় পুজো মণ্ডপগুলি এবার নতুন প্যান্ডেলের উপর বেশি জোর দিচ্ছে। তাই তোলা প্যান্ডেলের উপর নির্ভরশীল মধ্যমগ্রামের কালীপুজো এখন বারাসতের জৌলুসের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। কারণ মধ্যমগ্রাম শহরের প্রায় সবকটি পুজোই তোলা প্যান্ডেল এনে পুজো করছে। বারাসতের যে পুজোগুলি প্রতি বছর নতুনত্বের উপর গুরুত্ব দেয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কেএনসি রেজিমেন্ট, পাওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাব, নবপল্লী সার্বজনীন, নবপল্লী ব্যায়াম সমিতি, রেজিমেন্ট, সন্ধানী ইত্যাদি। এই দলে অবশ্যই পড়বে রাজারহাটের নেতাজি সংঘ। প্রায় প্রতিবছরই চমক দেখিয়ে পুরস্কার জিতে নেয়। আজকের এই প্রতিবেদনে বারাসত, মধ্যমগ্রাম ও রাজারহাটের কোন পুজো এবার কি উপস্থাপন করছে তার ঝলক তুলে ধরা হল।

■ কেএনসি রেজিমেন্ট উপস্থাপনা – সোনার কেল্লা : বারাসতের অন্যতম সেরা আকর্ষণ এই পুজো। সেই আশির দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিবছরই নতুনত্বের উপহার দিয়ে চলেছে দর্শনার্থীদের। কেএনসি'র পক্ষ থেকে এবার দর্শনার্থীদের জন্য উপহার সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা বলে জানালেন সম্পাদক সন্তু সিনহা এবং পুজোর কর্ণধার তথা বারাসত পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায়। শুধু সোনালী রঙে দুর্গটি ফুটিয়ে তোলাই নয়, দুর্গে দেখতে পাওয়া যাবে অসাধারণ রাজস্থানী ভাস্কর্যেরও। থাকবে উট, হাতি ও নানা মূর্তি। এইসঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকছে রাজস্থানী ঘরানায় তৈরি কালী প্রতিমা। যা নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের। সঙ্গে বাহারি আলোসজ্জাও এই পুজোর বাড়তি আকর্ষণ।

■ পাওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাব। উপস্থাপনা – কৃষ্ণ মন্দির : এই ক্লাবের যে মাঠে পুজো হয়, সেই মাঠ সংলগ্ন বিশাল পুকুর এই পুজোর একটা বাড়তি প্রাপ্তি। পুকুরের পাড় জুড়ে তৈরি হওয়া এই পুজোর আকর্ষণই আলাদা। পুকুরের জলের উপর আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপের প্রচ্ছায়া দর্শনার্থীদের মনকে আবেতাড়িত করে। এবার এখানে দেখতে পাওয়া যাবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ মন্দির। পুকুরটিকেও সাজিয়ে তোলা হবে বৃন্দাবনের কুসুম পুকুরের আদলে। মাতৃপ্রতিমাতেও থাকবে অভিনবত্ব, বলে জানান ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

■ সন্ধানী। উপস্থাপনা – মিশরের আবু সিম্বেল টেম্পল : এবারে এই পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। তাই পুজোর জৌলুসও এবার অনেক বেশি। মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন মিলবে এই পুজোর প্রায় প্রতি ছত্রে। মাটি ও প্যারিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে অনেক অকের্ষণীয় পিরামিডের নানা মিশরীয় মূর্তি। সঙ্গে থাকছে মিশরের ফ্যারাওদের আদলে তৈরি দেবী মূর্তি বলে জানালেন পুজোর উদ্যোক্তারা।

■ নবপল্লী সার্বজনীন। উপস্থাপনা – লোটাস টেম্পল : বারাসতের কালীপুজোর এক অন্যতম ঐতিহ্যবহনকারী এই পুজো। নবপল্লী সার্বজনীনের পক্ষ থেকে এবার দর্শনার্থীদের জন্য উপহার দিল্লির লোটাস টেম্পল। প্লাই ও ফাইবার দিয়ে তৈরি এই মণ্ডপে থাকছে বিশেষ সূক্ষ্মতার ছাপ। চন্দননগরের আলোকসজ্জা এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।

■ রেজিমেন্ট। উপস্থাপনা – দক্ষিণ ভারতের মন্দির : দক্ষিণ ভারতের দুটি মন্দিরের মিশেলে তৈরি পুজো মণ্ডপ দেখা যাবে এখানে। মণ্ডপ জুড়ে অসাধারণ শিল্পকর্ম দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। একাধিক আকর্ষণীয় আলোর গেট এই পুজোর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। এই সাথে কৃষ্ণনগরের কালীপ্রতিমা প্রতিবছরের মতো এবারেও দর্শনার্থীদের এক উজ্জ্বল প্রাপ্তি।

■ ছাত্রদল। উপস্থাপনা – ফিরিয়ে দাও আমাদের প্রকৃতি : থিম ভিত্তিক এই পুজোর এবারের বিশেষ আকর্ষণ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার আবেদন। আমাদের প্রকৃতি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই মর্মে তৈরি পুজো মণ্ডপ মূলত লাইটিং নির্ভরশীল। বিগত তিন বছর যাবৎ এই পুজো আলোকসজ্জায় সেরা হয়ে আসছে। এবারও আলোকসজ্জায় সেরা হওয়ার আশার কথা জানালেন পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত পাল ও সঞ্জীব চক্রবর্তী সহ পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা সঞ্জয় মিত্র। উদ্যোক্তারা আরও জানান, বারাসত নয়, কলকাতাতেও আলোসজ্জার এমন বৈচিত্র্য বিরল। ছাত্রদলের দেবী প্রতিমা কৃষ্ণনগরের।

■ বিদ্রোহী। উপস্থাপনা – সিকিমের সাইবাবা মন্দির : সাদার উপর সোনালী রঙের কাজ এই মণ্ডপকে আলাদা মাত্রা এনে দেবে। সিকিমের প্রথম সাইবাবা মন্দিরের আসলে তৈরি হচ্ছে এই পুজোর মণ্ডপ। থাকছে সোনালি রঙের নানা মূর্তিও। এই পুজোর প্রতিমাও সকলের মন জয় করবে বলে ক্লাব সদস্যরা আশাবাদী।

■ শতদল। উপস্থাপনা – কাল্পনিক মণ্ডপ : শতদলের কাল্পনিক এই মণ্ডপে এবার দেখতে পাওয়া যাবে পাটের আকর্ষণীয় কারুকাজ। নজর কাড়বে চন্দননগরের আলোকসজ্জা।

■ শক্তিমন্দির। উপস্থাপনা – পাহাড়ি মন্দির : বরফের পাহাড় ছাড়াও এখানে দেখা মিলবে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের। যা দর্শনার্থীদের মন জয় করবে বলে উদ্যোক্তাদের

আশা। এছাড়াও থাকছে বারাসতের সাম্য সংঘের পুজো, সাউথ ভাটরাপল্লি, তরুছায়া ইত্যাদি পুজোগুলোও দর্শনার্থীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

### যাওয়া যাক পায়ে পায়ে মধ্যমগ্রামে

■ মধ্যমগ্রাম ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাব। উপস্থাপনা – গুপ্তকাশীর মন্দির : মূলত বাংলার কুটির শিল্প এবারে এই পুজোর বিষয়বস্তু। বাঁশ ও বাঁশগাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে গুপ্তকাশীর মন্দির ফুটে উঠেছে এই মণ্ডপে। সঙ্গে মায়ের তিনটি শক্তি, শান্তি ও বিনাশের দেখা মিলবে এই পুজো মণ্ডপে।

■ সুভাষপল্লি সার্বজনীন। উপস্থাপনা – নেপালের ভূমিকম্প : মধ্যমগ্রাম রেলস্টেশনের একেবারে পার্শ্ববর্তী এই পুজো মণ্ডপ। এবারে উদ্যোক্তাদের পুজোর থিম নেপালের ভূমিকম্প। টাওয়ার, ট্রেন, মন্দিরের ভেঙে যাওয়া অংশ যেমন দেখা যাবে, তেমনই দেখা যাবে ভগ্নস্তূপে আটক পড়া মানুষ ইত্যাদিরও। বুদ্ধের আদলে তৈরি প্রতিমা ও চন্দননগরের আলো এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।

■ রবীন্দ্রপল্লী অ্যাথলেটিক। উপস্থাপনা – ইস্কন মন্দির : মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের আদলে তৈরি এই পুজো মণ্ডপ। এই সঙ্গে থাকছে বাহারি আলোর সাজ।

■ মেঘদূত শক্তিসংঘ। উপস্থাপনা – দার্জিলিং জমজমাট : থিমভিত্তিক এই পুজোর এবারের থিম হল, দার্জিলিং জমজমাট। ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে দার্জিলিঙের চা বাগান। দেখা মিলবে টয়ট্রেন, রোপওয়ের। শ্যামা মায়ের সঙ্গে তারাপীঠ ও কালীঘাটের মায়ের রূপের প্রতিমা এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ। পুজোকে ঘিরে এখানে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয় বলে উদ্যোক্তারা জানান। এছাড়াও শৈলেশ নগর যুবকবৃন্দ, পূর্বাশা যুব পারিষদ, বসুনগর যুবকবৃন্দ, বসুনগর তরুণ সংঘ, সাহারা আদিবাসীবৃন্দের পুজোও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

### মধ্যমগ্রাম সেরে এবার রাজারহাটে

■ রাজারহাট নেতাজি সংঘ। উপস্থাপনা – সে এক রূপকথারই দেশ : রাজারহাট তথা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম সেরা পুজো এটি। এই পুজোয় এবারে থিম, সে এক রূপকথারই দেশ। তারা ভরা আকাশে শৈশবের রূপকথায় হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি থাকছে এই পুজোয়। এছাড়া ব্যাঙ্গমা–ব্যাঙ্গমী, উড়ন্ত পরী দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে উদ্যোক্তাদের মন্তব্য।

এছাড়াও রাজারহাটের প্রগতি সংঘ, গোপালপুর নওজোয়ান সংঘ, আজাদ হিন্দ পল্লি, পল্লিশ্রী সংঘ, শক্তি সংঘ, জগদীশ স্পোর্টিং গোপালপুর তরুণ সংঘের পুজোও উল্লেখযোগ্য বলে পুজো বিশেষজ্ঞদের অভিমত।


**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com